সুভদ্রা।

শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নং, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীনগেন্দ্রনাথ কোঁঙার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ॥৵০ আনা। বাঁধাই ১৲ টাকা।

উৎসর্গ।

যিনি বর্ত্তমান বঙ্গের শিরোমুকুট

যাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী,

যিনি উচ্চতম বিচারালয়ে ধর্ম্মাবতার বিচারপতি,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি,

বঙ্গসাহিত্যের অনন্যসাধারণ আশ্রয়,

স্বদেশপ্রাণ, দীনপালক তেজস্বী,

মহামান্য

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এম, এ, ডি, এল,

সরস্বতী মহোদয়ের মহামহিমান্বিত নাম স্মরণ করিয়া

তাঁহারই শ্রীকরকমলে

অকপট ভক্তির নিদর্শন—পূজার পুষ্পস্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিষ্ণুপুর। চিরুলিয়া
খুলনা।

ভক্তিপ্রণত গ্রন্থকার।

নিবেদন।

পঞ্চম বেদাখ্য মহাভারত গ্রন্থ অনন্ত রত্নালয় মহাসিন্ধু; সুভদ্রা তাহার অন্যতম রত্ন। সুভদ্রা মহাভারতের নায়িকা নন্; দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি অন্যান্য নায়িকাদিগের সহিত তুলনায় সুভদ্রা মহাভারতে নিতান্ত উপেক্ষিতা। তথাপি মহর্ষি দ্বৈপায়নের শান্ত গম্ভীর ভাষায় যতটুকু সুভদ্রা চরিত্র গীত হইয়াছে, তাহা অনুপম মহিমায় সমুজ্জ্বল। আমরা ভক্তি প্রণোদিত উদ্যমে সুভদ্রা চরিত্রের সমালোচনার চেষ্টা পাইয়াছি।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা-হরণ-সময়ে সুভদ্রার কোনও কৃতিত্ব মহাভারতকার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু স্বর্গীয় কাশীরাম দাস, সুভদ্রা-হরণটী বড় সুন্দর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এই ঘটনায়, তিনি কৃষ্ণ-প্রিয়া সত্যভামাকে ভদ্রার্জ্জুনের বিবাহের ঘটকী করিয়াছেন এবং ভদ্রাকে অর্জ্জুনের সারথ্য করাইয়া একটী বড়ই চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এ স্থলে আমরা কাশীরাম দাসেরই পদানুসরণ করিলাম। আর একজন কবি দণ্ডী-পর্ব্ব লিখিয়া সুভদ্রা-মহিমা সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, আমরা স্থলবিশেষে তাহার উল্লেখ করিলাম মাত্র। অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে মূল মহাভারতেরই অনুসরণ করিলাম। বহু স্থানে মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, অনুবাদের অনেক স্থলে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের ভাষা গ্রহণ করিয়াছি।

বঙ্গীয় নারী-সমাজে আর্য্য-নারীর একটী উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই সুভদ্রা সঙ্কলিত হইল। বঙ্গরমণীগণ সুভদ্রা পাঠে সামান্য প্রীতিলাভ করিলেই পরিশ্রম সফল মনে করিব।—

বিষ্ণুপুর,
১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ১৭ই শ্রাবণ।

বিনীত
গ্রন্থকার।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১	জিজীবিচ্ছেতং	জিজীবিষেচ্ছতং
২১	১	ব্রহ্মচারীবেশে	ব্রহ্মচারিবেশে
৩৭	১২	নিবিদ্ধ হয়	নিষিদ্ধ নয়
৩৯	১	কঠোর ও দৃঢ়তার	কঠোর দৃঢ়তার

সুভদ্রা।

—):০:(—
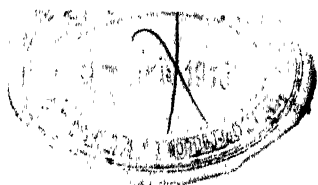
প্রথম পরিচ্ছেদ।
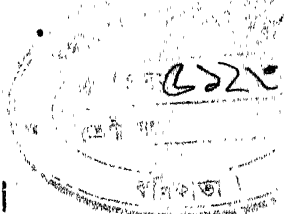
মধুর বৃন্দাবনলীলা সাঙ্গ করিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ—যুগলভ্রাতা কংসরাজ্য মথুরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং দ্বৈরথযুদ্ধে মহাবল আততায়ী কংসকে সংহার করিয়া কংস-কারাবদ্ধ পিতা মাতার উদ্ধার করিলেন। বিশ্বের কণ্টক অত্যাচারী মথুরারাজের প্রাণ সংহার করিলেন, কিন্তু নিজেরা রাজ্য গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা ভোগের জন্য কর্ম্ম করিতেন না। পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপন ও জীবের মুক্তিপথ—নিষ্কামকর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব! সম্মুখ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অনর্থক বহু সৈন্যের প্রাণনাশ হইবে, তাই অভিযান-সমর পরিত্যাগ করিয়া দ্বৈরথযুদ্ধে কংসনাশ করিলেন,—বিন্দুমাত্র অনর্থক রক্ত বসুমতীর বক্ষে পতিত হইল না। কংস-জনক বৃদ্ধ উগ্রসেনকে মথুরা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, আপনারা দুই ভাই তাঁহার সেবক হইয়া রহিলেন।

অসুর-স্বভাব মহাবল মগধরাজ জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর। জামাতার বধে দারুণ অমর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া মথুরার প্রতি বিবিধ অত্যাচার করিতে লাগিল। দুরন্ত ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া বলভদ্র জরাসন্ধের গিরিব্রজপুর ধ্বংস করিবার জন্য গর্জ্জিয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "এ উপযুক্ত সময় নয়। প্রায় ভারতের অর্দ্ধেক এক্ষণে জরাসন্ধের অধিকৃত। সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইলে, উভয়পক্ষে বিপুল সৈন্যের আয়োজন হইবে, অসংখ্য নর-রক্তে ধরণী প্লাবিত হইবে। সময় অপেক্ষা করুন। এক্ষণে আমরা কেবল আত্মরক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। আত্মরক্ষার পক্ষে মথুরা উপযুক্ত স্থান নয়। উপযুক্ত নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আত্ম-রক্ষার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে।"

বলভদ্র শান্ত হইলেন। অচিরাৎ পশ্চিম-সাগর-বেষ্টিত রৈবতক-গিরি-পাদমূলে দ্বারাবতী নগরী প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি ধরণীতে ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ,—দ্বারকা তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য—সনাতন ধর্ম্মরাজ্যের সূত্রপাত!

দ্বারাবতী প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র; স্নেহময় পিতা যেমন বালিকা কন্যাকে কোলে লইয়া আদরে তাহার অঙ্গরাগ ও বেশ-ভূষা করিয়া দেন, মহাগিরি রৈবতকের কোলে শ্রীকৃষ্ণের নব-প্রতিষ্ঠিত দ্বারকাপুরী তেমনি বিবিধ রাগে রঞ্জিত হইয়া নিত্য নূতন আদরে হাসিতেছে। তিন দিকেই অসীম পশ্চিম সিন্ধু অবি-রাম তরঙ্গ তুলিয়া, রৈবতকের শ্যাম অঙ্গে আপনার শ্যামচ্ছবির প্রতিবিম্ব পাড়িয়া, কখনও ভৈরব গর্জ্জনে, কখনও শ্রুতিমধুর মৃদু

কলনাদে কৃষ্ণপুরী দ্বারকার বিজয়গীতি গাহিতেছে। নগরীর সর্ব্বত্রই আনন্দের উচ্ছ্বাস। কোথাও সুস্থ সুঠাম নাগরিকগণ বান্ধবসম্মিলনে উৎসব করিতেছে; কোথাও বিস্তীর্ণ চত্বরে বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, বটুগণ বেদ গান করিতেছেন, কলাকুশল নরনারীগণ বিবিধ যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গীত করিতেছে। রাজপথে বিবিধবেশে বিবিধ যানে পথিকের স্রোত চলিতেছে, সকলেরই মুখ প্রসন্নতায় হাস্যময়। বিবিধ পণ্যে সুসজ্জিত বিপণি পথিকের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে।

মঙ্গলময়ের রাজ্য মঙ্গলে পরিপূর্ণ। বাণিজ্য আছে, প্রতারণা নাই;—সম্পদ আছে, বিবাদ নাই;—সুখ আছে, কামনা নাই;—দরিদ্র আছে, অসন্তোষ নাই। পণ্ডিত আছে, দম্ভ নাই;—অপণ্ডিত আছে,—দুর্নীতি নাই। রাজা আছেন, শাসনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু শাসন পাইবার ব্যক্তি নাই।

পাত্রমিত্র, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব লইয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় পরমানন্দে বাস করিতেছেন। অগণিত যদুকুল তাঁহার আজ্ঞাকারী; তিনি সকলের প্রতিই সমস্নেহশীল। তিনি গুরু, সকলেই তাঁহার শিষ্য। বসুদেব, অক্রূর, উদ্ধব প্রভৃতি বৃদ্ধগণ বয়ঃপ্রবীণতায় শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ করেন, কিন্তু জ্ঞানগৌরবে তাঁহাকে মনে মনে গুরু বলিয়া মান্য করেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগকে সেবায় তুষ্ট করেন।

এই বিপুল যাদবগণের মধ্যে ভগবান্ একটী বালিকা লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত। সেটী তাঁহার ভগিনী সুভদ্রা, রোহিণীর গর্ভ-

জাতা, সারণের সহোদরা; শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী। শ্রীকৃষ্ণ সকলের গুরু, সুভদ্রারও গুরু। শিশুকাল হইতেই তিনি সুভদ্রাকে নানাশাস্ত্রে শিক্ষা দিতেছেন। সুভদ্রার অলৌকিক মেধা-শক্তি দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইতেছেন। সুভদ্রা যাহা শুনে, তাহাই মনে রাখে; যাহা দেখে, তাহাই শিখে। শাস্ত্রাধ্যাপন-কালে মধ্যে মধ্যে প্রভু, বালিকার জ্ঞান-কৌতূহলবিশিষ্ট সুন্দর মুখের প্রতি তাকাইয়া বিহ্বল হইয়া যাইতেন। সর্ব্বশাস্ত্রনিদান ভগবান্,—এই বালিকার জ্ঞানের সীমা কোথায় ভাবিয়া মুগ্ধ হইতেন! আর কত প্রচ্ছন্ন আশায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত। জোয়ার কালের নদীর ন্যায় সুভদ্রার মনোবৃত্তি যেমন দ্রুত ফুলিয়া উঠিতেছে, তেমনি শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার অনিন্দ্য কান্তি কলায় কলায় ফুটিয়া উঠিতেছে! একদিন তিনি পালঙ্কের উপর শুইয়া ছিলেন, বালিকা সুভদ্রা খেলা করিতেছিল; খেলিতে খেলিতে বালিকার খেলনা তাঁহার পালঙ্কের তলে গড়াইয়া গেল। সুভদ্রা এক হাতে পালঙ্ক উচু করিয়া আর এক হাতে খেলনা কুড়াইয়া আনিল। পালঙ্কের দোলনে যদুনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল,—দেখিয়া বিস্মিত হইলেন,—সুভদ্রা তাঁহাকে সমেত পালঙ্ক এক হাতে তুলিয়া ধরিয়াছে! সেই দিন হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রাকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিলেন। সুভদ্রার কোনও বিদ্যায়ই অনধিকার নাই। যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, তেমনি অসিচালনা, লক্ষ্যভেদ, রথচালনা প্রভৃতি সামরিক কৌশলে তাহার অদ্ভুত নৈপুণ্য হইয়া উঠিল।

তারপর বিশ্বগুরু তাহাকে শিখাইলেন,—সুখে দুঃখে, জয়ে পরাজয়ে, লাভে অলাভে, সমভাব ;—শত্রু-মিত্রে অভেদ প্রীতি, স্তুতি-নিন্দায় সম সন্তোষ ; শিখাইলেন—ভোগ-বিলাস ঐহিক সম্পদের অসারতা, ইন্দ্রিয় জয়ের মহত্ব, ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কর্ম্ম করিবার ঐকান্তিক আগ্রহ। আর শিখাইলেন—নারায়ণে অব্যভিচারিণী ভক্তি। যিনি তাঁহার ভক্ত, তিনিই তাঁহার প্রিয়। যিনি সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহাকে ভক্তি করেন, তিনি স্বয়ং তাঁহাকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন। ভক্তি ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই।

ঋষিবাক্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। *
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥"

এ সংসারে যাহা কিছু সকলই অস্থায়ী, সকলই চঞ্চল, সকলই সেই লীলাময়ের লীলা। সকলের মধ্যেই এক নিয়ন্তা বিরাজিত। তোমার আমার কিছুই নয়, সকলই তাঁহারই। তবে আর ভোগে আসক্তি কেন ? অসার ক্রীড়ায়—জলবুদ্‌বুদে আসক্তি দুঃখেরই কারণ। আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। আসক্তি ত্যাগ করিলেই আনন্দ। ছায়া ত্যাগ করিয়া, যাহা মূল পরম পদার্থ, তাহারই অনুসরণ কর ; নিত্য অনন্ত আনন্দ ভোগ কর। অসার ঐহিক ঐশ্বর্য্য ধন সম্পদে লুব্ধ হইও না। ভগবান্ শিখাইলেন,—

---

* ঈশোপনিষদ্। ১

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।"

এ সংসারে জীব কর্ম্ম-চক্রে আসিয়াছে,—কর্ম্ম করিতেই আসিয়াছে। কর্ম্ম করিবার জন্য দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ত্যাগের সঙ্গে কর্ম্ম করিতে হইবে,—ভোগের জন্য কর্ম্ম নয়, কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম, সে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ নয়, সে কর্ম্ম মুক্তির সোপান। এইরূপ কর্ম্ম-কৌশলের নাম যোগ। সুখ-দুঃখে, লাভ-অলাভে উদাসীন থাকিয়া কর্ম্ম করিবার সামর্থ্যের নাম কর্ম্ম-কৌশল। সর্ব্বজীবের মঙ্গল সম্পাদনের নাম কর্ম্ম। নারায়ণের প্রীতি-সম্পাদনই একমাত্র কর্ম্মের উদ্দেশ্য।

যে জ্ঞান-গিরির বিশ্বপ্লাবনী ধারায় সমগ্র জগৎ শীতল হইয়াছিল, ভাগ্যবতী সুভদ্রা তাঁহারই পদপ্রান্তে শিষ্যার আসন পাইয়াছিলেন; সুভদ্রা বালিকা হউন, অবলা হউন, কিন্তু হরি যাহাকে শিখাইবেন, তাঁহার কি শিখিতে বাকি থাকে? সুভদ্রা মর্ম্মে মর্ম্মে নিঃসন্দেহে বুঝিয়া শিখিলেন, "যোগ কর্ম্মের কৌশল, কর্ম্ম বিশ্বের সেবা, কৌশল ফলাফলে অনাসক্তি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দকুঞ্জ,—দ্বারকার বৃন্দাবন। গোবিন্দ বৃন্দাবন-লীলা ভুলিতে পারেন নাই ; রৈবতকের রমণীয় সানুদেশে নবীন বৃন্দাবন প্রস্তুত করিয়াছেন। সেইরূপ তাল তমাল তরু প্রকৃতিবিন্যস্ত প্রাকৃত ভাবে সাজিয়াছে, সেইরূপ কদম্ব গাছে রাশি রাশি ফুল ধরিয়াছে, স্থানে স্থানে সেইরূপ তরু লতায় জড়াইয়া কুঞ্জ সৃষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ বিস্তৃত গোচারণের মাঠ হরিতৃণে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে সেইরূপ গোপ-বালকগণের ক্রীড়াকুটীর। কদম্বের ডালে সেইরূপ ঝুলন দড়ি বাঁধা। রাখাল বালকগণের খেলার শেষে সেইরূপ বনফুল ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে। দুই এক খানা পাঁচন-বাড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। রৈবতক গোবর্দ্ধন,—আর নীলসিন্ধু কালিন্দী।

শ্রীকৃষ্ণ অনেক সময়ে এই আনন্দকুঞ্জে বাস করেন। সঙ্গে রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ থাকেন, আর থাকেন,—ভগিনী সুভদ্রা। সুভদ্রা দাদার সঙ্গ ছাড়া হইয়া থাকিতে পারেন না শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকে শিখাইয়াছেন, নারায়ণে ভক্তি কর। বালিকা ভদ্রা নিরাকার অনন্ত নারায়ণে ভক্তি করিতে পারিলেন না।

নারায়ণ আবার কে? আমার দাদাই ত নারায়ণ! যে গুরু, সেই নারায়ণ। দাদা আমার গুরু, আমার নারায়ণ। ঋষিরা বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ, পৃথিবীতে ধর্ম্মস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুভদ্রার সেই কথার প্রতিই বিশ্বাস। তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি, ক্রমে গুরুভক্তিতে, পরে গুরুভক্তি ব্রহ্ম-ভক্তিতে পরিণত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রা আর কৃষ্ণ ছাড়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে আসিয়াছেন, ভদ্রা সঙ্গে আসিয়াছেন। ভদ্রা এখন বালিকা নন্, বাল্য-যৌবনের সন্ধিতে কিশোরী।

প্রত্যূষ সময় শ্রীকৃষ্ণ শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। রৈবতকের উপরে গৃহ, প্রাসাদতল অতি উচ্চ। সেই উচ্চ প্রাসাদে, বাহিরে শ্বেতপ্রস্তরের আসনে বসিয়া, দূরে নীল সমুদ্রের লীলা দেখিতেছেন। সমুদ্র স্থির, তখনও তাহার অনন্ত বক্ষে স্পষ্ট সূর্য্য প্রভাসিত হয় নাই। কেবল অস্পষ্ট ঊষালোকে একখানি সীমাহীন নীল দর্পণের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ একাকী নীরবে তাহাই দেখিতেছেন। বৈতালিকেরা প্রভাতী গাহিয়া গেল, ধীরে ধীরে দুই একটি করিয়া কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ ভাবে বসিয়া আছেন। তার পর সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে সাগরের বুকে বীচির মালা জ্বালিতে জ্বালিতে উঠিয়া পড়িলেন। রাখালেরা গোপাল তাড়াইয়া গোষ্ঠে চলিল, দুই এক বার এলোমেলো গান করিল। প্রভু তখনও সেইভাবে বসিয়া আছেন। নিম্নে দ্বিজগণ পার্ব্বতীয়

সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক সূর্য্যপানে তাকাইয়া যুক্তকরে গম্ভীর-নাদে বেদ গান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের কি আজ প্রাতঃকৃত্য করিতে মনে নাই ? সত্যভামা আসিয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন ; প্রাতঃকৃত্যের কথা মনে করিয়া দিলেন। যদুনাথ সঙ্কেপে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন কবিয়া আবার সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। অভিমানিনী সত্যভামা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। রুক্মিণী সেবার জন্য আসিলেন, প্রভু আজ সেবা ভালবাসিলেন না, রুক্মিণী বুঝিলেন, আজ কোনও ধ্যানে মগ্ন আছেন, তিনি কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া সুভদ্রা আসিলেন। সুভদ্রা আসিলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে আদর করিলেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। যে কোনও ধ্যানেই থাকুন না কেন, সুভদ্রাকে দেখিলে তিনি আর কিছুতেই যেন মন রাখিতে পারেন না। আনন্দধাম ভ্রাতার মুখে চিন্তার লক্ষণ ভদ্রা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন "দাদা! আজ আপনি কি ভাবিতেছেন, আবার কি জরাসন্ধ দ্বারকার উপরে কোনও অত্যাচার করিতে আসিয়াছে ?"

হাসিয়া ভগবান্ বলিলেন, "না, আর জরাসন্ধ আসিলেই বা আমার চিন্তার কারণ কি ? জরাসন্ধের সাধ্য কি যে আমার দ্বারকার অনিষ্ট করিবে !"

সুভদ্রা বলিলেন, "ইহাই সত্য ! রাক্ষস জরাসন্ধের সাধ্য কি যে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ? ত্রিলোকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কে

থাকিতে পারে ? আপনিই বা কেন,—যদুকুল বীরগণের নিকট মগধরাজ সামান্য পতঙ্গ মাত্র !''

কৃষ্ণ। না ভদ্রা, মগধরাজ পতঙ্গ নয়। যদুকুল-শক্তিও মগধ-শক্তি অপেক্ষা হীন নয়। কিন্তু এই দুই প্রবল শক্তি সমবেত হইয়া সম্মুখ সমর করিলে, কি ভীষণ কাণ্ড হইবে, তাহা কি অনুমান করিতেছ ? ধরণীবক্ষে নর-রক্তে সাগর বহিবে।

ভদ্রা। বীরেরা ত এরূপ চিন্তা করেন না।

কৃষ্ণ। তা হ'লে বনের সিংহ ব্যাঘ্রও বীর। বীরধর্ম্ম তাহা নয়। দুষ্টের দমনের জন্যই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম। বহু অনিষ্ট নিবা-রণের জন্য ক্ষত্রিয়ের প্রাণবধে অধিকার আছে; কিন্তু এক জনের জন্য অসংখ্য জীবহত্যা কি ন্যায়সঙ্গত ? একমাত্র কণ্টকতরু-বিনাশ করিবার জন্য সাজান বাগানে অগ্নি সংযোগ করা যায় না।

ভদ্রা। তবে এ বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন কি ?

কৃষ্ণ। আমার প্রতি বা যদুকুলের প্রতি অত্যাচারকারী বলিয়া জরাসন্ধের জন্য আমি চিন্তিত নই। জরাসন্ধ যে এখন সমগ্র জগতের উৎপাতের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার আসুরিক শক্তিতে আসমুদ্র ভারত কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। ষড়শীতিজন রাজপুত্র গিরিব্রজপুরের দুর্ভেদ্য কারাগারে আবদ্ধ, শত জন পূর্ণ হইলেই দুরাত্মা তাহাদিগকে বলিদান করিবে।

শুনিয়া ভদ্রা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বালিকা-ভাব

তিরোহিত হইল, নীলেন্দীবর নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, কাতর অথচ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্বরে ভদ্রা কহিলেন, "আর্য্য, এমন অত্যাচারী কি বধ্য নয় ?"

ধীরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "অবশ্য বধ্য! কিন্তু এক জরাসন্ধ নয়, জরাসন্ধ বহু। ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণই পবিত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া রাক্ষসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ভারত বিচ্ছিন্ন, সর্ব্বত্রই রাজগণ স্বাধীন চক্রবর্ত্তী সম্রাট বলিয়া আপনাদিগকে ঘোষণা করিতেছেন। সকলেই সর্ব্বদা কৃপাণ উন্মুক্ত করিয়া নররক্তে স্ব স্ব বিজয়-কীর্ত্তি অঙ্কিত করিবার জন্য প্রস্তুত। প্রজাশাসনের ইচ্ছা নাই, শান্তিস্থাপনের ইচ্ছা নাই, সনাতন শাস্ত্রে আস্থা নাই, কেবল আত্মপ্রাধান্যের জন্যই ব্যাকুল। ত্যাগে প্রবৃত্তি নাই, কেবল ভোগের লালসা। ভারতের অদম্য ক্ষত্রিয়শক্তি, দারুণ বাসনা-বায়ুতাড়িত হইয়া সর্ব্বগ্রাসী অনলের ন্যায় লেলিহান জিহ্বা বিস্তারে সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। শুন ভদ্রা, মগধ, পাঞ্চাল, সিন্ধু, দ্রাবিড়, বাহ্লিক, মৎস্য, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কান্যকুব্জ, মদ্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনা প্রভৃতি ভারতের সর্ব্বত্রই আসুরিক ঈর্ষ্যা-বহ্নি প্রজ্বলিত। আর্য্য ক্ষত্রিয়ের পবিত্র ধর্ম্ম লোকপ্রীতি, লোকসেবা উপেক্ষা করিয়া কেবল পরস্পর পরস্পরের রক্তপানে লোলুপ; সকলেই সমরক্ষেত্রে বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক রাজ্য বিস্তারের জন্য উন্মুখ, প্রজা পালনের ইচ্ছা নাই। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা", কেবল মাত্র এই নীতিতে ভ্রান্ত ভাবে পরিচালিত হইয়া, রাজগণ বসুন্ধরা বক্ষে রক্তসিন্ধু

প্রবাহিত করিতেই বদ্ধপরিকর। বীর নামের যথার্থ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছেন। ভোগে বীরত্ব নাই, পীড়নে বীরত্ব নাই, বীরত্ব ত্যাগে, বীরত্ব সেবায়। এই সনাতন রাজনীতি আর্য্য রাজগণ বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই আর্য্য ভূমি ভারতের সর্ব্বত্রই অশান্তি, সর্ব্বত্রই আশঙ্কার হাহাকার, সমগ্র ভারত যেন এক বিরাট ভীষণ রাক্ষস রাজ্যে পরিণত হইয়াছে! সমাজের নেতা, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজার রাজা ব্রাহ্মণগণেরও হীন দশা। তাঁহারাও সত্ত্বভাব ছাড়িয়া রজোভাবের আশ্রয় লইয়াছেন, পবিত্র লোক বর্দ্ধক সাত্ত্বিক তপস্যা ছাড়িয়া লোকক্ষয়কর প্রতিহিংসামূলক রাজসিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। ঐ দেখ ভরদ্বাজসন্তান মহাতপা দ্রোণ, হিংসা-প্রণোদিত হইয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, কঠোর রাজসিক তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া ধনুর্ব্বেদে সুদক্ষ হইয়াছেন। কুরুকুলের আচার্য্যপদে বরিত হইয়া ভারতের বর্ত্তমান দুই প্রধান বংশ কুরু ও পাঞ্চালের মধ্যে অনিবার্য্য হিংসানল প্রজ্বলিত করিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা ত্রিলোকপূজ্য রাজাসন ছাড়িয়া দাসত্বই সার করিয়াছেন। বালিকা তুমি সুভদ্রা, ভবিষ্যতের ভীষণ চিত্র তোমার নয়নে প্রতিভাত হইতেছে না। কিন্তু সে সময় অতি নিকট, যে দিন এই সহস্র সহস্র উন্মত্ত অসুর-শক্তির সংঘর্ষণে এই সোণার ভারত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

গুরুর বক্তৃতায় শিষ্যার প্রাণ বিচলিত হইল। বড় আগ্রহে সুভদ্রা বলিলেন, "ইহার কি নিবারণ হইতে পারে না?"

দৃঢ়স্বরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "পারে, পারিবে। আমি

নিবারণ করিব। আমি এই অধর্ম্ম রাজ্যে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিব। এই জন্যই ধরাধামে আসিয়াছি, ইহাই আমার জীবনের ব্রত। কিন্তু উপযুক্ত সহায় আবশ্যক।"

সুভদ্রা। আপনার আবার কে সহায় হইবে? ত্রিলোকে কোন্ কার্য্যে আপনাকে অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করিতে হয়? কংস-ধ্বংসের সময় কাহাকে সহায় লইয়াছিলেন?

কৃষ্ণ। ধ্বংস অতি সহজ, কিন্তু প্রতিষ্ঠা অতি দুষ্কর।—আমি কেশী কংস প্রভৃতি অসুরগণ একাকী ধ্বংস করিয়াছি, আরও যে অসংখ্য দানব ধরণীতে বিচরণ করিতেছে, তাহাও একাকী ধ্বংস করিতে পারিব, কিন্তু ধ্বংস করিলে ত আর প্রতিষ্ঠা হইবে না; আমি ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিব, সনাতন ধর্ম্মের শান্তি-সুধায় অভিষিক্ত করিয়া ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিব। সে জন্য সহায় আবশ্যক। উপযুক্ত সহায়ও মিলিবে।

সুভদ্রা। কে সে সহায় দাদা?

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন,—পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র কুন্তীর গর্ভজাত মহাবীর অর্জ্জুন। অর্জ্জুন আমার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়।

সুভদ্রা। শুনিয়াছি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যে মৎস্য-লক্ষ কোনও বীর ভেদ করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন তাহা ভেদ করিয়াছিলেন, তিনি একাকী সমাগত সমস্ত রাজগণের সঙ্গে রণে জয়ী হইয়া পাঞ্চালকুমারীকে লাভ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন অনুপম ধনুর্দ্ধারী বটে; কিন্তু তাই বলিয়া আমি তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী নই। অর্জ্জুনের হৃদয় পবিত্র, ইন্দ্রিয়গণ

বিজিত, কামনা দূরীভূত। বহুজন্মের তপস্যা-সংস্কারে অর্জ্জুনের আত্মা কলঙ্ক-মাত্র-পরিশূন্য, নির্ম্মল,—বহুজন্মের কঠোর সাধনে অর্জ্জুন পূর্ণ নররূপে ধরায় অবতীর্ণ। অর্জ্জুন আমার নবধর্ম্মের শিষ্য, অর্জ্জুন আমার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়।"

"আর আমি? আমি কি ইহাতে কিছুই হইব না?" শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্জ্জুনের এত প্রশংসাবাদে বুঝি ভদ্রার অভিমান হইল, তাই বড় স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "আমি কি ইহাতে কিছুই হইব না?"

হাসিয়া গোবিন্দ বলিলেন, "তুমি আমার ভগিনী, তুমি আমার শিষ্যা, তুমিই আমার ধর্ম্মরাজ্যের রাণী হইবে, তুমি আমার ধর্ম্মরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী হইবে। অর্জ্জুন নরের আদর্শ, তোমাকে আমি নারীর আদর্শ করিব।"

শ্রীকৃষ্ণের এই কয়েকটী কথা কত আদর মাখা! ভদ্রা আদরে গলিয়া গেলেন। পুলকে তাঁহার নয়ন-কোণে অশ্রু-মুক্তা ভাসিয়া উঠিল। গদ্‌গদ কণ্ঠে সুভদ্রা আর একটী কথা বলিলেন, "আমি অর্জ্জুনকে দেখিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—)০(—

অর্জ্জুনকে দেখিবার সাধ সুভদ্রার দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ও সখা। এতকাল ভদ্রার বিশ্বাস ছিল, তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়পাত্র যদুনাথের আর কেহ নাই। সুভদ্রা নিশ্চয় জানিতেন, শ্রীহরি তাঁহাকে যেমন ভালবাসেন, কুমার প্রদ্যুম্নকে তেমন ভালবাসেন না, বধূ রুক্মিণী বা সত্যভামাকে তেমন আদর করেন না, স্নেহময়ের স্নেহরাজ্যে তাঁহার একাধিপত্য। আজ তিনিই নিজমুখে বলিলেন, অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য! না জানি সে অর্জ্জুন কেমন? ভাবিয়া ভাবিয়া কল্পনা করিয়া ভদ্রা অর্জ্জুনের একটা কিছু মূর্ত্তি গড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মনে পড়িতে লাগিল, অতি শৈশবে তিনি একবার অর্জ্জুনকে বুঝি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সে মূর্ত্তি ত ভাল মনে আসে না। কোন্ গুণে সে প্রভুর হৃদয় এত অধিকার করিল?

সুভদ্রার দৈনিক কাজ অনেক। রাজার দুহিতা বলিয়া তাঁহার দুদণ্ড বসিয়া থাকিবার সময় নাই। প্রভাতে উঠিয়া পূজার ফুল তুলিতে হয়, পূজার ও দেবসেবার সমস্ত আয়োজন করিতে হয়। তারপর শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠ শিক্ষা করিতে হয়,

ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে হয়; ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমের সমস্ত তত্ত্বাবধান তাঁহারই উপর। সেবাশ্রমে শত শত রুগ্ন, অসমর্থ, পরিত্যক্ত দীনের সেবা তাঁহাকেই করিতে হয়। তিনি স্বহস্তে রোগীর শুশ্রূষা করেন, স্বহস্তে তাহাদিগকে অন্নদান করেন; সেবাশ্রম-বাসীদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উদ্দীপনার জন্য শাস্ত্র-কথা বলেন, বালকদিগকে পাঠ শিক্ষা দেন, শিশুদিগের সঙ্গে খেলা করেন। শত অপোগণ্ড সন্তানের সংসারে মাতা যেমন সর্ব্বদা ব্যস্ত; সেবাশ্রম লইয়া সুভদ্রাকে সর্ব্বদাই সেইরূপ ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। একার্য্যে স্বয়ং গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে তাঁহার বড় আনন্দ। তারপর গৃহে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্বজন, কুটুম্বগণের সেবা করেন, বধূদিগের শুশ্রূষা করেন, কুমারগণের তত্ত্ব লন। অপরাহ্নে কলাবিদ্যা, নৃত্যগীত, শিল্পবিদ্যা অভ্যাস করেন। মাঝে মাঝে শাস্ত্রীয় ব্রত-নিয়ম পালন করেন। সুভদ্রার দিনের সমস্তটুকুই কার্য্যে আবদ্ধ, সর্ব্ব বিষয়েই শ্রীকৃষ্ণের সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি লক্ষিত থাকে।

এতকাল সুভদ্রা যখন যে কাজ করিতেন, তখন সেই কাজই ভাবিতেন; কিন্তু এখন সকল কাজের মধ্যেই সেই একটা ভাবনা অবিরাম ভাসিয়া ভাসিয়া উঠে। কেমন সে অর্জ্জুন? কবে তিনি আসিবেন? শুনিয়াছেন, অর্জ্জুন সত্যপালনের জন্য দ্বাদশ বর্ষ সংসার ছাড়িয়া তীর্থে তীর্থে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এই তীর্থ ভ্রমণ ও ব্রহ্মচর্য্য-পালনে অর্জ্জুনের মহত্ত্ব আরও বাড়িয়া উঠিবে! আহা! কিরূপ

তাঁহার মূর্ত্তি? যাঁহাকে আর্য্য কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বোত্তম পুরুষ, নরের আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন!

সুভদ্রা বালিকা, সরলা, মনের কথা যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। অর্জ্জুনকে যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা যে যেরূপে পারে, ভদ্রাকে অর্জ্জুনের রূপগুণের পরিচয় দিল; সকলেই বলিল, অর্জ্জুনকে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণের মত, অমনি শ্যামকান্ত, নধর বলিষ্ঠ দেহ। তুল্য বয়স, তুল্য রূপ। অর্জ্জুন অনুপম বীর ও সত্যপরায়ণ, তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার সখ্যভাব। ব্যঙ্গ করিয়া সত্যভামা বলিলেন, "অর্জ্জুনকে দেখিতে পাগল হইয়াছিস্;—পাঞ্চালরাজ-নন্দিনী দ্রৌপদীকে সতীন সহিতে পারিবি?"

শুনিয়া বালিকা একটু লজ্জিত হইল, একটু শিহরিয়া উঠিল। তার পর সত্যভামার সম্মুখে অর্জ্জুনের কথা আর পাড়িত না।

নারায়ণের আরতি হইয়া গিয়াছে, যদু-বালকগণ নাচিয়া নাচিয়া আরতি-গীতি গাহিয়াছে; সুভদ্রা সকলকেই বৈকালী ভোগের প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। এখন সকলেই চলিয়া গিয়াছে, সুভদ্রা যান নাই। প্রতিমার সিংহাসনতলে বসিয়া, প্রতিমাপানে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত নারায়ণের প্রস্তরময়ী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। প্রাণশূন্য মূর্ত্তি,—জড় প্রস্তরের বিকার মাত্র। তথাপি অচিন্ত্য নির্ব্বিকার অনন্তের একটী সান্ত প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ভক্তের সম্মুখে স্থাপিত করা ভগবান্ নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাই দ্বারকায় নারায়ণ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। শ্বেত প্রস্তরের বেদীর

উপর হৈম সিংহাসনে চতুর্ভুজ নারায়ণ,—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজে শোভা পাইতেছে। চক্র যেন ঘুরিতেছে, দৃঢ়মুষ্টি-বদ্ধ গদা যেন আততায়ীর মস্তক চূর্ণ করিবার জন্য উন্নমিত হইয়াছে। দুষ্টের দমন, অধর্ম্মের বিনাশের জন্য গদা-চক্র হইতে যেন কালানল-প্রভ তীব্র তেজ স্ফুরিত হইতেছে। এক করে শঙ্খ ;— শঙ্খ যেন মঙ্গল ধ্বনি বাদন করিবার জন্য মঙ্গলময়ের অধর লক্ষ্য করিয়াই রহিয়াছে। অন্য করে পদ্ম,—পদ্মটী যেন কেবল ফুটিয়া দাঁড়াইয়াছে, পাপড়ি গুলি যেন ষোল আনা রকম এখনও ফুটিতে পারে নাই। পাষাণের পদ্ম, কিন্তু তাহাতে পদ্মের কোমলতা যেন গলিয়া পড়িতেছে! উজ্জ্বল নীল বক্ষে কৌস্তুভ-হার দুলিতেছে, চতুর্দ্দিকের দীপরশ্মি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া দীপ্ত-মন্দির আরও দীপ্তিশালী করিতেছে। কর্ণে রত্নময় কুণ্ডল, শিরে মণিময় মুকুট ; পার্শ্বে দিব্য-বেশ-ভূষিতা দুই দেবাঙ্গনা ব্যজন করিতেছে। রক্তাধর হাস্যময়, নয়নে আনন্দরাশি! ভক্ত দেখিতেছেন, সে পাষাণে প্রাণের প্রতিবিম্ব ফুটিয়াছে, সে জড়ে চৈতন্যের লীলা খেলিতেছে, সে নীরবতায় প্রীতির সঙ্গীত ছুটিতেছে। এ দর্শন বাহিরের নয়,—এই পাষাণের ভিতরে যিনি, আর দর্শকের অন্তরে যিনি, এ দর্শন তাঁহাদেরই। নচেৎ বাহিরে সকলই পাষাণ। সুভদ্রা বালিকা, কিন্তু বড় গুরুর শিষ্য, ভিতরের নয়নে ভিতর দেখিতে শিখিয়াছেন। নিষ্কলঙ্ক মুগ্ধ-নেত্রে সুভদ্রা নারায়ণ সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট, অঞ্জলিবদ্ধ কর, আলু-লায়িত কুন্তল, নেত্র-বিস্রুত ধারায় বক্ষ প্লাবিত ; নীরব নিশ্চল

নিষ্পলক্ষ মগ্ন-নেত্রে সুভদ্রা নারায়ণ-সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট, অঞ্জলিবদ্ধ কর, আলুলায়িত কুন্তল, নেত্র-বিস্রুত ধারায় বক্ষ প্লাবিত।—১৮ পৃষ্ঠা।

অনন্যচিত্তে ভদ্রা আরাধ্যের সঙ্গে কত কথাই বলিতেছেন! পূজার পুষ্প-চন্দন ধূপ দীপের মধুর গন্ধে মন্দির প্রমোদিত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সে চতুর্ভুজ আর নাই, সে স্থলে দ্বিভুজ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। সে পাষাণ প্রতিমা অন্তর্হিত, সে স্থলে সেই প্রাণময় প্রীতিময় আনন্দময়, স্নেহাশ্রুনয়ন, সুভদ্রার চির পরিচিত ভ্রাতা—গুরু কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত! গলে কৌস্তুভহারের পরিবর্ত্তে সদ্যোচয়িত সুগন্ধ বনফুলের মালা, রাজরাজেশ্বরের বেশ, করে কোনও প্রহরণ নাই, ভক্তের তরে, শিষ্যের তরে বরাভয় বিতরণের জন্য তাহা মুক্ত প্রসারিত। যেন কত আদরে বলিতেছেন, "ভদ্রা, কি চাই? কিসের জন্য আরাধনা? আমি তোমায় সব দিব।" আদরে সুভদ্রা গলিয়া যাইতেছেন! আবার এ কি?—উন্নত-গ্রীব, বলিষ্ঠদেহ, পদ্ম-পলাশ-নেত্র, নীলকান্ত, সহাস্য-বদন পুরুষ,—এ কে—কটিতে কৃপাণ, স্কন্ধে কোদণ্ড, পৃষ্ঠে তূণীর, বীর সাজে সজ্জিত ইনি কে? হাসিয়া হাসিয়া আসিয়া ভদ্রার হাত ধরিলেন, ভদ্রার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল! তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অধর টিপিয়া হাসিতেছেন! আগন্তুক আসিয়া ভদ্রার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা চারিদিক্ হইতে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সেই ধ্বনির সঙ্গে যেন অসংখ্য জনকণ্ঠে মঙ্গলময় জয়গীতি গীত হইতে লাগিল। তারপর কোথা হইতে অবিরাম জনস্রোত আসিয়া ভদ্রা ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষের পায়ে প্রণাম করিতে লাগিল। সকলেই যেন

এককণ্ঠে বলিতে লাগিল, পার্থ পিতা, ভদ্রা মাতা, বিশ্ববাসী আমরা সকলই তাঁহাদের সন্তান। বিহ্বলনেত্রে ভদ্রা চারিদিক্ চাহিতেছেন, সকল দিক্ হইতেই তাঁহাকে ডাকিতেছে 'মা'! দ্বিজ, শূদ্র, আর্য্য, অনার্য্য মিশিয়া ডাকিতেছে মা! পশু পক্ষী ডাকিতেছে মা! তরুলতা ডাকিতেছে মা! আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ডাকিতেছে মা! দূরে নীল সিন্ধু রৈবতকের অঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলিয়া লহরী কণ্ঠে ডাকিতেছে মা! চারিদিকে কেবল মা! মা! মা! আর সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ কেবল হাসিতেছেন।

কতক্ষণ সুভদ্রার এইরূপে কাটিল, তাহা কে জানে! যখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, তখন পশ্চাৎ হইতে উচ্চকণ্ঠে কে ডাকিল, "ভদ্রা! ভদ্রা!" সুভদ্রার স্বপ্ন ভাঙ্গিল। সম্মুখের কৃষ্ণমূর্ত্তি লুকাইল, হাত-ধরা বীরমূর্ত্তিও মিলাইয়া গেল, সে মাতৃধ্বনি কোলাহল নিবিয়া গেল, কেবল সেই মন্দির, সেই প্রস্তরমূর্ত্তি, পশ্চাতে চাহিয়া ভদ্রা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

ভদ্রা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "এত রাত্রি মন্দিরে কি করিতেছ?" ভদ্রা কথা বলিতে পারিলেন না, এখনও ভালরূপ প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন, "নারায়ণের ধ্যান করিতেছিলে? আমি তোমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া ভাল করি নাই। কিন্তু একটী সুসংবাদ দিতে আসিয়াছি। অর্জ্জুন দ্বারকায় আসিতেছেন; তুমি অর্জ্জুনকে দেখিতে চাহিয়াছিলে। আমি প্রভাতেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য প্রভাসে যাত্রা করিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—)০:*:০(—

অর্জ্জুন দ্বারকায় আসিয়াছেন,—ব্রহ্মচারীবেশে ধনুর্ধারী পরিব্রাজক পার্থ দ্বারকায় আসিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য দ্বারকা নগরী সুসজ্জিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপই আদেশ। চারণগণ জিষ্ণুর জয়গীতি গাহিতেছে, কুলকামিনীরা হুলুধ্বনি করিতেছে; শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে অর্জ্জুনকে প্রীতি-মাল্যে সাজাইয়া আপনার রথে নগর-পথ দিয়া রাজপুরীতে লইয়া আসিতেছেন। চারিদিক্ হইতে রথোপরি পুষ্প ও লাজ বর্ষণ হইতেছে। বিবিধ বাদ্যে দ্বারাবতী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। নগরবাসী এক রথে যুগল কৃষ্ণ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইল।

সকলেই অর্জ্জুন দেখিতে ছুটিয়াছে, সত্যভামা সুভদ্রাকে বলিলেন "অর্জ্জুন দেখিতে পাগল হ'য়েছিলি, সবাই ছুটে যাচ্ছে, তুই যে যাস্‌নি ?"

ভদ্রা বলিলেন, "আমার কাজ ফেলে এখন যেতে পারি না। এমনই বা কি ?"

সত্যভামা। তা না দেখাই ভাল, এ বয়সে অর্জ্জুনকে না দেখাই ভাল।

সুভদ্রা কোনও কথা বলিলেন না। এক খানি বই পড়িতে-

ছিলেন, তাহাই পড়িতে লাগিলেন। সত্যভামা বলিলেন, "ভদ্রা! অর্জ্জুনের গুণের কথা শুনেছিস্? দ্রুপদ রাজসভায় মৎস্য লক্ষ্য ভেদ ক'রে দ্রৌপদীকে জিতে এনেছিল, তা আবার পাঁচ ভা'য়ে ভাগ ক'রে নিলে। ভাই ভাইতে এমনি মিল থাকে না, তায় আবার ভাগের নারী। পাঁচজনে দিন ভাগাভাগি ক'রে নিলে! শেষকালে অর্জ্জুনের কপালেই সত্য-লঙ্ঘন, অর্জ্জুনের কপালেই বনবাস। বনবাসী ব্রহ্মচারী হইলেই বা হয় কি? যার যা স্বভাব তা কি সে ছাড়্তে পারে। নাগরাজের পুরীতে গেল, তার মেয়ে উলুপীটাকে বিয়ে ক'রে ফেল্লে। নাগের মেয়েতে কি পাঞ্চালীর আপ্সোস্ মিটে? তারপর গেলেন—মণিপুর, সেখানে মণিপুর' রাজকন্যার হাতখানাও করগত ক'রে ফেল্লেন!—আহা, কি ব্রহ্মচারী গো!"

ভদ্রা বলিলেন, "সত্যি সত্যিই কি বউদিদি, তুমি তার নিন্দা ক'র্‌ছ? ছি, অমন ব'লনা। দাদা ব'লেছেন, অর্জ্জুনের ন্যায় প্রিয় তাঁর আর কেউ নাই, যা'কে দাদা ভাল বাসেন, সে কি মন্দ হ'তে পারে? অর্জ্জুন দাদার সখা।"

সত্য। তা আর হবে না?—যোগ্য যোগ্যেন যুজ্যতে! যেমন বাইরে মিশেছে, ভিতরেও তেমনি। বাহিরেও কাল, ভিতরেও কাল। তাই বলি সুভদ্রা, তুই অর্জ্জুনকে দেখিস্ না, দেখাও দিস্ না। ও মিন্‌সেগুলো যাদু জানে, দেখা হ'লে কি জানি আবার কোন্ ফাঁদে প'ড়ে যাবি?

সুভদ্রা হাসিলেন, কথা বলিলেন না। অর্জ্জুনকে সত্যভামা

দেখিতে চলিলেন ; যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া ভদ্রাকে বলিলেন, "কেমন যাবে নাকি ? নিতান্ত যেতে ইচ্ছা করে তবে এস,—কিন্তু না গেলেই ভাল হয়।"

সুভদ্রা। না, আমি যাব না, তুমি যাও।

সত্যভামা। আমার কথার খাতিরে যাবে না,—না যেতেই ইচ্ছা নাই।

সুভদ্রা। আমি যাবই না।

সত্যভামা। তবে আমি যাই, তুমি ব'সে ব'সে ভাব। আর যদি পার, তবে অর্জ্জুনকে না দেখেই তার একটা ছবি এঁকে রাখ, আমি এসে দেখ্‌ব।

অর্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অর্জ্জুন প্রণম্যদিগকে প্রণাম করিলেন, বয়স্যগণের সঙ্গে সময়োচিত প্রীতি সম্বর্দ্ধনা করিলেন, কুমারগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তারপর শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রাম কক্ষে গিয়া বসিলেন। সেখানে বধূ রুক্মিণী, সত্যভামা ও পরিচারিকাগণ অনেকেই ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চারিদিক্ চাহিয়া বলিলেন, "সুভদ্রা ?—সুভদ্রা কোথায় ?" সত্যভামা চাপাহাসির মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "তাকে কত ডাক্‌লাম, সে এখানে আস্‌বে না।"

কৃষ্ণ একটু হাসিলেন। সত্যভামা বলিলেন, "তা আস্‌বেই বা কি ক'রে ? অত বড় আইবুড় মেয়ে কি মানুষের ভিতর বের হ'তে পারে ?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "সেই সুভদ্রাকে এতটুকু দেখেছি,

তারপর এই দশ বার বছর কেটেছে, সুভদ্রা কত বড় হয়েছে ?”

তারপর কৃষ্ণার্জ্জুনের কত কথা হইল। শাস্ত্রের কথা, তীর্থের কথা, দেশের কথা, কত পুরাণ, কত ইতিহাস, কত উপন্যাস হইল! এইরূপে শ্রান্তি দূর হইলে, অর্জ্জুন নারায়ণ মন্দিরে প্রণাম ও পুরীর অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের ইচ্ছা করিলেন এবং দুই সখায় হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইলেন।

সুভদ্রার এখন সেবাশ্রমের কাজের সময়। অর্জ্জুনের অভ্যর্থনায় সর্ব্বত্র সুসজ্জিত,—সেবাশ্রমও সুসজ্জিত হইয়াছে। সুভদ্রা স্বহস্তে সাজাইয়াছেন; দ্বারে বিবিধ পত্র-পুষ্পমণ্ডিত কদলী তরু, তন্নিম্নে পুষ্পহার-শোভিত মঙ্গল কলস। তোরণে সদ্যঃ-সুগন্ধ পুষ্পের মালা; পত্র পুষ্পের অক্ষরে অর্জ্জুনের দ্বাদশ নাম লেখা! সেই দ্বারদেশে দুইটী অষ্টমবর্ষীয় কৃষ্ণবর্ণ বালক শ্বেত পুষ্পের মালা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে! বালক দুইটীর পরিধানে পীত বাস, গলে ফুলমালা, মস্তকে চূর্ণ কুন্তলের উপর ফুলের চূড়া। সেবাশ্রমের নিকটে গিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, “এই আমার ভগিনী সুভদ্রার সেবাশ্রম! বোধ হয় এই খানেই তুমি তাহাকে দেখিতে পাইবে।”

দ্বারদেশে পৌঁছিবামাত্র সেই দুইটী বালক প্রণাম করিয়া, সমস্বরে গাহিল;—

জয় বীর ধীর ভয়-ত্রাতা।
দীন-পাল দয়াল দাতা॥

ভারত-কুল উজ্জ্বল রবি।
বিশ্বপাবন পুণ্য-চ্ছবি॥
কৃষ্ণ-চন্দ্র-প্রিয় প্রাণবন্ধু।
পূর্ণ মানব করুণা-সিন্ধু॥
জয় বিজয় পার্থ সব্য-সাচী।
জিষ্ণু ধনঞ্জয় ধর্ম্মরুচি!!

স্তোত্র পাঠানন্তর প্রণাম করিয়া বালকদ্বয় অর্জ্জুনের গলে মালা পরাইয়া দিল। অর্জ্জুন বলিলেন, "এরা—কারা?" সমস্বরে বালকদ্বয় বলিয়া উঠিল, "আমরা ভদ্রা মায়ের সন্তান।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "এ দুটি অনার্য্য শিশু। একবার মথুরার বনে মৃগয়ায় গিয়াছিলাম, সঙ্গে সুভদ্রা ছিল। বন মধ্যে এই দুইটি শিশুকে দেখিতে পাই, তখন উহারা অতি শিশু। কোন আর্য্য-বীর ইহাদের মাতাপিতাকে হত্যা করিয়াছে, নিরাশ্রয় শিশুদ্বয় বনে পড়িয়া কাঁদিতেছে; আর কিছুক্ষণ হইলে সিংহ ব্যাঘ্রে তাহাদিগকে ছিঁড়িয়া খাইত! ভদ্রা দেখিবামাত্র ইহাদিগকে কোলে করিয়া বসিল। তারপর এই সেবাশ্রমে আনিয়া মায়ের ন্যায় প্রতিপালন করিতেছে। শুধু অন্নদানে বর্দ্ধিত করিতেছে না, সুভদ্রা স্বয়ং গুরু হইয়া এই অনার্য্য বালক দুটীকে সুশিক্ষিত করিতেছে। শিক্ষার আশ্চর্য্য ফল,—পশুজীবন বন্য বর্ব্বর শিশুকে পবিত্র আর্য্যভাবে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।"

অর্জ্জুন মুগ্ধ হইলেন, কৌতূহলে ব্যস্ত হইয়াই আশ্রম মধ্যে

প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আরও মুগ্ধ হইলেন। এ ত পার্থিব স্থান নয়, যেন ত্রিদিব হইতে একটী ক্ষুদ্র অংশ বিচ্যুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা সুশোভন করিতে মর্ত্ত্যে আসিয়াছে! দ্বারকার সেবাশ্রম যেন কোনও মহর্ষির তপোবন। চারিদিকে তরুলতা ফলফুলে সুশোভিত; ডালে ডালে পাখী গাহিতেছে, পাকা ফলের মিষ্ট গন্ধে ফুলের গন্ধ মিশিয়া, ধূপ দীপ পুষ্প নৈবেদ্যের গন্ধে প্রমোদিত দেবালয়ের ন্যায় আশ্রমস্থল এক অপূর্ব্ব শান্তি-সৌরভে পবিত্র করিয়া তুলিতেছে। তরুতলে ও তৃণাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে বৎসসহ গাভীগণ চরিতেছে, কোথাও বা গোবৎস সহ মৃগশিশু খেলিতেছে, গাভীগণ বৎস ভাবিয়া তাহার গা চাটিতেছে। তার মধ্যে একটি সিংহিনী, শাবকসঙ্গে বিচরণ করিতেছে। এ সিংহিনী যখন গর্ভবতী, তখন ভগবান্ বলভদ্র ইহাকে গিরিগুহায় পীড়িত অবস্থায় পাইয়াছিলেন। তিনি সিংহিনীকে আনিয়া ভদ্রাকে দিয়াছিলেন, ভদ্রা তাহাকে সেবা করিয়া বাঁচাইয়াছে, আশ্রমে আসিয়া সে শাবক প্রসব করিয়াছে, এখন সে সুস্থ ও মুক্ত, কিন্তু আশ্রম ত্যজিয়া বনে যাইতে আর চায় না, সেবায় বনের পশু বাধ্য হইয়াছে, স্বভাবের হিংসা ভুলিয়া গিয়াছে! আশ্রম-সরোবরে কুমুদ-কহ্লার-পদ্মরাজি ফুটিয়াছে, হংস চক্রবাক ভাসিতেছে, আশ্রমবাসী বালক বালিকারা খেলিতেছে, উপরে অনেকে সাজিভরা ফুল লইয়া পূজা করিতেছেন, কেহ বেদ গান করিতেছেন, কেহ স্তোত্র পাঠ করিতেছেন।

পরিষ্কার সুগন্ধী গৃহে বৃদ্ধ, পীড়িত, অন্ধ, খঞ্জগণ সেবিত

ভদ্রা মুগ্ধ নেত্রে, একবার কৃষ্ণের প্রতি আর একবার অর্জ্জুনের প্রতি চাহিয়া নত-নয়নে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত নিস্পন্দ দাড়াইয়া রহিলেন।—২৭ পৃষ্ঠা।

The Emerald Printing Works.

হইতেছে, অনন্যমনে প্রফুল্লচিত্তে সেবক সেবিকাগণ সেবা কার্য্যে নিরত। পলকের জন্যও পীড়িতেরা যাতনা বোধ করিতে পারিতেছে না। যে বড় পীড়িত, তার কাছে স্বয়ং সুভদ্রা, মূর্ত্তিমতী সেবা, মাতৃস্নেহের মন্দাকিনী। ভদ্রার করস্পর্শেই যেন দুরারোগ্য রোগের শান্তি হয়।

কৃষ্ণার্জ্জুন পুরী প্রবেশ করিলেন। ভদ্রা মুগ্ধ নেত্রে, একবার কৃষ্ণের প্রতি আর একবার অর্জ্জুনের প্রতি চাহিয়া নত নয়নে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বুঝি বা ভদ্রা সংজ্ঞা হারাইয়াছেন! যাঁহাকে দেখিবার জন্য ভদ্রার এতদিনের এত ঔৎসুক্য, তিনিই সম্মুখে দণ্ডায়মান। ভদ্রা আর দেখিতে পারিতেছেন না। এতদিন ভদ্রা কল্পনা-তুলিকায় কৃষ্ণ-ভক্ত অর্জ্জুনের যে একখানি চিত্র আঁকিতেছিলেন, আজ প্রত্যক্ষ দেখিলেন,—এ যে তাহা অপেক্ষা অনেক মহান্, অনেক গরীয়ান্! এ যে যথার্থই যুগল কৃষ্ণের সম্মিলন;—এমন দুই মহাপুরুষ যে ধরণীতে আবির্ভূত, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর স্বর্গ আবার কি আছে? সুভদ্রা নত নয়ন তুলিয়া আবার দেখিলেন, আবার নয়ন অবনত করিলেন, আবার তুলিলেন। সুভদ্রা ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনি কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ভদ্রা, তুমি আমার সখা ধনঞ্জয়কে দেখিতে চাহিয়াছিলে,—এই দেখ, সখা তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।" সুভদ্রা চকিত হইয়া দুই জনের পদেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এতক্ষণ প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

তখন সেই দুইটী অনার্য্য বালক, দুপার্শ্বে দুজন সুভদ্রার অঞ্চল ধরিয়া বলিল, "মা! এই সেই রাজপুত্র,—যাঁর জন্য আমাদের রাজপুত্র একলব্য আঙ্গুল কেটে দিয়েছিলেন?"

হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হ্যাঁ, ইনিই সেই পার্থ, যার জন্য আচার্য্য দ্রোণ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা নিয়েছিলেন।"

ছল্‌ছল নেত্রে অনার্য্য বালক বলিল,—"আহা ইনি এত নিষ্ঠুর!"

এই ছোট কথাটিতে মহাবীর পার্থের বুক কাঁপিয়া উঠিল। হায়! যথার্থই আমি নিষ্ঠুর! অতি দ্রুত তিনি বালকটীকে কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "যথার্থ ব'লেছ বালক, আমি বড় নিষ্ঠুর শুধু নিষ্ঠুর নয়, বড় স্বার্থপর, বড় ইতর। একলব্য ইতর নিষাদ-বংশ-জাত, কিন্তু তাহার তুলনায়,—আমি নরকের কীট অপেক্ষা ঘৃণিত! এতকাল তাহা বুঝি নাই, আজ তোমাদের কথায় বুঝিলাম। যে মহাত্মা সাধন বলে, আচার্য্যের প্রতিমা মাত্র গড়িয়া লইয়া তাহারই পদপ্রান্তে বসিয়া অনুপম ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন,—আর যে গুরু তাঁহাকে ইতর বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন,—তাঁহারই নির্ম্মম প্রার্থনায় অম্লান বদনে সেই একলব্য অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রাণান্ত সাধনার করগত ফল বিসর্জ্জন করিলেন। আর আমি—আমি বৃথা আভিজাত্য-গর্ব্বে মুগ্ধ হইয়া এই মহাত্মার প্রতি অনর্থক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলাম। ইহজীবনে বোধ হয় অর্জ্জুন এত আত্ম-বিস্মৃত আর কখনও হয় নাই।"

অর্জ্জুন বড় কাতর হইলেন। এমন মর্ম্মভেদী তিরস্কার তিনি আর কখনও শুনেন নাই। তখন সুভদ্রা কথা বলিলেন, সেবাশ্রমের "বহু পীড়িত ব্যক্তি আপনাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, আপনি দেখা দিবেন না ?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "তোমার আশ্রমে প্রবেশ করিতে আর আমার সাহস হইতেছে না। এ এক নূতন রাজ্য,—স্বর্গেও এত সাম্য, এত শান্তি থাকিতে পারে না। আমি আসিবা মাত্র তোমার পালিত পুত্রের গালি খাইয়াছি, এ পবিত্র স্থানে আমাদের ন্যায় নারকীর প্রবেশ করা উচিত নয়।"

সুভদ্রা বলিলেন, "এরা নিতান্ত বালক, কিছুই বোঝে না ; আপনি আমার দাদার সখা,— আপনার মতন বড় কে ?"

ইহার পর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেবাশ্রমের নানাস্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন ভাল করিয়া ভদ্রাকে দেখিলেন, ভদ্রা ভাল করিয়া অর্জ্জুনকে দেখিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাসি আর ধরে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
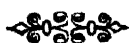
সুভদ্রা অর্জ্জুনকে দেখিলেন,—প্রত্যহ প্রতিক্ষণে দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন কৃষ্ণরাজ্যে পরম আহ্লাদে বাস করিতে লাগিলেন। অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয় সমস্ত নর-নারী বালক বৃদ্ধ সকলেই কুরুকুল গৌরব অর্জ্জুনের সমাদর করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের অভ্যর্থনা ও চিত্তরঞ্জনের জন্য দ্বারকা নগরীতে নিত্য নূতন উৎসব হইতে লাগিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই সখার শুশ্রূষায় নিরত, সঙ্গে মহিষী রুক্মিণী ও সত্যভামা বিবিধ পান ভোজন স্বহস্তে অর্জ্জুনকে পরিবেশন করিতেছেন,—নিতান্ত অনুগতা পরিচারিকার ন্যায় যদু-কুল মহিষীরা পার্থের সেবা করিতেছেন। সেবা কার্য্যে সুভদ্রার ন্যায় সুদক্ষ আর কেহ নয়,—কিন্তু এমন সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতের সেবায় সুভদ্রাকে সর্ব্বদা উপস্থিত দেখা যাইতেছে না।

সুভদ্রা ষোড়শী—কিশোরী,—বিদ্যাবতী, বীরাঙ্গনা; আপনার গুরু ও ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিলেন, অর্জ্জুন সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব, পূর্ণ নরের আদর্শ! সেই দিন হইতে ভদ্রার চিত্ত অর্জ্জুনকে ভাবিতে শিখিল। ভাবিতে ভাবিতে সেই ভাবনাই অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। ভদ্রা অদেখা অর্জ্জুনকে মনে মনে কত রকমেই

গড়িতে লাগিলেন। কখনও মণিময় সিংহাসনে রাজরাজেশ্বর; কখনও মহাসমরে অগণ্য যোদ্ধৃ-পরিবেষ্টিত অরি-দম্ভহারী মহারথ, কখনও যোগাসনে সমাধিস্থ মহাযোগী, কখনও অনাথ পীড়িতেরদ্বারে -করুণা কাতর সেবক সন্ন্যাসী প্রভৃতি কত ভাবে ভদ্রা এক একটি মানস প্রতিমা গড়িয়া তুলিতেন। তারপর যখন সেই মানস-দেবতা প্রত্যক্ষ হইলেন, তখন ভদ্রা একাধারে সেই মনগড়া সকল গুলি চিত্রই নয়নগোচর করিলেন। আহা! অর্জ্জুন এমনই অর্জ্জুন! সরলা সুভদ্রা আর ত সহিতে পারে না!

নির্জ্জনে বসিয়া সুভদ্রা ভাবিতেছেন, হায়! কেন আমি অর্জ্জুনকে দেখিতে চাহিয়াছিলাম? অর্জ্জুন পূর্ণ নর, আমি সামান্য বালিকা,—এ রূপ দেখিয়া আমি মজিলাম কেন? দাদা ত আমাকে শিখাইয়াছেন—কোনও বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা, কামনার অপূর্ণতা হেতু ক্রোধ, ক্রোধে বুদ্ধি নাশ হয়। বুদ্ধি নাশ হইলে ধ্বংস। আমিও অর্জ্জুনকে ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছি, আমার বুঝি ধ্বংস নিকটবর্ত্তী। হয় অর্জ্জুনের দাসী, না হয় ধ্বংস।

অর্জ্জুন-গতপ্রাণ হইয়া ভদ্রা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতে-ছিলেন,—এমন সময়ে রঙ্গময়ী সত্যভামা আসিয়া বলিলেন, "আ মরি! বলি ভেবে কিছু কূল-কিনারা হ'ল?"

চমকিয়া ভদ্রা বলিলেন, "কিসের কূল-কিনারা?"

"এই যদুকুল আর কুরুকুলের!" বলিয়া সত্যভামা খুব

হাসিলেন। সত্যভামার এত হাসি সুভদ্রার নিকট বড় নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইল। বড় কাতর-নয়নে তিনি সত্যভামার মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন; সত্যভামা দেখিলেন, সে চক্ষু জল-ভরা; বালিকার প্রাণের কত আবেগ সে দৃষ্টি-পথে ছুটিয়া আসি-তেছে। ভদ্রার ভাব দেখিয়া সত্যভামার প্রাণে বেদনা লাগিল। তিনি রঙ্গ ছাড়িয়া বড় স্নেহে বলিলেন, "ভদ্রা! আজ কত দিন দেখি, তুই ব'সে ব'সে কেবল ভাবিস্? কি ভাবিস্ বল্ দেখি?"

ভদ্রা কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রাতৃবধূর স্নেহের ডাকে তাঁহার প্রাণের বেদনা যেন আরও তীব্র হইয়া উঠিল; চক্ষের জল বক্ষে ঝরিতে লাগিল। সত্যভামা মৃণাল-করে ভদ্রার গলা জড়াইয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া, মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, "তুমি যা ভাব, আমাকে বল আর না বল, আমি বুঝি! বল্ব? কি ভাব?"

ভদ্রা ছোট করিয়া বলিলেন, "বল।"

সত্যভামা বলিলেন, "তুমি অর্জ্জুনকে ভাব। ভেবে ভেবে অনেক ভেবে ব'সেছ? ভাল কর নাই দিদি! পরাধীন অবলা নারীজাতির এত স্বাধীনতা ভাল নয়।"

ভদ্রা আর সংযম রাখিতে পারিলেন না। যেমন বাতাসের বেগে একটী পদ্ম হেলিয়া আর একটী পদ্মের উপর গড়াইয়া পড়ে, তেমনি ভদ্রা সত্যভামার স্কন্ধের উপর মুখ খানি রাখিয়া অনেক-ক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিলেন, তাঁহার নয়ন-জলে সত্যভামার

বক্ষোবসন ভিজিয়া গেল! সত্যভামাও কাঁদিলেন, ভদ্রাকে তিনি বড় ভালবাসেন।

অনেক কাঁদিয়া—অনেক কাঁদাইয়া, ভদ্রা একটু সংযত হইয়া বলিলেন, "এখন উপায় কি দিদি! তোমার কাছে কিছু গোপন করিব না। তুমি ব'লেছিলে, পাণ্ডবকে দেখে কাজ নাই। তা শুন্‌লাম না কেন? বল না দিদি, সাত্বত-কুমারীর পক্ষে পাণ্ডু-কুমার কি এত দুর্ল্লভ?"

সত্যভামা বলিলেন, "তুমি কাচকে কাঞ্চনের মূল্যে কিন্‌তে যাচ্ছ? অর্জ্জুন এমন কে? তুমি কেশবের ভগিনী, কেশবের শিষ্যা, অর্জ্জুন কি তোমার যোগ্য? কেন তুমি তার জন্য পাগল হ'য়েছ? শুনেছি দ্রৌপদীর রূপ গুণ আছে, তথাপি অর্জ্জুনকে বশ ক'র্‌তে পারে নাই। সত্যবদ্ধ হয়ে বনে বনে ব্রহ্মচারী হ'য়ে ঘুর্‌ছে, আর এরি মধ্যে একটী মণিপুরের পাহাড়ে মেয়ে, আর একটী পাতালপুরের নাগিনীকে মজিয়ে এসেছে। রূপ দেখে ভুল না বোন্, অর্জ্জুন নারীর গৌরব বোঝে না।"

ভদ্রা। দাদা ব'লেছেন, তিনিই পূর্ণ নর।

সত্যভামা। তাই বুঝি তুমি মজেছ? হরি! হরি! এ যদু-বংশের সবই সৃষ্টি-ছাড়া রে! ভাই ক'র্‌লেন বোনের প্রাণে প্রেমের উন্মেষ, এখন বোন সেই প্রেমের তুফানে হাবুডাবু! তা বেশ, তুমি এখন গিয়ে বল না যে, তোমার পূর্ণ নরের বামে আমায় পূর্ণ নারী ক'রে দাও, নহিলে আমার প্রাণ যায়।

সত্যভামা আবার রঙ্গ আরম্ভ করিলেন, সুভদ্রা কাতর

হইলেন, বলিলেন, "দিদি, রঙ্গ রাখ, তুমি আমায় বড় ভালবাস।"

সত্যভামা বুঝিলেন, রঙ্গ এখন চেপে রাখাই ভাল। বলিলেন, "আচ্ছা রঙ্গ এখন রেখেই দেওয়া যা'ক। দেখি যদি রঙ্গের দিন পাই।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সত্যভামা চলিয়া গেলেন। সুভদ্রা বিস্মিত হইলেন; সত্যভামা তাঁহাকে এত ভালবাসেন, আজ প্রাণের যাতনায় তাঁহার কাছে ভদ্রা অন্তরের গুহ্যতম সম্বন্ধ ব্যক্ত করিলেন, তথাপি তিনি কোনও উপায়ের কথা না বলিয়া, একটীও সান্ত্বনা বাক্য না শুনাইয়া, এত শীঘ্রই চলিয়া গেলেন। সত্যভামাকে আজ তিনি বড় নিষ্ঠুর ভাবিলেন।

এদিকে সুভদ্রাকে দেখিয়া অর্জ্জুনের চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন ব্রতধারী, ব্রহ্মচারী, চিরকাল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়; তথাপি যদুকুলবালা ভদ্রাকে দেখিয়া তাঁহার এ চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ কি? কারণ,—এমনটী বুঝি তিনি আর কখনও দেখেন নাই,—এমন মহামহিমময়ী নারীমূর্ত্তি তিনি আর কোথাও নয়ন-গোচর করেন নাই। লোকে যাহাকে অনঙ্গ-চাঞ্চল্য বলেঁ, জিতেন্দ্রিয় পার্থের এ সে চাঞ্চল্য নয়। এই ধনঞ্জয় একদিন স্বর্গ-পুরে মুনি-মনোহারিণী অপ্সরী-প্রধানা উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তবে অর্জ্জুনের এ কি ভাব? অকৃত্রিম মহত্ত্বের নিকট লোকের চিত্ত যে ভাবে সহজেই অবনত হইয়া পড়ে, সেইরূপ প্রাণ-মনঃ-স্নিগ্ধকর এক প্রকার ভাবে অর্জ্জুনের চিত্ত সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ণ নর পার্থ আজ বুঝি পূর্ণ নারী দেখিতে

পাইয়াছেন, তাই তাঁহার হৃদয়-সিন্ধু পূর্ণতার আকর্ষণে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে! শ্রীকৃষ্ণ এ মনশ্চাঞ্চল্য বুঝিতে পারিয়াছেন; বুঝিতে পারিয়াও সখার মন পরীক্ষা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "সখে! সহসা তুমি এমন অন্যমনা হইলে কেন ?"

অর্জ্জুনের লজ্জা নাই, লজ্জার কারণ ইহাতে কিছুই নাই। অকপটচিত্তে তিনি বলিলেন, "আমি সারণ-সহোদরা সুভদ্রাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই কন্যা আমাকে লাভ করিতেই হইবে।" কৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে তদেকান্তমনা দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন "সখে, বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে ?" অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ব্যঙ্গ বা তিরস্কারে বিমর্ষ হইলেন না, বীরের ন্যায় অকপটচিত্তে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পরমরূপসম্পন্না সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ও বাসুদেবের ভগিনী; সুতরাং কাহার না মনোমোহিনী হইবেন ? কিন্তু ইনি আমার মহিষী হইলেই সকল মঙ্গল সম্পাদিত হয়। এক্ষণে কি উপায়ে আমার সুভদ্রা লাভ হইবে, অনুসন্ধান কর। তাহা যদি মনুষ্যের সাধ্যাতীত না হয়, তবে তদ্‌বিষয়ে আমি অবশ্যই যত্ন করিব।"

বাসুদেব হাসিয়া বলিলেন, "ইন্দীবর-নয়না পদ্মগন্ধা মানিনী দ্রুপদ-নন্দিনী নারীকুলে অনুপমা, রূপসী-শিরোমণি মণিপুর রাজকন্যা পার্থগতপ্রাণা প্রেমিকা, নাগরাজ-দুহিতা উলূপী নব-প্রেমভরে সুধাময়ী; তথাপি সখা তোমার তৃপ্তি নাই ?"

এ তিরস্কারেও অর্জ্জুন কুণ্ঠিত হইলেন না; বলিলেন, "বাসুদেব, সত্য বটে আদরিণী পাঞ্চালী আমার গৃহিণী, উলূপী

চিত্রাঙ্গদাও পতিপ্রাণা প্রেমিকা, কিন্তু ইহারা কেহই আমার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী নয়। সকলই ভোগের সহচরী, ক্রীড়ার পুত্তলী, কিন্তু আমার ধর্ম্ম-কর্ম্মের সঙ্গিনী ইহারা কেহই হইতে পারে না। কেশব, আমি তোমার শিষ্য, ভদ্রা তোমার শিষ্যা ;—ভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের অনন্তজ্ঞান-সমুদ্রের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব,—মাধবের বিশ্ব-পাবনী প্রীতির একখানি প্রত্যক্ষ প্রকৃতি সুভদ্রা ; বুঝিলাম বিশ্বের তাপিত পীড়িত আর্ত্ত জনকে আশ্রয় দিবার জন্য নারায়ণ স্বহস্তে সুভদ্রারূপী শান্তির আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সুভদ্রাকে দেখিয়া আজ আমি তোমাকে চিনিলাম ; এত দিন চিনিতে পারি নাই, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে—তোমার অনন্ত মহিমা বুঝিতে পারি নাই। অল্পমতি মানব অচিন্ত্য অনন্তের প্রতিমা গড়িয়া যেমন অনন্তের আদর্শ ধ্যান করিতে পারে, আমি আজ তেমনি সুভদ্রা-প্রতিমা দেখিয়া তোমার মহিমা হৃদয়ে ধ্যান করিতে পারিয়াছি ; আমার বড় দুরাশা সখা, আমায় ভদ্রা দান কর।”

অর্জ্জুনের কাতরতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের দয়া হইল। বলিলেন, “তোমার মন নিতান্তই যদি ভদ্রার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে, তবে আমি তোমার প্রার্থনা পিতা ও দাদার নিকট ব্যক্ত করিব। নহিলে রাক্ষস বিবাহও ক্ষত্রিয় বীরদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ যাদব সভায় সুভদ্রার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন এবং অর্জ্জুন সর্ব্বাংশে সুভদ্রার যোগ্য পাত্র বলিয়া নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। অর্জ্জুনের নাম শুনিয়া বলভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তিনি পাণ্ডবদিগের প্রতি বিরক্ত। তাঁহার সঙ্কল্প সুভদ্রাকে দুর্য্যোধনকে দান করিবেন। দুর্য্যোধন তাঁহার শিষ্য ও ভক্ত, সুতরাং তিনি তাহাকে ভালবাসেন। বলভদ্র কালবিলম্ব না করিয়া দুর্য্যোধনকে বরণ করিয়া আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। বলভদ্র চিরকালই উগ্রস্বভাব, তাঁহার সঙ্কল্পের বাধা দিতে কাহারও শক্তি হইল না।

অর্জ্জুন এ সংবাদ পাইলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্রও চঞ্চল হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়াছেন, কন্যা হরণ করিয়া রাক্ষস পদ্ধতিতে বিবাহ করা ক্ষত্রিয়ের নিষিদ্ধ হয়; সুতরাং আর চিন্তার কারণ কি? দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইলেও অর্জ্জুনের নিকট সুভদ্রা দুর্ল্লভ হইবে না। অর্জ্জুনের এই মনোভাবটী যদি সুভদ্রা বুঝিতে পারিতেন, তবে তাঁহারও ব্যস্ততার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু ধনঞ্জয়ের চিত্তের গভীর সঙ্কল্প একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণই জানেন, আর কেহ তাহা জানিতে পারে না।

সুভদ্রা শুনিলেন, তাঁহার পরিণয়ার্থ যদুকুল-নায়ক হলধর দুর্য্যোধনকে আনিতে দূত প্রেরণ করিয়াছেন ; এ বিষয়ে তাঁহার প্রবল নির্ব্বন্ধ। শুনিয়া সুভদ্রার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ! অর্জ্জুনকে না পাই না পাইলাম, অবশেষে কি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দাসী হইতে হইল ! দুর্য্যোধনের দুশ্চরিত্রের কথা সুভদ্রা অনেক জানেন। পাণ্ডবগণ যখন পিতৃহীন বালক, তখন দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য কতই না ষড়যন্ত্র করিয়াছে ! যে নরাধম আপন খুল্লতাত-পুত্রদিগকে খুল্লতাত-পত্নীসহ গোপনে যতুগৃহে দাহ করিবার আয়োজন করিয়াছিল, তাহার চেয়ে নরাধম আর কে আছে ? আমি কি সেই দুরাত্মার দাসী হইব ? দেবতাকে বরণ করিয়া শেষে কি পিশাচের ভোগ্যা হইব ?

সুভদ্রা অনন্যোপায় হইয়া সত্যভামার শরণ লইলেন। তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "দিদি ! আমায় রক্ষা কর ! আমি অর্জ্জুনকে না পাই, চিরকাল অনূঢ়া থাকিব, দুর্য্যোধনের দাসী আমায় করিও না !"

সত্যভামা বলিলেন, "আমি কি করিব ? যাঁরা কর্ত্তা তাঁদের ইচ্ছা !"

সুভদ্রা। তুমিও রাণী, তুমিও কর্ত্রী ; আমি তোমার রক্ষণীয়া, আমাকে রক্ষা করিবে না ? তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা মহিষী, তুমি মহাশক্তিময়ী ; তুমি রাখিলে আমি বাঁচিব।

সত্যভামা ভাবিলেন, ভাবিয়া ভাবিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

তাঁহার সুন্দর কোমল মুখচ্ছবিতে কঠোর ও দৃঢ়তার আভা প্রতিভাত হইল; তেজোময়ী সত্যভামা স্থির করিলেন, "তাইত, আমি কৃষ্ণের মহিষী, কৃষ্ণের ভক্ত, আমি কি না পারি? ভদ্রা বালিকা, বড় কাতরা, আমার শরণাপন্না। আমি এর উপায় করিব। নইলে আমার স্বামিপদ-সেবা মিথ্যা।" তারপর সুভদ্রাকে বলিলেন, "আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু কাজ বড় শক্ত। তোমাকে যা বলিব, তা পারিবে ত?"

ভদ্রা। এমন কোনও কঠোর কর্ম্ম নাই, যা আমি এ বিপদ্ হ'তে পরিত্রাণের জন্য না করিতে পারি; নিতান্ত অকর্ম্ম হইলেও, তোমার আদেশে তা আমি করিব।

সত্যভামা। তবে স্থির হও। যাঁর সঙ্গে আমি সোণা-রূপা ওজন করিতে গিয়াছিলাম, তাঁর নাম করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি ভদ্রা অর্জ্জুনের মিলন করাইব।

সত্যভামার মুখশ্রী ও বাক্য-ভঙ্গিমায় সুভদ্রা আশ্বস্তা হইলেন। সত্যভামা সব পারেন। সত্যভামার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা আর কেহ নয়। রুক্মিণী মহিষী, গৃহিণী, আজ্ঞাকারিণী, বিনীতা; কিন্তু সত্যভামা অভিমানিনী, শিষ্যা, সেবিকা, সাহসশীলা। সত্যভামা ভক্তের বলে ভজনীয়কে মন্থন করেন, সে মন্থনে স্নেহামৃত উঠিয়া সত্যভামাকে সর্ব্বদাই অমৃতময়ী করিয়া রাখিয়াছে। সত্যভামা সব পারেন।

সেদিনকার মত সত্যভামা চলিয়া গেলেন। পরে রাত্রিতে স্বামিপদ-সেবা করিতে করিতে বলিলেন, "সুভদ্রার বিবাহ ক'বে হইবে?"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আর্য্য বলভদ্র দুর্য্যোধনকে বরণ করিয়া আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছেন, বরপাত্র আসিলেই বিবাহ হইবে।"

সত্যভামা হাসিয়া বলিলেন, "দুর্য্যোধনের সঙ্গে ভদ্রার বিবাহ হইবে না।"

শ্রীকৃষ্ণ শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কেন হইবে না? অবশ্য হইবে, দাদার ইহাতে ঐকান্তিক ইচ্ছা, একরূপ প্রতিজ্ঞা বলিলেও হয়। ইহাতে বাধা দিবে কে?"

গর্ব্বিত কটাক্ষে বিশাল নেত্র উদ্‌ভাসিত করিয়া সত্যভামা বলিলেন "আমি।"

"তুমি? নারী তুমি, যদুকুলতিলক বলভদ্রের সঙ্কল্পে বাধা দিবে?" বলিয়া প্রভু একটু হাসিলেন। "নারী আমি, কিন্তু সামান্যা নারী নই। স্তন্যপান করিতে গিয়া যিনি পূতনা রাক্ষসীর প্রাণ বধ করিয়াছিলেন, একাদশ বর্ষ বয়সের মধ্যে যিনি প্রলম্ব ধেনূক প্রভৃতি অসূরদল নিপাত করিয়াছিলেন, কালীয় দমন, কংস-নাশ যাঁর বাল্যলীলা, রুক্মিণী হরণে ত্রিলোকবাসী যাঁর পদধূলি মাথায় লইয়াছিল, যিনি জগতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য নরমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ, আমি তাঁহারই নারী, তাঁহারই দাসী, তাঁহারই ভক্ত; আমি হলায়ুধের সঙ্কল্প মিথ্যা করিয়া সুভদ্রা অর্জ্জুনকে সমর্পণ করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমার প্রতিজ্ঞায় বাধা দিবে কে?" বলিয়া সত্যভামা স্কন্ধ হেলাইয়া স্বামীর মুখ পানে চাহিলেন; একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "আমি একবার তোমায় ওজন

করিতে গিয়া হতমান হইয়াছিলাম ; দেখিও যেন আবার আমাকে লজ্জা দিও না।" এবার সত্যভামার গর্ব্বোন্মেষিত নেত্রযুগল জলে ভরিয়া উঠিল।

হাসিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, "এখন যদি তোমার সপত্নীরা কেহ এখানে থাকিতেন, তবে বুঝিতে পারিতেন, কেমন করিয়া সত্যভামা আমাকে বিব্রত করিয়া তুলে।"

এই স্থানে সত্যভামা এ প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিলেন। নির্ব্বিকার স্বভাব-রঙ্গময়ী সুন্দরী নৃত্য গীত আরম্ভ করিলেন। সতীর হৃদয়ে আনন্দ উথলিত ; আনন্দের গানে, আনন্দের নৃত্যে পতিপ্রাণ মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বলভদ্র কর্ত্তৃক বরিত হইয়া সুভদ্রার পাণিগ্রহণ-মানসে মহোল্লাসে সজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধন আসিতেছেন। দুই এক দিন মধ্যেই দ্বারকায় আসিয়া পৌঁছিবেন। অর্জ্জুনের তাহাতে কোনও প্রকার উদ্বেগ নাই। পরন্তপ পার্থ কোনও বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন না। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া, সুভদ্রা বিষয়ে তাঁহার অভিলাষ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন; যুধিষ্ঠিরও আদেশ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুযায়ী বীরের ন্যায় সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি, জ্যেষ্ঠের আদেশ, অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছে। বীরের আনন্দ বীর্য্যপ্রকাশে; অর্জ্জুন মনে মনে বড় আনন্দিত। নিরুদ্বেগে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাত্রিকাল, শুক্ল পক্ষ, নির্ম্মল আকাশ, বিমল জ্যোৎস্না-সিন্ধুর মধ্যে দ্বারকা মহানগরীর দীপমালা শ্বেত সাগরে ফেন-মণ্ডলের ন্যায় হীনপ্রভ হইয়া জ্বলিতেছে। রাত্রি অনেক হইয়াছে, নাগরিক ও পুরবাসিগণের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন তাঁহার কক্ষে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। আজ শ্রীকৃষ্ণ বা অন্য কোনও যাদব অমাত্য তাঁহার কাছে অধিকক্ষণ যাপন করেন নাই, তাই ধনঞ্জয় আজ কিছু সকালেই নিদ্রা গিয়াছেন।

সেই গভীর রাত্রে গভীর নিদ্রাভঙ্গে অর্জ্জুন শুনিলেন, কোনও অলঙ্কার-পরিহিতা কামিনী ঘন ঘন দ্বারে করাঘাত করিতেছেন, যেন বড় ব্যস্ততায় তাঁহার পায়ের মঞ্জীর ও করের কঙ্কণ শিঞ্জিত হইতেছে। অর্জ্জুন সাড়া দিলেন "কে?"

অতি স্নেহ-পূর্ণ কণ্ঠে উত্তর হইল, "সখা! সখা! দ্বার খোল!"

কণ্ঠস্বরে অর্জ্জুন চিনিলেন, রাণী সত্যভামা। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, "এ রাত্রিতে অধমের নিকট দেবীর কি প্রয়োজন?"

"বড় প্রয়োজন! তোমাকে একটী বস্তু দান করিতে আসিয়াছি।" বলিয়া সত্যভামা করস্থিত সুগন্ধি মঙ্গল দীপ প্রজ্বালিত করিলেন। দীপ্ত দীপরশ্মিতে অর্জ্জুন সত্যভামার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন। সত্যভামা অনুপম রূপবতী, তাহাতে আজ সর্ব্বাঙ্গে মণি মুক্তা হীরক কাঞ্চনের পরিপাটী সজ্জা। এত অলঙ্কার পরিতে অর্জ্জুন সত্যভামাকে আর কোনও দিন দেখেন নাই। রাণীর করে সজ্জিত বরণ ডালা,—তাহা হইতে চন্দন কস্তূরী কুঙ্কুম ও সদ্যোনির্ম্মিত পুষ্পমাল্যের মধুর গন্ধে অর্জ্জুনের প্রাণ মাতোয়ারা করিয়া তুলিল। বরণ ডালা করে লইয়া মঙ্গল-ময়ী সত্যভামা অধর টিপিয়া কত হাসিই হাসিতেছেন। কৃষ্ণ-মহিষীর সঙ্গে কোনও পরিচারিকা নাই। পশ্চাতে আর একজন স্ত্রীলোক লোহিত বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দণ্ডায়মানা, তিনি যেন কাঁপিতেছেন, তাঁহার দীর্ঘ শ্বাস বহিতেছে। অর্জ্জুন বলিলেন, "এ সব কি দেবি?"

সত্যভামা স্থির অথচ রঙ্গময় কণ্ঠে বলিলেন, "আমি আমার ননন্দা সুভদ্রাকে তোমায় অর্পণ করিতে আসিয়াছি। যদুকুল-কুমারী কি পাঞ্চালী-প্রিয় পার্থের অযোগ্যা ?"

অর্জ্জুন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছেন না। বলিলেন, "বৃষ্ণিবংশ কুরুবংশের অবরণীয় নহে। তাহে সুভদ্রা রমণী-রত্ন।"

"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ?" বলিয়া সত্যভামা কটাক্ষ করিলেন। তাঁহার দীপ্তনেত্রের প্রতিভাময় প্রাণস্পর্শী জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া বুঝি অর্জ্জুন অবনত-মস্তক হইলেন। সত্যভামা বলিলেন, "এখন বসুদেবনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণ-স্বসা যদুকুল-পাবনী সুভদ্রার পাণি-গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হও।"

অর্জ্জুন। আপনি কি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে আমাকে ভদ্রাদান করিতে আসিয়াছেন ?

সত্যভামা। না, আমি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি।

অর্জ্জুন। সখার ইহাতে সম্মতি আছে ?

সত্যভামা। জানি না, আমি অন্যের সম্মতির প্রতীক্ষা করি নাই।

অর্জ্জুন। (জোড় করে) তবে আমি এ দান গ্রহণে অসমর্থ।

সত্যভামা। (তীব্র কটাক্ষে) কেন ?

অর্জ্জুন। ক্ষমা করুন ; রাম, কৃষ্ণ, স্বয়ং বসুদেব বর্ত্তমানে আপনি এ কন্যাদান করিবার কে ?

সত্যভামা। আমি রাজমহিষী !

অর্জ্জুন। এ অবস্থায় স্ত্রীলোক কি কন্যাদানের অধিকারিণী ?

সত্যভামা। কেন স্ত্রীলোক অধিকারিণী হইবে না ? তুমিও কি স্ত্রীজাতিকে এত হীন মনে কর ? তবে তুমি সুভদ্রার অযোগ্য। সুভদ্রা তোমার দাসী হইতে আইসে নাই, কৃষ্ণস্বসা—সত্যভামার প্রিয়তমা সখী,—তোমার মহিষী হইতে আসিয়াছে। স্ত্রীজাতির অধিকার, মহিষীর অধিকার সত্যভামা যাহা জানে ভদ্রাও তাহাই জানে। পুরুষ দম্ভের বশীভূত হইয়া স্ত্রীজাতিকে দলন করে, বলভদ্র বৃথা দম্ভে মোহিত হইয়া সুভদ্রাকে অপরে অর্পণ করিতে যাইতেছেন ; বিশ্বপাবনী নারী-দেবী ভদ্রাকে বিশ্বত্রাস নরপশু দুর্য্যোধনকে দান করিবেন সঙ্কল্প করিতেছেন। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা লঙ্ঘনে অসমর্থ, এ সময়ে আমি—ভদ্রার মঙ্গল-কামিনী ; মধুসূদনের মহিষী আমি, আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে আসিয়াছি, এ কর্ত্তব্যে আমার অধিকার আছে।

সত্যভামার বাক্যচ্ছটা ও মুখভঙ্গিমায় অর্জ্জুন যেন ছোট হইয়া গেলেন। যুক্তকরে অপরাধীর ন্যায় বলিলেন, "দেবি! আপনার দান আমার শিরোধার্য্য! কিন্তু বীরেরা ত গান্ধর্ব্ব প্রথায় পাণিগ্রহণ করে না। গান্ধর্ব্বরীতি দুর্ব্বল প্রেমিকের অবলম্বন। আমি সমাগত কৌরব ও যাদব বীর-গণের সমক্ষে বাহুবলে সুভদ্রারত্নে বামাঙ্গ শোভিত করিব মনস্থ করিয়াছি।

সত্যভামা। মনস্থ করিয়াছ ? পূর্ব্বেই করিয়াছ, না এখন করিলে ?

অর্জ্জুন। পূর্ব্বেই করিয়াছি, যে দিন ভদ্রা আমার নেত্র-

পথের পথিক হইয়াছেন, সেই দিনই ওই চারু-চন্দ্র-বদন আমার ধ্যানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কৃষ্ণ-স্বসা ভদ্রা আমারই মহিষী।

সহসা সত্যভামার প্রগল্‌ভ গাম্ভীর্য্য কোথা উড়িয়া গেল। উল্লাস-চঞ্চলা-রঙ্গময়ী খল খল হাসিয়া উঠিলেন। তার পর সবলে সুভদ্রার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, বাহুবেষ্টনে তাঁহার কণ্ঠ আকর্ষণ করিয়া, অন্য করে চিবুক ধরিয়া বলিলেন "তবে রে চারুচন্দ্র-বদনি! আগে পাখীর গলায় ফাঁসী বাঁধিয়া, এখন আমাকে নিয়ে এত রঙ্গ? বলে, আমার প্রাণপাখী ধ'রে দাও। আ কপাল! আঠার বছুরে মাগীদের কি চিন্‌তে জুয়ায়!"

সুভদ্রা লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন। সত্যভামা তথাপি বলিতে লাগিলেন, "এখন পরা,—বর-পুরুষের গলে বরমালা পরা! আর ভয় কি? অমন চাঁদ বদন যা'র, তার আবার ভয় কি?"

বলিতে বলিতে সত্যভামা মুক্তদ্বার দিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে বাহির হইতে কবাট টানিয়া সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের ঘরে বন্দিনী করিয়া দ্রুতপদে নূপুর বাজাইয়া চলিয়া গেলেন।

দীপরশ্মি-সমুজ্জ্বল গৃহতলে মঙ্গল সাজে সজ্জিত সুভদ্রা অর্জ্জুন সম্মুখে নীরব ও নতমুখী! সত্যভামা আজ অপূর্ব্ব বেশেই ভদ্রাকে সজ্জিত করিয়াছেন। ফুলের কঙ্কণ, ফুলের বাজুবন্ধ, ফুলের মেখলা, ফুলের পাপদ্ম, ফুলের সীঁথি, ফুলের কুণ্ডল, ফুলের বেশর, কিবা ফুলের মালায় ভদ্রার বক্ষ সুশোভিত! সত্যভামার স্বহস্ত-রচিত বেশ, কিবা পরিপাটি! কিবা সুন্দর!

সুন্দরী ভদ্রার পুষ্পময় অঙ্গে পুষ্পসজ্জা কি সুন্দর! সুরসিকা সত্যভামা আজ মনের সাধে এই পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া সৌন্দর্য্যের পূজা করিয়াছেন। এ রূপে মণি কাঞ্চন শোভা পায় না, যার অনুকরণে মণিকাঞ্চনের অলঙ্কারত্ব, বিশ্বশিল্পীর স্বহস্তরচিত সেই কুসুম ভূষণই এ অঙ্গের যোগ্য আভরণ! এমন শোভায় ভদ্রা ত আর কোনও দিন ফুটিয়া উঠে নাই! পুষ্পসজ্জার মধ্যে ভদ্রার ললাটে সিন্দূর বিন্দু, আ মরি মরি! কি সুন্দর! এত সুন্দর সিন্দূর বিন্দু আর কখনও ত দেখি নাই! অর্জ্জুন বিহ্বল, যেন মন্ত্রমুগ্ধ! মহাবীর পার্থ,—সর্ব্বাঙ্গ অবশ, নেত্র অবশ, কণ্ঠ অবশ, বাহু অবশ, ইন্দ্রিয় ও মন অবশ! বলিহারি সত্যভামা! কোন্ মন্ত্রে ভদ্রার শিরে সিন্দূর বিন্দু দিয়াছিলে! বিশ্ববিজয়ী ধনঞ্জয় সে সিন্দূর বিন্দু হইতে যে নয়ন ফিরাইতে পারিতেছেন না!

কতকক্ষণ এরূপভাবে গেল, ভদ্রা ও অর্জ্জুন কেহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে অর্জ্জুন আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন, বলিলেন, "ভদ্রা! তুমি কি আমায় স্বেচ্ছায় বরণ করিতে আসিয়াছ?"

ভদ্রা কি বলিবেন? কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরি হরি! সেই নয়নে আবার অশ্রু-মুক্তাবিন্দু ঝরিয়া বক্ষোমালা শিশির-সিক্ত করিয়া দিল। অর্জ্জুন মনের অগোচরে যেন যন্ত্রচালিত হইয়া ভদ্রার চক্ষু মুছাইলেন; সে কর স্পর্শে ভদ্রা শিহরিয়া উঠিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন "কেন কাঁদ ভদ্রা!" ভদ্রা ছোট করিয়া বলিলেন, "আনন্দে!"

"পরাও ভদ্রা, তোমার মালা আমায় পরাও। আমায় ধন্য কর।" বলিয়া পার্থ সুভদ্রার সম্মুখে আর একটু সরিয়া আসিলেন। ভদ্রা মালা পরাইলেন, বরণডালার মঙ্গল মালায় অর্জ্জুনের কণ্ঠ বেড়িয়া দিলেন। তার পর আপনার কণ্ঠের মালা গাছটী খুলিয়া অর্জ্জুনের গলে পরাইলেন। অর্জ্জুন ভদ্রার কর ধরিয়া পালঙ্কের উপর পার্শ্বে বসাইলেন। উভয়েই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছেন। মন যেন এর কিছুই জানে না।

কতকক্ষণ পরে ভদ্রার মন যেন সব টের পাইল, সহসা সুভদ্রা সঙ্কুচিত হইলেন। সে সঙ্কোচ দেখিয়া অর্জ্জুনের মনও যেন খাড়া হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। উভয়েই বুঝিলেন, কাণ্ডটা কি হইল! সেই গন্ধর্ব্ব পরিণয়ই হইয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি তোমাকে বীর্য্য-শুল্কা করিয়া কা'লই গ্রহণ করিব।"

ভদ্রা লজ্জা-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "এ আপনাদের কেমন ধর্ম্ম? আমাকে হরণ করিতে হইলে, ভয়ানক যুদ্ধ বাধিবে; কত নরহত্যা হইবে। তাহাই কি ভাল?"

অর্জ্জুন হাসিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকেই হরণ করিব, নরহত্যা করিব না। সত্য ব'ল্‌ছি, যতই প্রবল যুদ্ধ ঘটুক না, আমি আত্মরক্ষা করিব মাত্র, কাহাকেও প্রতিবিদ্ধ করিব না।"

ভদ্রা বড় সন্তুষ্ট হইলেন। আনন্দাবেশে পতির স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিলেন। এমন সময়ে বাহির হইতে শঙ্খধ্বনি হইল। চতুরা সত্যভামা বাহিরে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছেন; শঙ্খধ্বনি

করিয়া তিনি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন, "বীরেরা গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে না।"

অর্জ্জুন কাতরে অপরাধীর ন্যায় বলিলেন, "রাণি! সখি! দ্বার খোল, দাসের প্রণাম গ্রহণ কর।"

সত্যভামা দ্বার খুলিলেন না, সেখানে দাঁড়াইলেন না। এবার সত্য সত্যই তিনি চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুভদ্রার বিবাহ, দুর্য্যোধন বরসাজে সাজিয়া আসিতেছেন। রৈবতকে আজ মহোৎসব। অর্জ্জুন রৈবতকারণ্যে মৃগয়ার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকট রথ প্রার্থনা করিলেন। যদুনাথ সসম্মানে সখার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। আদেশ মাত্র সারথি দারুক রথ সজ্জিত করিয়া আনিলেন। ধনঞ্জয় কবচ, বর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ পূর্ব্বক, সুবর্ণ কিঙ্কিণীজালালঙ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রোপেত প্রজ্বলিত হুতাশন-কল্প অপূর্ব্ব দিব্য রথে আরোহণ করিয়া মৃগয়াব্যপদেশে রৈবতকে যাত্রা করিলেন।

সুভদ্রা মহাগিরি রৈবতক ও দেবতাদিগের অর্চ্চনা সমাপন এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক শৈলকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন মঙ্গলাভরণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে আরোহিত করিলেন।

যাদবগণ উৎসবানন্দে মত্ত ছিলেন, অর্জ্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ বিষয়ক সংবাদ তাঁহাদের নিকট পৌঁছিল। বিপুল বারিধি ঝটিকাবেগে যেরূপ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ এই সংবাদে যাদবসভা আকুল হইয়া উঠিল। মধুপানোত্তেজিত বলভদ্র

গর্জ্জিয়া উঠিলেন। সভাপাল স্বুবর্ণময় মহা রণভেরী ঘন ঘন বাদন করিতে লাগিলেন। সেই ভৈরব ভেরীরব শ্রবণ করিবা-মাত্র ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়েরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্ন-পান পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একত্র সমবেত হইয়া, বিচিত্র মণি-বিদ্রুমাদি-খচিত, অপূর্ব্ব আস্তরণ-পটে আচ্ছাদিত শত শত স্বুবর্ণময় সিংহাসনে প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য উপবিষ্ট হইলেন; সভাপাল তাঁহাদিগের নিকট অর্জ্জুনবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। যাদব বারগণ অর্জ্জুনের অসহ্য অত্যাচার শ্রবণে ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন,এবং তৎক্ষণাৎ সারথিদিগকে রথ যোজনা করিবার আদেশ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই বীর-সমর্দ্দ তুমুল হইয়া উঠিল।

অগণ্য যাদব-সৈন্য অর্জ্জুনের অনুসরণ করিলেন। অবিশ্রাম করকাপাতের ন্যায় যদুবীর-নিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাশি অর্জ্জুনের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। তীব্র তিরস্কারে যাদবগণ বলিতে লাগি-লেন, "রে ভীরু! রে চৌর! রে বন্ধুদ্রোহী! ক্ষত্রিয়াধম! ক্ষণকাল তিষ্ঠ; প্রাণভয়ে পলায়ন করিও না। আজ পাণ্ডুকুল নির্ম্মূল হইবে। তিষ্ঠ, যুদ্ধ কর, বীরত্বের পরিচয় দাও।"

কৃষ্ণ-সারথি দারুক দ্রুতবেগে রথ চালাইতেছেন, পশ্চাৎ হইতে যদুবীরগণ রণে আহ্বান করিতেছেন; রণপ্রিয় পার্থ সে আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। দারুককে বলিলেন, "রথ ফিরাও, আমি সমরেচ্ছু বীরগণের দাম্ভিক আহ্বান শুনিয়া পলায়ন করিতে পারিব না।"

দারুক বলিলেন, "অসংখ্য যাদব বীরগণের সঙ্গে একাকী আপনি কি যুদ্ধ করিবেন ?"

অর্জ্জুন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি একাকী অসংখ্যের সঙ্গে সমর করিতে ভালবাসি, রথ ফিরাও।"

দারুক সবিনয়ে বলিলেন, "আমি যদুকুল-কিঙ্কর, অগণিত যাদববীর পশ্চাতে ধাবমান, আমি রথ ফিরাইয়া চালিত করিলে এই বিশাল রথচক্রে মর্দ্দিত হইয়া শত শত যাদবের প্রাণনাশ হইবে। প্রভুর আদেশে একদিনের জন্য আপনার আজ্ঞাবহ হইয়াছি, কিন্তু আমি প্রভুকুলের প্রতি কি প্রকারে অত্যাচার করিব ?"

অর্জ্জুন আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; দারুকের কর হইতে রথ-রশ্মি গ্রহণ করিলেন, এবং পলায়মান দারুককে রথদণ্ডে বদ্ধ করিয়া, পদ দ্বারা রথ চালনা ও বাহুযুগল দ্বারা শর-সন্ধানে বিপক্ষের অস্ত্র নিবারণ পূর্ব্বক দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রথ চালনায় মনোযোগ দিবার অবসরে দুই একটী বিপক্ষের শর অর্জ্জুনের অঙ্গে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে রক্তধারা ছুটিয়া পার্থের শ্যাম অঙ্গ গিরিগাত্রে প্রবালমালার ন্যায় রঞ্জিত করিয়া তুলিল। দেখিয়া ভদ্রার প্রাণে বেদনা লাগিল! তিনি কাতরে কহিলেন, "নাথ! আপনার রথচালনার সময়ে যদুবীরগণ আপনাকে বাণবিদ্ধ করিতেছেন! আপনি একাকী, উঁহারা অনেক ?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "কি করিব প্রিয়তমে! তোমার নিকট

সত্যে আবদ্ধ আছি, যাদবগণের প্রাণনাশ করিব না, তাই নিতান্ত সাবধানে আত্মরক্ষা করিতেছি মাত্র। তাহে আমার সারথি বিদ্রোহী।"

সুভদ্রা সলজ্জে বলিলেন, "আমি রথ চালাইতে পারি।"

অর্জ্জুন হাসিয়া বলিলেন, "পার, তা বিশ্বাস করি; কিন্তু আমার রথ কি চালাইবে? তুমিও ত যাদবী, যদুবীরগণের বিপক্ষতা কি করিবে?"

"আমি স্বামীর সহধর্ম্মিণী" বলিয়া ভদ্রা অশ্ব-রশ্মির দিকে হাত বাড়াইলেন। অর্জ্জুন ভদ্রার করে রশ্মি দান করিয়া বাণ-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

আর যাদবগণ অগ্রসর হইতে পারেন না, ঝটিকাবেগে রথ অগ্রসর হইতেছে। ধনঞ্জয়ের ভৈরব ধনুক-টঙ্কারে কর্ণ বধির হইতেছে। তাহা হইতে তীব্র বিদ্যুজ্জ্যোতি নিঃসৃত হইয়া নয়ন অন্ধ করিয়া দিতেছে, সেই আকর্ণপূরিত ধনুমণ্ডলরূপ মেঘমণ্ডল হইতে অসংখ্য বাণরূপ বর্ষাধারা বর্ষিত হইতেছে। যদুসৈন্য ত্রস্ত, বিমর্দ্দিত, প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবিত! কাহারও যেন অর্জ্জুনের রথের প্রতি তাকাইবারও সাহস নাই! কেবল প্রবীণেরা সমর ত্যাগ করিয়া মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন, আ মরি! মরি! কি সুন্দর! চক্রাকার-ধনু-করে সব্যসাচী! দংশিত অধর, বিস্ফারিত নেত্র, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন অপূর্ব্ব তেজোরাশি বিস্রুত হইয়া সৈন্যগণকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিয়াছে; আর পার্থ-পদতলে সারথির আসনে

সুভদ্রা,—করে বল্গা, ব্রীড়া-সঙ্কুচিত নেত্র অবনত, মধ্যে মধ্যে প্রেমানন্দ-পূরিত বঙ্কিম কটাক্ষে প্রিয়তমের মনোমোহন করিতেছেন। কি রথ চালনায় নিপুণতা! অর্জ্জুন রথী, সুভদ্রা সারথি; এ অপূর্ব্ব সমরে ত কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না! যদুবীরগণ রোষ পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রার্জ্জুনের অপূর্ব্ব মিলন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছেন! শরত্যাগের সামর্থ্য কাহারও নাই। সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ, স্তম্ভিত!

সম্মুখ সমরে যোদ্ধৃগণকে সমর-বিরত দেখিয়া বলভদ্র গর্জ্জিয়া বলিলেন, "ধিক্! ধিক্! কি লজ্জা! এক পাণ্ডুসুতের ভয়ে সমস্ত যদুকুল ভয়ে ব্যাকুল। থাক তোমরা, আমি একাকীই আজ ধরণী নিষ্পাণ্ডব করিব।"

বলভদ্রের ধিক্কারবাদ শ্রবণে কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ দেখ, ভদ্রা সারথি, অর্জ্জুন রথী!"

রুষ্ট নেত্রে বলভদ্র রথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু মুগ্ধনেত্রে ফিরিলেন! বলভদ্র বলের দেবতা; যাহাদের গায়ের বল অধিক, তাহারা বিশেষ কিছু চিন্তা করিতে ভালবাসে না। বলবান্ ব্যক্তি স্বভাবতঃ সরল হয়, চিন্তা-প্রসূত কল্পনা-কবিত্ব তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। মহাবলশালী অরিন্দম হলপাণি জীবনে বুঝি আর কখনও কবিত্ব দেখেন নাই, কিন্তু আজ দেখিলেন। দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন! আহা! কি সুকৌশলে রথ চালাইতেছে! লজ্জাবশে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্র, বঙ্কিম গ্রীবা, দংশিত

ওষ্ঠাধরে প্রচ্ছন্ন মৃদু হাসি! চঞ্চলগামী মহাবলশালী দিব্য তুরঙ্গমগণ সুভদ্রার কোমল করের আকর্ষণে উন্নত গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া এক এক বার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছে। সব্যসাচীর করে চক্রাকার ধনু অবিরাম শরবর্ষণ করিতেছে; অথচ তাঁহার মুখমণ্ডলে ক্ষোভ বা রোষের চিহ্ন মাত্র নাই; পার্থ যেন উল্লাস-প্রফুল্ল বদনে কোনও উৎসবানন্দে শরবর্ষণচ্ছলে কুঙ্কুম ক্রীড়া করিতেছেন! বলভদ্র বলিলেন, "অর্জ্জুন রথ পাইল কোথা? এ যে কৃষ্ণের রথ! সারথি দারুক রথদণ্ডে বদ্ধ! অর্জ্জুন কি তবে সারথিকে বদ্ধ করিয়া রথ ও অশ্ব অপহরণ করিয়া লইয়াছে? ভাল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কোথায়? চক্রধর চক্র ধারণ করিয়া বুঝি সমরে যোগ দেন নাই?"

বলদেব ঘন ঘন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ নিকটেই ছিলেন, ডাকিবামাত্র অগ্রজের পদপ্রান্তে আসিলেন। বলদেব বলিলেন, "কৃষ্ণ! এখনও তুমি নিরস্ত্র ও নিবৃত্ত রহিয়াছ? আমরা তোমারই অনুরোধে ঐ কুলপাংশুল অর্জ্জুনের সৎকার করিয়াছি, কিন্তু সৎকারের উপযুক্ত পাত্র সে নহে। অর্জ্জুন আমাদিগকে এতাদৃশ অপমান ও তোমাকে অনাদর করিয়া, তোমার রথ ও আপন মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছে; দুরাত্মা কামান্ধ হইয়া পূর্ব্বকৃত সম্বন্ধের গৌরব রক্ষা করিল না। মস্তকে পদাঘাততুল্য তাহার এই অসহ্য অত্যাচার কিরূপে সহ্য করিব?"

সমস্ত যাদবগণ বলভদ্রের বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব অর্থভূয়িষ্ঠ বাক্যে বলিলেন, "অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন নাই, এজন্য অর্থ দ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। স্বয়ম্বরে কন্যালাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এজন্য তাহাতেও সম্মত হন নাই। পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র উক্ত দোষ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদিগের কুলোচিত হইয়াছে। অর্জ্জুনকে সামান্য জ্ঞান করিবেন না। অর্জ্জুন ভরতকুলের অলঙ্কার; স্বয়ং মহাদেব ব্যতীত তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করে, এমন লোক দুর্ল্লভ। আমার বিবেচনায় প্রফুল্লমনে শীঘ্র ধনঞ্জয়-সন্নিধানে যাইয়া সান্ত্বনাবাদ দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। কারণ, যদি পার্থ আমাদিগকে বলে পরাভব করিয়া স্বনগরে গমন করেন, তাহা হইলে আমাদিগের যশোরাশি সদ্যই বিনষ্ট হইবে। কিন্তু সান্ত্বনাবাদে পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। পার্থই সুভদ্রার যোগ্য পাত্র। দেখুন অর্জ্জুনের সাহায্যার্থে ভদ্রা কিরূপ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে প্রবল শ্রান্তি উপেক্ষা করিয়াও রথ চালনা করিতেছে, অর্জ্জুনের গুণে ভদ্রা মুগ্ধ হইয়াছে; কোন্ বীররমণী অর্জ্জুনের ন্যায় স্বামী কামনা না করিবে? পার্থ-প্রিয়তমা হইয়া ভদ্রা যশস্বিনী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ভদ্রার্জ্জুনের মিলন দেখিয়া বলদেবের রোষ পূর্ব্বেই নম্র হইয়াছিল, এইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তিনি সম্পূর্ণ শান্ত হইলেন।

ইহার পর যাদবগণ কর্ত্তৃক যথাসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া অর্জ্জুন যথাবিধি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন, উৎসবে দ্বারকা-ভূমি পরিপ্লাবিত হইল।

সত্যভামা সাজিভরা গন্ধ-পুষ্প লইয়া স্বামীর পদপূজা করিতে বসিলেন, তাঁহার মুখে আনন্দের হাসি, চক্ষে আনন্দাশ্রু-ধারা।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "চারিদিকে সকলে উৎসব করিতেছে, তুমি এ কি করিতে আসিলে ?"

সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণপদে পুষ্প বর্ষণ, করিতে করিতে বলিলেন, "এ উৎসবের চেয়ে আমার কোন্ উৎসব বড় ? সামান্য নারী আমি, তোমার প্রধানা মহিষীও নই, তথাপি তোমার স্নেহের গর্ব্ব করিয়া যে কাজে স্বয়ং হলপাণি বিরুদ্ধ, তাহাতে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি সে কাজে জয়যুক্ত হইয়াছি ; তুমি এই সামান্যা দাসীর মান রাখিয়াছ। সামান্যা অবোধ অবলা নারী আমরা প্রভু, কি জানিব তোমার মহিমা ! চিরকাল পায়ে রাখিও, এই বর দাও নাথ, যেন সর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতে পারি।"

পদপতিতা অশ্রুসিক্তা সত্যভামাকে চন্দন-সিক্তা কমলিনীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ বক্ষে ধারণ করিলেন। শ্যামশৈলে গঙ্গাধারা খেলিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অর্জ্জুন যখন দ্বারকায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার সঙ্কল্পিত প্রবাস-কালের দশম বর্ষ। সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়া, যাদবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অর্জ্জুন সম্বৎসর দ্বারকায় বাস করিলেন। পরে পুষ্করতীর্থে গিয়া একাদশ বর্ষ তপস্থায় অতিবাহিত করিয়া পুনরায় দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইলে সর্ব্বসুলক্ষণা বরবর্ণিনী সুভদ্রাকে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। সুভদ্রারূপ সুবর্ণসূত্রে যদুকুল পাণ্ডবকুলের বন্ধন সুদৃঢ় হইল।

অর্জ্জুন যথানিয়মে নৃপসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইলেন। "দ্রৌপদী রমণীস্বভাবসুলভ ঈষৎ প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৌন্তেয়! যেখানে সাত্বত-কুমারী আছে, তথায় গমন কর। তোমাকে কোনও দোষ দিতেছি না, গুরুভার বস্তু দৃঢ়বদ্ধ থাকিলেও কালক্রমে তাহার পূর্ব্ব বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে।" কৃষ্ণা এবম্বিধ নানা প্রকার পরিহাসবাক্য বলিতে লাগিলে, অর্জ্জুন বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার নিকট বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা

করিতে লাগিলেন এবং রক্তবস্ত্র-পরিধানা সুভদ্রাকে গো-পালিকার বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন।

সুভদ্রা দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করিলেন। বহুমূল্য বেশ-ভূষা, হীরক-কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া গো-পালিকার সামান্য বেশ পরিধান করিলেন। ভুবনবিখ্যাত যদুকুলের গৌরব, বিশ্বপূজ্য ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের গৌরব, আপনার রূপ-গুণ-আভিজাত্য-গৌরব সকলই বিস্মৃত হইলেন। স্বামীর আদেশ,—সপত্নীকে তুষ্ট করিতে হীন গোপবালার বেশে পুরী প্রবেশ করিতে হইবে; সুভদ্রা অম্লানবদনে তাহা করিলেন। ইহা যদি তিনি না করিবেন, তবে এতকাল শ্রীকৃষ্ণের কাছে থাকিয়া তিনি শিখিলেন কি? তিনি ত ভোগ-লালসায় কাতর হইয়া স্বামি-বরণ করেন নাই। যে নিষ্কাম বিশ্বসেবা-ধর্ম্ম তিনি এতদিন শ্রীকৃষ্ণের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন,—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ মানব স্বামীর অজেয় শক্তির আশ্রয়ে সেই সেবাধর্ম্মের পূর্ণরূপ অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়াই তিনি বহুপত্নীর স্বামী পার্থের পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন! সপত্নী-গৌরবে বিদ্বেষ বা সপত্নী সমীপে আপনার হীনতা প্রকাশে মনোবিকার ত তাঁহার থাকিতেই পারে না। বরাঙ্গনা সুভদ্রা সেই হীন গোপবালার বেশে যেন অধিকতর শোভমানা হইয়াই, অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পৃথার চরণ বন্দনা করিলেন। কুন্তী প্রীতমনে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রা তথা হইতে দ্রৌপদী-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে

অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি অদ্যাবধি আপনার অনুচরী হইলাম।" কৃষ্ণা ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া কৃষ্ণভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন্।" মাধবভগিনী "তথাস্তু" বলিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যুত্তর করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে পাঞ্চালী সপত্নীভাব বিস্মৃত হইলেন। কোথায় সপত্নী! এ যে মূর্ত্তিমতী প্রীতি! ভদ্রার এ কি অলৌকিক শক্তি! তিনি চক্ষু তুলিয়া যাঁহার দিকে চান, সেই যে তাঁহার পায়ে বাঁধা পড়িতে চায়। সে মহিমার নিকট দ্রৌপদী যেন এতটুকু হইয়া গেলেন। ক্রমে এমন হইল, দ্রৌপদীর নিকট ভদ্রার সঙ্গতি অপেক্ষা ইন্দ্রের নন্দনের কল্পতরুর ছায়াও প্রীতিকর নয়! সম্বৎসরের মধ্যেই একদিন দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে বলিলেন, "ঋষিদিগের মানস কন্যা থাকে,—আমাদের কৃষ্ণ ঠাকুরের মানস ভগিনী আছে। ভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের মানস ভগিনী। তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁর যেমন সাধ, তেমনি ভগিনী ভদ্রার অবতার করিয়াছেন। ভদ্রা আর কেহ নয়,—শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমরা যে শাস্ত্র কথাগুলি শুনিতে পাই, তাহারই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি!"

এইরূপে পাণ্ডবদিগের দিন বড় আনন্দে চলিতে লাগিল। অর্জ্জুন খাণ্ডব-দাহনে হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়া প্রসিদ্ধ গাণ্ডীব ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর ও কপিধ্বজ রথ লাভ করিলেন।

অনন্তর, শচী যেমন জয়ন্তকে লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী সুভদ্রা সুবিখ্যাত ও সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই বালক স্বভাবতঃ অভী ও মন্যুমান্

(নির্ভয় ও ক্রোধান্বিত) ছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম অভিমন্যু হইল। শারদ-শর্ব্বরীনাথের সন্দর্শনে লোকের যেরূপ প্রীতি হয়, তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃগণ ও প্রজাগণের সেইরূপ আনন্দ হইল।

এই সময়ে দেবী দ্রৌপদীও সম্বৎসর অন্তর একে একে পঞ্চ স্বামীর ঔরসে পাঁচটী পুত্র লাভ করিলেন। পাণ্ডবগণের ভাগ্যলক্ষ্মী ধনজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ইহার পর রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান। যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের বিনাশের সঙ্কল্প করিলেন। জরাসন্ধ জীবিত থাকিলে, পাণ্ডবগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবল অন্তরায়। মাগধী ও পাণ্ডবী সেনার শোণিত-সিন্ধু মধ্যে যুধিষ্ঠিরের বিজয়-পতাকা প্রোথিত করিতে হইবে। তাই কৌশলে ভীমার্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গিরিব্রজপুরে যাত্রা করিলেন। তথায় ভীমের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ বাধাইয়া জরাসন্ধকে নিহত করাইলেন। এক জরাসন্ধের অন্তর্ধানে ভারতের প্রবল অনর্থ তিরোহিত হইল। কারাবদ্ধ হতাশ রাজপুত্রগণ মুক্তিলাভ করিলেন, এবং তাঁহাদের সমবেত শক্তিতে রাজ-চক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তারপর রাজসূয়ের সভায়, ধৃষ্ট শিশুপাল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইলে ভারতে অসুরশক্তি অর্দ্ধেক খর্ব্ব হইয়া পড়িল।

বাকি রহিল দুর্য্যোধন! পাণ্ডবগণের রাজসূয়গৌরবে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন প্রবল ঈর্ষ্যা-বহ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল। যে কোনও উপায়ে পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ করা তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত

হইল। সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই,—সুতরাং অধম দুর্ব্বলের বৃত্তি কপটতার আশ্রয় লইল। কূটবুদ্ধি কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে কপট দ্যূতের অবতারণা হইল। সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির দ্যূতে পরাজিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সহ বন-গমন করিলেন। পাণ্ডবদিগের সব গেল, দুর্য্যোধনের সব হইল। ভীমার্জ্জুনের জননী কুন্তীদেবী বিদুরের পোষ্যা ও আশ্রিতা হইলেন। এতকালে কাল কুরুক্ষেত্র-সমরের সূত্রপাত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পাশার পণে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ নির্ব্বাসিত হইলেন। পাণ্ডবগণের সর্ব্বসম্পদ্ কৌরবগণের করগত হইল, পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবী বিদুরের গৃহে আশ্রয় লইলেন। দ্রৌপদীর পুত্রগণকে লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বভবনে যাত্রা করিলেন। আর সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় লইয়া গেলেন। আসমুদ্র ভারতের রাজচক্রবর্ত্তীর পরিবার নানাস্থানে আশ্রিত হইয়া পড়িল।

সুভদ্রা দ্বারকায় আসিলেন, সত্যভামা তাঁহাকে কত আদরই করিলেন! কিন্তু সত্যভামা যে রূপ ভাবিয়াছিলেন, সুভদ্রার তেমন কিছু বিষাদ লক্ষণ ত দেখিতে পাইলেন না। সত্যভামা ভাবিয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্যভ্রষ্টা, পতিবিচ্ছিন্না দুরবস্থা-পতিতা সুভদ্রা তাঁহাকে দেখিলে না জানি কত কান্নাই কাঁদিবেন! সত্যভামা ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই, কি বলিয়া তিনি ভদ্রাকে প্রবোধ দিবেন! কিন্তু কই? ভদ্রার নয়নে একবিন্দু অশ্রু ও ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার সরস প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে একটুমাত্র বিষাদের রেখাও অঙ্কিত হয় নাই! পুত্রের কর ধরিয়া ভদ্রা হাস্যমুখে

রথ হইতে নামিলেন,—যেন ভ্রাতৃ-পুরীতে কোনও উৎসব দেখিতে তিনি আসিয়াছেন! সত্যভামা বিস্মিতা হইলেন! এত দুঃখেও ভদ্রাকে ব্যাকুলিত করিতে পারে নাই। সত্যভামার শ্রীকৃষ্ণের সেই কথা মনে পড়িল,—"যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগত-স্পৃহ, যিনি লাভের জন্য ব্যাকুল নন, অনিষ্টের জন্যও ভীত নন, তাঁহার ভয় নাই, দ্বেষ নাই, ক্রোধ নাই, তিনি সদানন্দ, স্থিরপ্রজ্ঞ।"

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে স্বজন সঙ্গে কাম্যক বনে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। সত্যভামা বলিলেন, "আমি সঙ্গে যাইব।" এবং সুভদ্রাকে বলিলেন, "তুমিও চল, স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে।" সুভদ্রা হাসিয়া বলিলেন, "না দিদি! আমি যাইব না। এই তেরটা বছর আমি সহিয়া থাকিতে পারিব।"

সত্যভামা মনে মনে ভদ্রাকে নিতান্ত অপ্রেমিকা ভাবিয়া তিরস্কার করিলেন। এবং স্বামি-সঙ্গে গিয়া পাণ্ডবগণকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন দ্রৌপদীকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া ব্রহ্মচারি-বেশে পঞ্চপাণ্ডব পরমানন্দে অজিনাসনে বসিয়া আছেন। সকলেই দ্রুপদ-রাজনন্দিনীর বনবাস-ক্লেশ-লাঘব-জন্য পরমপ্রীতি-ভরে বিবিধ উপহারের অনুসন্ধান করিতেছেন। পঞ্চস্বামীর অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতির গৌরবে গৌরবিণী পাঞ্চালী প্রীতিভরে উল্লাসময়ী হইয়া রহিয়াছেন। দ্রৌপদীর গৌরবে সত্যভামার মনে যেন ঈর্ষ্যার উদয় হইল। তিনি দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"সখি! তুমি কি উপায়ে পাণ্ডবগণকে এরূপ বশীভূত করিয়াছ?"

হাসিয়া দ্রৌপদী কহিলেন, "আমি সর্ব্বপ্রযত্নে আপনাকে পাণ্ডবগণের বশীভূত করিতে চেষ্টা করি, তাই পাণ্ডবগণও আমার বশীভূত হইয়াছেন। আমি আত্ম-নির্ব্বিশেষে সপত্নী-গণের, এমন কি দাসীগণের পর্য্যন্ত সেবা করিয়া থাকি, তাই আমি স্বামিগণের এত স্নেহভাগিনী হইয়াছি।"

দ্রৌপদীর সৌভাগ্য দেখিয়া সত্যভামার সুভদ্রার জন্য বড় দুঃখ হইল। সুভদ্রাকে তিনি বড় ভালবাসেন। যে যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে সর্ব্ববিষয়ে সুখী করিবার জন্য তাহার ঐকান্তিক বাসনা জন্মে। সন্তানের ক্ষুধা না হইলেও, মাতা সুখাদ্য পাইলে সন্তানকেই খাওয়াইতে ভালবাসেন। ভদ্রার সপত্নী দ্রৌপদী কি সুখেই আছেন! যাহার প্রতি স্বামীর এত আদর, তাহার আবার বনবাস-কষ্ট কি? ভদ্রা কেন পাঞ্চালীর ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া বনবাসিনী হইল না! সত্যভামা এ সংসারে স্বামীর সোহাগই নারীজীবনের সার মনে করেন, স্বামিসেবা ব্যতীত তাঁহার সংসারে অন্য কোনও কর্ত্তব্য নাই। যে যাহা আপনি ভালবাসে, প্রিয়জনকে সে তাহাই দিতে চায়। সত্যভামা মনে মনে স্থির করিলেন, তিনি সুভদ্রাকেও দ্রৌপদীর সুখ-সৌভাগ্যের কথা শুনাইয়া স্বামীর অনুবর্ত্তিনী করিবেন।

এদিকে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র মাতামহালয়ে নীত হইয়া তথায় পরমাদরে লালিত হইতেছিল; কিন্তু তথায় তাহাদের মন টিকিল

না। ভদ্রা-মায়ের সঙ্গ-ছাড়া হইয়া তাহাদের কোনও আদরেই তৃপ্তি হইল না। এই শিশুবয়সে পিতামাতার কোলছাড়া হইয়াও তাহারা শান্ত ছিল, কিন্তু বিমাতা সুভদ্রাকে ছাড়িয়া তাহারা অন্যত্র থাকিতে পারিল না। মাধব-ভগিনী সুভদ্রাদেবীর স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া কুমারগণ কাঁদিয়া কাটিয়া জবরদস্তি করিয়া দ্রুপদ-ভবন ছাড়িয়া দ্বারকায় আসিল। ভদ্রা সকলেরই মুখচুম্বন করিয়া এক একবার কোলে লইলেন। তাহাদের সকল জ্বালা জুড়াইল, প্রত্যেকেই একবাক্যে বলিল, "তোমায় ছেড়ে আর কোথাও যাইব না।" কত স্নেহাশ্রুই ভদ্রার নয়ন বহিয়া পড়িল!

ভদ্রা রৈবতক-সানুদেশে এক পত্র-কুটীর নির্ম্মাণ করাই-লেন। তথায় কুমারগণকে লইয়া ব্রহ্মচারিণীবেশে বাস করিতে লাগিলেন। বসুদেব, অক্রূর প্রভৃতি যদুকুল-বৃদ্ধেরা বলিলেন, "এ কি মা সুভদ্রা! রাজপুরী ত্যাগ করিয়া কুটীর আশ্রয় করিলে কেন? রামকৃষ্ণের রাজভবন থাকিতে পাণ্ডব-কুমার-গণের কুটীরবাস কি ভাল দেখায়?"

সুভদ্রা সবিনয়ে বলিলেন, "কুমারগণের এ শিক্ষার সময়,—তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য শিখাইতে হইবে। আমি তাহাদিগকে গুরুগৃহে না রাখিয়া নিজেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিব, তাই এই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছি। সময় হইলে কুলোচিত শস্ত্র শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে আর্য্য রাম-কৃষ্ণ ও সাত্যকির নিকট প্রেরণ করিব।"

সত্যভামা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে সুভদ্রার নিকট যাইয়া দ্রৌপদীর স্বামি-সোহাগ-সৌভাগ্যের বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া সুভদ্রা প্রসন্না বা ক্ষুণ্ণা কিছুই হইলেন না। অগত্যা সত্যভামা মনের কথা বলিয়া ফেলিলেন, "ভদ্রা! তুমিও কেন দ্রৌপদীর ন্যায় স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনী হইলে না? আমার ত বোধ হয়, ঘর চেয়ে বনেই প্রিয়তমের সোহাগ সহস্রগুণে ফুটিয়া উঠে। সেখানে বৃক্ষের শাখায় লতা জড়াইয়া স্নিগ্ধ কুঞ্জ রচিত রহিয়াছে, শত শত বনপুষ্পের মধুর গন্ধে বাতাস চির সৌরভময়, বিহগকুলের কলকণ্ঠে সেখানে যেন বিষাদের নিশ্বাসটী বহিতে পারে না, লোকালয়ের বৈচিত্র্যময় শোকদুঃখের সংবাদ সেথায় পৌঁছিতে পারে না; এমন স্থানে দয়িতের প্রাণভরা আদরমাখা স্পর্শে যে আনন্দ, তাহা কি রাজপ্রাসাদে বসিয়া পাওয়া যায়? পার্থ নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতন তোমাকে এই দুর্ল্লভ সুখে বঞ্চিত করিতেছেন।"

সত্যভামার কথায় সুভদ্রা বাধা দিলেন। বলিলেন, "না না, একি বলিতেছ বউ দিদি! পাণ্ডবেরা ত সুখভোগের জন্য বনবাসে যান নাই, শত্রু কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। এ দুর্গতির সময়ে নারীসঙ্গ কি তাঁহাদের তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে? গৃহেই গৃহিণীর প্রয়োজন, বনে ত গৃহিণীর প্রয়োজন নাই। যদি বল আমার সেবায় আমার স্বামীর বনবাস-ক্লেশের লাঘব হইত, কিন্তু সেই হিংস্র-জন্তু-রাক্ষস-পিশাচ-সমাকুল অরণ্যে আমাকে নিরাপদে রাখিতে তাঁহাকে কতই

না বিব্রত থাকিতে হইত! পাণ্ডবকুলের রাজমহিষী আমি, অরণ্যে পথ চলিতে আমার পায়ে কণ্টক-কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইত, তাহা দেখিয়া স্বামীর প্রাণে কতই না যাতনা হইত! পাঞ্চালীকে লইয়া পাণ্ডবগণ সুখে আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না,—তাঁহাকে নিরাপদে রাখিতে তাঁহাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইতেছে। রাজ্য, সংসার ও পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাণ্ডবগণ ত্রয়োদশ বর্ষকাল নিরুপদ্রব সাধনার অবকাশ পাইয়াছেন, দ্রৌপদী তাঁহাদিগের সেই সাধনায় ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন। নারী অনেক কর্ম্মে পুরুষের সহায় বটে, কিন্তু আবার অনেক কর্ম্মে অন্তরায়। দুরন্ত শত্রু কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া পাণ্ডবগণ সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন; ত্রয়োদশ বর্ষ গতে যখন তাঁহারা গৃহে ফিরিবেন, তখন দুর্দ্ধর্ষ কুরুকুলের সঙ্গে তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রবল শক্তি সংগ্রহের আবশ্যক। শক্তিসংগ্রহে তপস্যার আবশ্যক। নারী তপস্যার প্রবল বিঘ্ন। কাদাপোরা কলসী গলায় ঝুলাইয়া সাগরে সাঁতার দেওয়া সম্ভব নয়। কেন আমি স্বামীর চরণে জড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার সাধনার পথে বিঘ্ন হইব? ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য তিনি বনবাসে ব্রহ্মচারী, ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য আমিও গৃহবাসে ব্রহ্মচারিণী। রমণী গৃহধর্ম্মের সহায়, সহধর্ম্মিণী,—আমিও স্বামীর গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিব। দেখ এই কুমারগণ, বিশ্বপূজ্য বংশের মহাবীরগণের সন্তান; ভাগ্যচক্রে ইহারা পিতার যত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আমারই উপর ইহা-দিগের পালনের ভার পড়িয়াছে। কুমারগণের এখন শিক্ষার সময়;

এ সময় উপেক্ষিত হইলে, ইহারা কি ত্রিলোক-বিশ্রুত চন্দ্র-কুলের গৌরব রাখিতে পারিবে? সন্তানগণকে কুলোচিত শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য; ইহাই গৃহধর্ম্ম; পাণ্ডবগণ গৃহতাড়িত হইয়া এই গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিতেছেন না; আমি কুলবধূ, আমি কুলধর্ম্ম রক্ষা করিব, স্বামীর গৃহধর্ম্ম পালন করিব। ত্রয়োদশবর্ষ পরে যখন তাঁহারা গৃহে ফিরিবেন, তখন দেখিবেন তাঁহাদের বংশধরগণ কুলোচিত গৌরবে ভূষিত হইয়াছে।”

সত্যভামা সুভদ্রার কথায় কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। কেবল মনে মনে বলিলেন, “তের বছর স্বামী ছাড়া হ'য়ে থাক্‌বে, শক্ত প্রাণ বটে!”

ত্রয়োদশ বৎসর সুভদ্রা সর্ব্বপ্রযত্নে কুমারগণের শিক্ষা-বিধানে নিয়োজিতা হইলেন। প্রথমে শিখাইলেন নারায়ণে ভক্তি, সময়োচিত কার্য্যের শৃঙ্খলা, গুরুবাক্যে ঐকান্তিক আস্থা আর সর্ব্ববিধ ভোগ-বিলাসের প্রতি অশ্রদ্ধা! অতি প্রত্যূষে পুত্রগণকে লইয়া ভদ্রা গাত্রোত্থান করিতেন; আপনি নারায়ণের মন্দির পরিষ্কার করিতে যাইতেন, কুমারগণ পূজার পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইত। পুষ্পচয়নকালে কুমারগণ মধুর শিশুকণ্ঠে সমস্বরে ঊষাকালীন ঈশ্বরস্তোত্র গান করিত; সে গান শুনিয়া দ্বারকাবাসী পুলকিত হইত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কুমারগণ সাজিভরা ফুল লইয়া নারায়ণ-বেদীমূলে রাখিত; তখন ভদ্রা কুমারগণকে নারায়ণস্তোত্র পাঠ করাইতেন। অনন্তর সূর্য্যোদয়

হইলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি সমাবেশ করিয়া, ভদ্রা বলিতেন, "বৎসগণ! ঐ দেখ, অনন্তশক্তিমান্ নারায়ণের প্রত্যক্ষশক্তি! ঐরূপ কোটি কোটি সূর্য্য তাঁহার অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্র হইতে উঠিতেছে ও পড়িতেছে! সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়ের প্রত্যক্ষ বিভূতি, ঋষিরা ইহাঁকে সূর্য্য-নারায়ণ বলিয়া স্তুতি করেন, ইনি জগতের পোষক। ভক্তিযুক্ত চিত্তে তোমরা সূর্য্যদেবকে প্রণাম কর।"

ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে শিশুগণ সূর্য্যপ্রণামের স্তুতি আবৃত্তি করিত। তার পর যথানিয়মিত স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া কুমারগণ গায়ত্রী পাঠ করিত। অনন্তর শিক্ষক আসিয়া তাহাদিগকে যথাবিধি কাব্য, ইতিহাস, ব্যাকরণ, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করাইয়া যাইতেন। যথানিয়মিত সময়ে সাত্যকি বা বলভদ্র কুমারগণকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিখাইতেন। প্রত্যহ অপরাহ্ণে ভদ্রা কুমারগণকে লইয়া রৈবতকের ঋষিদিগের আশ্রমে বেড়াইতে যাইতেন, তখন ঋষিদিগের পর্ণকুটীর, বল্কলবসন, তৃণশয়ন, শাকান্ন ভোজন অথচ সদানন্দ পবিত্র হাস্যময় ভাব দেখাইয়া বলিতেন, "নরকুলে ইহাঁরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও ইঁহাদের বাসনার বিষয় নহে। কেবল সার সত্যের বিমল আনন্দে ইঁহারা মগ্ন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য ইহাঁ-দিগকে বরণ করিয়া আনিয়া রৈবতকে আশ্রমবাসী করিয়াছেন।"

কুমারগণের বয়োবৃদ্ধি অনুসারে ভদ্রা শিখাইলেন, এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র,—কর্ম্ম করিবার জন্য জীব সংসারে আসিয়াছে।

কর্ম্মবলে জীব আপনাকে উন্নমিত করিয়া দেবত্ব,—ব্রহ্মত্ব লাভ করে। কর্ম্ম বিশ্বের হিত,—লোকসেবাই জীবের সারধর্ম্ম। আপনাকে ভুলিয়া পরের মঙ্গল সাধনই পরম কর্ম্ম। এই সময়ে স্নভদ্রা কুমারগণকে লইয়া প্রত্যহ সেবাশ্রমে যাইতেন, পাণ্ডব-স্নতগণ মাতার সঙ্গে পীড়িতের সেবা করিয়া আনন্দিত হইত।

তারপর মাতা পুত্রগণকে শিখাইলেন, ক্ষত্রিয়ের কুলোচিত ধর্ম্ম রাজ্যরক্ষা, প্রজাপালন। আপনার ভোগবিলাস বা প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য রাজ্যরক্ষা নয়,—রাজ্যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বজনের সুখ-শান্তি বর্দ্ধন করাই রাজ্যরক্ষার উদ্দেশ্য। রাজধর্ম্মও সেবাধর্ম্ম; এবং ইহা অন্যবিধ সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা কঠোর। রাজা তাঁহার অসংখ্য প্রজার সেবক, অসংখ্য প্রজার মঙ্গল কামনায় রাজাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে। দুর্ব্বলকে সবলের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে, অত্যা-চারীর পীড়ন হইতে ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে রাজাকে প্রতিক্ষণ জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সমরকার্য্য ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ ক্ষত্রিয়ের স্বর্গলাভের সোপান। কিন্তু যে ক্ষত্রিয় অর্থ বা ঐশ্বর্য্য লাভ কামনায়, প্রতিপক্ষের উপর অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন, তিনি ক্ষত্রিয় নন; নরঘাতক দস্যু মাত্র। সাবধান যেন আত্মসুখবশে প্রতিহিংসা-চালিত হইয়া তোমাদিগের অস্ত্র কখনও পাতিত না হয়। শৌর্য্য যেমন ক্ষত্রিয়ের গুণ, ক্ষমাও

তেমনি ক্ষত্রিয়ের গুণ। আপনার প্রাণান্তকর শত্রুকেও ক্ষমা করিবে, কিন্তু দেশের বা সমাজের অনিষ্টকারীকে কখনও ক্ষমা করিবে না। সর্ব্বশেষে ভদ্রা পুত্রগণকে শিখাইলেন, কর্ম্ম করিতে জীবের অধিকার, কর্ম্মফলে অধিকার নাই। কর্ম্মের ফলে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধনেরই কারণ হয়। যজ্ঞার্থেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং নারায়ণ, তাঁহারই তৃপ্ত্যর্থে কর্ম্মের অনুষ্ঠান! সর্ব্বভূতে তাঁহারই সত্তা অনুপ্রবিষ্ট, সুতরাং সর্ব্বভূতের যাহাতে তৃপ্তি, তাঁহার তাহাতেই তৃপ্তি। যাহা সর্ব্বভূতের সেবা, তাহা নারায়ণের সেবা। স্বয়ং নারায়ণ লোকসেবা প্রচার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ভারতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন, করিবেন, পাণ্ডবগণ তাঁহার সহায়। তোমরা পাণ্ডবগণের বংশধর; তোমাদিগকে পিতৃগণের অনুগামী হইতে হইবে। সরলচিত্তে, সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়া, নররূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখ, এ ভিন্ন তোমাদিগের অন্য কর্ম্ম নাই।”

এ দিকে সাত্যকি ও বলভদ্র কুমারগণের অস্ত্রগুরু হইলেন। অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু শস্ত্র ও শাস্ত্রে সকলেরই শ্রেষ্ঠ হইলেন; বলভদ্র তাঁহার রণনিপুণতায় পরিতুষ্ট হইয়া আপনার প্রসিদ্ধ রজতধনু তাঁহাকে পুরস্কার দিলেন। সেই সুকুমার বয়সেও পাণ্ডবসুতগণ এক একজন মহারথ বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ*ঃ০—

ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ণ হইল। বিরাটনগর হইতে দূত আসিয়া দ্বারকানাথের নিকট সসম্ভ্রমে জানাইল, পাণ্ডবগণ বিরাটরাজগৃহে সম্বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া, এখন পণ-মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এখন সুস্থ ও স্বাধীন। পাণ্ডববন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের সঙ্গে সম্ভাষণার্থ তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। মৎস্যাধিপতি বিরাট, স্বীয় রূপ-গুণবতী কন্যা উত্তরাকে কুমার অভিমন্যুকে দান করিয়া, পাণ্ডবগণের সঙ্গে চির-সৌহৃদ্য প্রার্থনা করিতেছেন। পশ্চাৎ কুমার অভিমন্যুকে বরণ করিয়া লইবার জন্য উপযুক্ত যানবাহন সঙ্গে প্রধান অমাত্য ও রাজকুমার উত্তর আসিতেছেন।"

এ সংবাদ প্রচার মাত্র দ্বারাবতী মহোৎসবময়ী হইয়া উঠিল। সত্যসন্ধ, ধর্ম্মপ্রাণ, পবিত্রচেতা পাণ্ডবগণের বিপদ্‌মুক্তিতে বসুদেব, অক্রূর প্রভৃতি যদুকুল-নায়কগণ পরমোল্লাসিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদের সীমা নাই। তিনি আজ দ্বারকায় দিনব্যাপী উৎসবের আদেশ করিলেন। চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা মুরজ মৃদঙ্গ দামামা করতাল তূরী ভেরী বাণা বেণু প্রভৃতি মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল। গায়কগণ পাণ্ডবগণের যশোমহিমা গান করিতে

লাগিল। পুরনারীগণ মহোল্লাসে মগ্ন হইলেন। একে পরম বান্ধব পাণ্ডবগণ পণ-মুক্ত হইয়া স্বরাজ্যে ফিরিতেছেন, তাহাতে কুমার অভিমন্যুর বিবাহ। ভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে কে না ভাল-বাসে? যদুনারীগণ মনোমত মঙ্গল সাজে সজ্জিত হইয়া, বিবিধ মঙ্গল আচারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরিচারিকা-গণ ছুটাছুটি ও কোলাহল করিতে লাগিল, বালক-বালিকাগণ নাচিতে গাইতে লাগিল। পুষ্প চন্দন অগুরু কস্তূরীর গন্ধে দ্বারকাভূমি আমোদিত হইয়া উঠিল। দ্বারে দ্বারে, তোরণে তোরণে, অঙ্গনে অঙ্গনে বিবিধ উৎসবলীলার অভিনয় হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণের অভ্যর্থনার্থ ও কুমার অভিমন্যুর বিবাহে বরযাত্রী হইতে লক্ষ যাদব-সৈন্য মঙ্গল সাজে সজ্জিত হইল। সেই যাদব-বাহিনীর সঙ্গে বিরাটরাজ-প্রেরিত অসংখ্য উৎসব-যাত্রী মিলিত হইল। রাজকুমার উত্তর পিতার প্রতিনিধি হইয়া পার্থনন্দন অভিমন্যুকে বরণ করিতে আসিয়াছেন। যখন যুগল মঙ্গলবাহিনী দ্বারকার বহির্দ্বারে সম্মিলিত হইল, তখন যুগপৎ লক্ষ তূর্য্যধ্বনি হইল; সে ধ্বনি সহ অসংখ্য পুরনারী-কণ্ঠ-নিঃসৃত হুলুধ্বনি সুস-ঙ্গত হইয়া, রৈবতকগিরিগাত্রে প্রতিধ্বনি করিতে করিতে নীলাম্বু-তরঙ্গের সঙ্গে, যেন তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে লাগিল। অসীম-জনতামধ্য হইতে ঘন ঘন, "জয় পাণ্ডবের জয়, জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়" ঘোষিত হইতে লাগিল। সেই বিরামশূন্য বিচ্ছেদ-শূন্য উদ্দাম মঙ্গল কোলাহল মধ্যে, যাঁহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা কেবল শুনিলেন, "জয় সত্যের জয়, জয় ধর্ম্মের জয়!" বিশ্বের

অনন্ত ব্যাপারে অনন্ত কাল সত্যের জয়ই ঘোষিত হইতেছে,—সত্যময়ের মঙ্গল-বংশী অবিরাম তানে বাজিতেছে, মায়ামুগ্ধ জীব অন্তঃশ্রবণে বধির হইয়া বাহ্য কোলাহলেই মজিয়া রহিয়াছে!

এ আনন্দোৎসবে আনন্দময়ী সত্যভামার মত আনন্দ বুঝি আর কাহারও নয়। সত্যভামা আজ বস্ত্রালঙ্কার পরিবারও সময় পান নাই, আনন্দে তিনি আত্মহারা। আনন্দের প্রথম উল্লাস প্রশমিত হইলেই, সত্যভামা অভিমন্যুকে গিয়া ধরিলেন এবং শত এয়ো ডাকিয়া বিবিধ মঙ্গলাচারে অভিমন্যুকে বিরক্ত করিয়া তুলিলেন। অভি মামীমার ফুল-চন্দনের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া ছুটিয়া পলাইল। সত্যভামা নানা রঙ্গে অভির পিতামাতাকে গালি পাড়িতে পাড়িতে, ফুল, চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তূরী ছুঁড়িয়া সখীজন সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী দেবী আসিয়াছিলেন, তিনি কুঙ্কুমে রুদ্ধ-নয়ন হইয়া প্রীতি-কোপ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন সত্যভামার মনে পড়িল, সুভদ্রা? সুভদ্রা কোথায়? সত্যভামা সুভদ্রাকে অনুসন্ধান করিতে ছুটিলেন।

কোথায় সুভদ্রা? এত আনন্দ-কোলাহল মধ্যে সুভদ্রা কোথায় লুকাইলেন? পাণ্ডবগণের মঙ্গল সমাচার প্রাপ্তি মাত্র সুভদ্রা নারায়ণ-মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন। মঙ্গল সময়ে মঙ্গলময়ের নামেই আনন্দ করিতে হয়। সুভদ্রার বড় আনন্দ, পাণ্ডবগণ সত্যপালন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন; বিরাটরাজ পরম সমাদরে কুমার অভিমন্যুকে কন্যা সম্প্রদানাভিলাষে স্বপুত্র উত্তরকে প্রেরণ করিয়াছেন। পুত্র-পরিণয়ে মাতা অপেক্ষা আনন্দ

আর কাহার অধিক ? কিন্তু কৃষ্ণ-স্বসা সুভদ্রা বড় অন্তর্দ্দর্শিনী। সুভদ্রা ভাবিলেন, ত্রয়োদশ বর্ষ কঠোর লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সত্য-ধর্ম্ম পাণ্ডবগণ দুরন্ত প্রতিহিংসা-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। ত্রয়োদশ বর্ষের সত্য সাধনার কঠোর তপস্যায় পাণ্ডবগণের শক্তি লক্ষগুণে বাড়িয়াছে ; প্রলয়-প্রভঞ্জনের ন্যায় ভীমার্জ্জুন কুরুকুল উন্মূলিত করিতে আসিতেছেন ; কে তাহা-দিগকে রক্ষা করিবে ? হায় হতভাগ্য দুর্য্যোধন ! কি শোচনীয় পরিণাম তোমার ! বৃথা ভোগে মজিয়া ছিলে, ভোগের তৃপ্তি না হইতেই সকল ফুরাইল ! সুভদ্রা মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, গদাস্কন্ধে, বাহু আস্ফালিত করিয়া, বিষবর্ষী অগ্নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে, রোষলোহিত-নেত্রে ভীমসেন অগ্রগামী যুধিষ্ঠিরের শান্ত সৌম্যভাব বিচলিত করিতে করিতে তীব্রবেগে আসিতেছেন,—আরোপিতজ্য-গাণ্ডীব-টঙ্কারে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-প্রভা প্রদীপিত করিয়া সব্যসাচী দংশিতাধরে ইতস্ততঃ রুক্ষ দৃষ্টি করিতেছেন, আর মুক্ত-কৃপাণ-করে কুপিত বিষধরবৎ নকুল সহদেব কুরুকুল-ধ্বংসাভি-লাষী হইয়াই চঞ্চলগতিতে ছুটিতেছেন ! কে রাখিবে ? হতভাগ্য দুর্য্যোধনকে কে রাখিবে ? পশ্চাতে রুক্ষ কেশকলাপ আলু-লায়িত করিয়া, স্বেদ-পরিক্লান্তা তপ্ত-কাঞ্চনাভা দ্রৌপদী তীব্র কটাক্ষে কুরুকুল নাশের অগ্নি বিকীরণ করিতেছেন ! কে রাখিবে ? আসন্নপতন কুরুকুল আজ কে উদ্ধার করিবে ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সকলেই যে সত্যবিক্রম পাণ্ডবের বীর্য্যানলে পতঙ্গ হইয়া ভস্মে পরিণত হইল ! করুণাময়ী ভদ্রা !—পুত্র-পরিণয়, স্বামি-সম্মিলন,

আনন্দোৎসব ভুলিয়া গেলেন, কেবল মানস-নয়নে দেখিতে লাগিলেন, ধ্বংস! ধ্বংস! ভীষণ ধ্বংস-লীলা! অনন্ত-শোণিত-সিন্ধু, তাহাতে অনন্ত নৃমুণ্ড ও শবমালা ভাসিতেছে; সেই শোণিত-সাগরতীরে কুরুকুল-কামিনীগণ মহাশোকে কাঁদিতেছে! হায় হায়! এ ধ্বংস-লীলা কি নিবারণের উপায় নাই? এ প্রতিহিংসা-বহ্নি কি কেহ নিবাইতে পারিবে না?

ভাবিতে ভাবিতে ভদ্রা ভাবিলেন, কেন পারিবে না! পাণ্ডবগণ ত শরণাগতপালক। দুর্য্যোধন তাঁহাদের শরণাগত হইলে বোধ হয় সব মিটিয়া যাইবে। পাণ্ডবগণ কি শরণাগত শত্রুকে হিংসা করিবেন? কখনই নয়। একবার ক্ষুদ্র দণ্ডীরাজ, আমার দাদা শ্রীকৃষ্ণের শত্রু হইয়া জগতে কোথাও আশ্রয় পাইয়াছিল না; দৈবক্রমে আমার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহাকে অভয় দেই। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু জানিয়াও,—পাণ্ডবকুলবধূ আমি,—এই গৌরবে শরণাগত দণ্ডীরাজকে অভয় দান করি। পাণ্ডবগণ আমার সে সম্মান রাখিয়াছিলেন। শরণাগত দণ্ডীরাজকে রক্ষা করিতে পরম সখা যদুনাথের সহিত সমরে অগ্রসর হইলেন। অষ্টবজ্রের আক্রমণ মাথায় পাতিয়া লইলেন। শরণাগতের প্রতি ভীমার্জ্জুনের অপার দয়া! ভ্রাতা দুর্য্যোধন শরণাগত হইলে কি তাঁহারা তাহার অনিষ্ট করিবেন? সে পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ আছেন, অবশ্য দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে সুমতি দিবেন। আর আছেন, দাদা আমার দয়াময়; তিনি কি এই ধ্বংসলীলা ঘটিতে দিবেন! সুভদ্রা করযোড়ে কহিলেন, "নারায়ণ!

রক্ষা কর, রক্ষা কর, পাণ্ডবহিংসানল হইতে দুর্ব্বল কুরুকুলকে রক্ষা কর!"

এমন সময়ে বহু সহচরী সঙ্গে সত্যভামা আসিয়া সুভদ্রাকে ধরিয়া বসিলেন এবং হাসিতে হাসিতে সুগন্ধি-তৈল-নিষেকে তাঁহার রুক্ষ কেশ-কলাপের সৌষ্ঠব-সাধন করিতে লাগিলেন। এবং সহচরীগণকে সত্বর বস্ত্রালঙ্কার আনিতে আদেশ করিলেন। সুভদ্রা করুণ কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "দিদি! আমার বেণী বাঁধিলে কি হইবে? পাঞ্চালীর মুক্ত বেণী কবে যুক্ত হইবে?"

লীলা-কোমল অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সত্যভামা কহিলেন, "অচিরাৎই হইবে। ভীম কুরুকুল-রক্তে দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করিবেন।"

কাতর কণ্ঠে ভদ্রা বলিলেন, "যে নারীর বেণী বন্ধনে অসংখ্য জ্ঞাতি-রক্তের প্রয়োজন, সে নারী বেণী না বাঁধিয়া বরং স্বহস্তে স্বমুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলুক।"

সত্যভামা বলিলেন, "সপত্নীর মুণ্ডপাত করিতে কে না চায়?"

সত্যভামা ভদ্রার কথাটী বুঝিলেন না, বুঝিবার মতন অবস্থা তাঁহার এখন নয়। ভদ্রা আর সে ভাব না তুলিয়া রসময়ীর সঙ্গে রঙ্গে যোগ দিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।
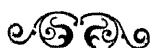
পাণ্ডবগণ এত ক্লেশ সহ্য করিয়া আসিয়াও দুর্য্যোধনের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবের জন্য পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা করিয়াও বিফল-প্রযত্ন হইলেন। দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও দিবে না। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। অনিবার্য্য কালের আহ্বানে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া, ভারতের প্রায় সমস্ত নরপতিগণ সমরানলে আত্মাহুতি দিবার জন্য একৈক পক্ষ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। পাণ্ডবের সপ্ত, আর কৌরবের একাদশ, এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল।

বীরজননী বীরাঙ্গনা কুন্তীদেবী পুত্রগণকে উত্তেজিত করিয়া কহিলেন, "হে পুত্রগণ! যে জন্য ক্ষত্রিয়নারীরা পুত্র প্রসব করে, তাহার সময় আসিয়াছে। ভীমার্জ্জুনের ন্যায় পুত্রপ্রসব করিয়াও যে আমি পর-গলগ্রহ হইয়া দিন কাটাইয়াছি, তাহাও বরং আমি সহ্য করিতে পারি; কিন্তু আমার স্নুষা শ্যামাঙ্গী মানিনী দ্রুপদবালা যে সভামধ্যে হতমান ও পরুষ বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া পদ্মনেত্রে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি-

বিন্দু আমার বক্ষে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; কৌরবকুল-কামিনীগণের শোকাশ্রুধারা দর্শন করিতে না পারিলে, আমার যন্ত্রণা নির্ব্বাপিত হইবে না।”

অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী স্বীয় কুটিলাগ্র পরম রমণীয় সর্ব্ব-গন্ধাদি-বাসিত মহাভুজগসদৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দীন বচনে পতি, পুত্র ও সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, “আমি মহাযশা দ্রুপদরাজের কন্যা, বিশ্ব-পাবন নারায়ণ-রূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, আজমীঢ়-কুল-সম্ভূত পাণ্ডুরাজের স্নুষা, ইন্দ্র-সম তেজস্বী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী; পঞ্চ পতির ঔরসে আমার গর্ভে পঞ্চ মহারথ পুত্র জন্মিয়াছে, এতাদৃশ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াও আমি সর্ব্বসমক্ষে সভামধ্যে কেশাকর্ষণ-ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। ঐ সময়ে আমি পাপিষ্ঠ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দাসী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলাম। এই হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় এই দারুণ ক্রোধ স্থাপন পূর্ব্বক এই ত্রয়োদশ বর্ষ প্রতীক্ষা করিয়াছি। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে পতিত ও পাংশুলুণ্ঠিত না দেখিলে আমার শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও শকুনির ছিন্ন মস্তকে শৃগাল কুক্কুরের পদাঘাত না দেখিলে, আমি কিরূপে আপনাকে পতি-পুত্রবতী বলিয়া মনে করিব?”

সুভদ্রা কাহাকেও কিছু বলিলেন না, কেবল শ্রীকৃষ্ণকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, “দাদা! এ কি করিতেছ?”

ধীরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “যাহা করিতে আসিয়াছি।”

সুভদ্রা। এই ধ্বংসলীলা ?

কৃষ্ণ। এই ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা।

সুভদ্রা। সামান্যবুদ্ধি নারী আমি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিজিগীষু হইয়া সমরে সাজিয়াছে, উভয় পক্ষেই বড় বড় মহারথিগণ সেনাপতি। যে সমরে এক পক্ষে ভীম, অর্জ্জুন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, অপর পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সে সমরের জয়-মীমাংসা কি সহজে হইবার সম্ভাবনা আছে ? আমি বুঝিতে পারিতেছি না, এই বিপুল বাহিনীর কয়জনের জীবন রক্ষা হইবে ? কত দিনেই বা এই মহাসমরের শেষ হইবে ? দাদা ! এ সমর কি যথার্থই ঘটিবে ?

কৃষ্ণ। নিঃসন্দেহে ঘটিবে। সমর-প্রতিরোধের জন্য আমি ত অনেক চেষ্টাই করিয়াছি। ধ্বংস ভিন্ন অধর্ম্মের দম্ভ দমিত হইবে না।

সুভদ্রা। এইরূপ বিরাট ধ্বংসেরই কি প্রয়োজন ? কেশী, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির জন্য ত এরূপ বিরাট ধ্বংসের প্রয়োজন হয় নাই।

কৃষ্ণ। উৎকট আসুরিক শক্তির অভ্যুত্থান, বিরাট ধ্বংসেরই প্রয়োজন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শাল্য প্রভৃতির জ্ঞানও অধর্ম্ম-কলুষিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বচক্ষে সভামধ্যে সাধ্বী কুলবধূর অবমাননা নিরীক্ষণ করিয়াও, অর্থদাস হইয়া অধর্ম্মপক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদিগকে আর জ্ঞানী বলিব কি

প্রকারে? ভীষ্ম দ্রোণের সাহায্য না পাইলে, দুর্য্যোধনের সাধ্য কি যে, সে পাণ্ডব-বাহিনীর সম্মুখীন হয়? 'অর্থদাস মানব, অর্থ কাহারও দাস নয়,' এই অতি হেয় কূট নীতির অনুসরণ করিয়া কুরুকুল-পিতামহ ভীষ্ম পর্য্যন্ত অধর্ম্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। ঘোষযাত্রা, গোহরণ প্রভৃতি অতি ঘৃণিত ব্যাপারসকলেও ভীষ্ম দ্রোণ দুর্য্যোধনের সাহায্য করিয়াছেন। আমি দেখিতেছি, জরাসন্ধ শিশুপাল অপেক্ষাও ভীষ্ম দ্রোণ নিকৃষ্ট!

সুভদ্রা। তাই তাঁহারা বধ্য? কিন্তু পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও কি সকলে বাঁচিবে?

কৃষ্ণ। বুঝিতেছ না ভদ্রা, বুঝিবার এখনও সময় হয় নাই। সময়ে বুঝিতে পারিবে। আমার উপর তোমার বিশ্বাস আছে?

সুভদ্রা। অটল!

কৃষ্ণ। কিরূপ বিশ্বাস?

সুভদ্রা। তুমি নারায়ণ, তুমি সর্ব্বময়, সর্ব্ব-মঙ্গল-নিদান!

কৃষ্ণ। তবে এত চিন্তিত হইতেছ কেন?

সুভদ্রা। জ্ঞানহীনা নারী আমি!

কৃষ্ণ। তুমি আমার ভগিনী, আমার শিষ্যা!

সুভদ্রা। আমার এখন কর্ত্তব্য কি?

কৃষ্ণ। কর্ত্তব্য—সর্ব্বস্ব নারায়ণে বিসর্জ্জন!

সুভদ্রা। তবে তাহাই করিব,—সর্ব্বস্ব তোমায় বিসর্জ্জন করিব।

কৃষ্ণ। কর; পতি পুত্র, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, মান অপমান,

সকলই আমাকে সমর্পণ কর। সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সংসার হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিব।

সুভদ্রা। দাদা, মানবের মন নিতান্ত চঞ্চল; সামান্যা নারী আমি, কিরূপে তাহার গতিরোধ করি?

কৃষ্ণ। অভ্যাস কর, এ পর্য্যন্ত ত অভ্যাস করিতেছ, আমি তোমাকে অভ্যাস করিতেই শিখাইয়াছি। তুমি এ পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম করিয়াছ, আমারই প্রীত্যর্থে করিয়াছ; তুমি আজীবন মৎকর্ম্মা হইয়া আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছ, তোমার আর ভয় কি? সিদ্ধিলাভ তোমার হইবে। তুমি স্ত্রীলোক, অন্য সাধনায় তোমার কি প্রয়োজন? এক মাত্র ভক্তিই তোমার পরিত্রাণের উপায়! তাহারই আশ্রয় কর। মনে রাখিও আমার সেই কথা,—"নারায়ণে যাঁহার মন ও বুদ্ধি অর্পিত, তিনিই তাঁহার ভক্ত, তাঁহার প্রিয়! সর্ব্বসিদ্ধি তাঁহার করগত।"

বহিরঙ্গনে শঙ্খ ঘণ্টা তূরী ভেরীর তুমুল ধ্বনির সহিত হুলুধ্বনি বাজিয়া উঠিল। শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "ঐ শুভলগ্ন আসিয়াছে। বীরেরা সমরযাত্রা করিতেছেন, পুরনারীচয় যাত্রা-মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিতেছেন। যাও, স্বামি-পুত্র-ভ্রাতাদিগকে মঙ্গল আরতি করিয়া সাজাইয়া দাও গিয়া। বীরপত্নী, বীরজননী তুমি, তোমার স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর গিয়া।"

কুন্তী ও দ্রৌপদী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে রণসাজে সাজাইয়া দিতেছেন। রূপসী কল্যাণীগণ পূর্ণকুম্ভ ও বরণ-

ডালা মাথায় লইয়া বীরগণকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন; ধূপ ধূনা, পুষ্প-চন্দনের গন্ধ বহিতেছে; অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণ বীরগণের কল্যাণ কামনায় যজ্ঞে আহুতি দিতেছেন। তোরণে ও অঙ্গনে সারি সারি পল্লব-পুষ্প-শোভিত মঙ্গল-কলস বিন্যস্ত রহিয়াছে। কুন্তীদেবী পুত্র পৌত্রগণের শিরে ধান্য-দূর্ব্বা বর্ষণ করিতেছেন। দ্রৌপদী ভ্রাতৃগণের কণ্ঠে বিজয়-মাল্য পরাইতেছেন, আর বাম করে স্বীয় আলুলায়িত কুন্তল ধরিয়া দেখাইতেছেন। তাঁহার নয়নে ও ললাটে বিদ্যুৎপ্রভা জ্বলিতেছে! সেখানে সুভদ্রা আসিলেন, আসিয়া অভিমন্যু ও দ্রৌপদীনন্দনদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। "যাও বৎসগণ! শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম সম্পাদনার্থ সমরে যাত্রা কর। জীবনে মরণে যেন কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হও।"

শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য বাজিল; ধনঞ্জয়ের দেবদত্ত তাহার প্রতিধ্বনি করিল। তদনুসরণে অনন্ত শঙ্খ, তূরী, ভেরী, দামামা ধ্বনিত হইয়া তুমুল ঘোষণায় পাণ্ডবাধিষ্ঠান উপপ্লব্য নগর কম্পিত করিয়া তুলিল। দূরে কুরুবাহনী হইতে তাহার প্রতি-ঘোষণা আসিয়া এক বিরাট দিগন্ত-বিদারী ঘোর রবে স্বর্গ মর্ত্ত্য আকুলিত করিয়া তুলিল! যুগপৎ কোটি-বজ্রপাত আশঙ্কায় বিশ্ববাসী নরনারী পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ ক্ষণকালের জন্য চেতনা-শূন্য হইল।

হতভাগ্য ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ বামনেত্র ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাপরের যমযজ্ঞ কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের আরম্ভ হইল। কুরুবৃদ্ধ ভীমপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম কুরুসেনার সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া, ঘোর সিংহনাদে দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন। শ্বেতাশ্বসমন্বিত প্রসিদ্ধ কপিধ্বজ রথে সমাসীন অর্জ্জুন গাণ্ডীবে শর সন্ধান করিয়া চাহিয়া দেখিলেন—পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, সম্বন্ধী প্রভৃতি সর্ব্বসুহৃদ্‌বর্গই যুদ্ধার্থে সজ্জিত! যাহাদের জন্য রাজ্যৈশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, তাহাদিগকে বধ করিয়া সে রাজ্যৈশ্বর্য্যের কি প্রয়োজন? যে সমস্ত গুরুজনকে কখনও রুক্ষ কথাটী বলিতে সাহসী হই নাই, সেই সমস্ত পূজ্যপাদ গুরুগণের উপর শস্ত্রপাত করিতে হইবে; এ অপেক্ষা ভিক্ষা করাও শ্রেয়ঃ; গুরুজনের রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগে ধিক্! কৃপাবিষ্ট অর্জ্জুন, কম্পিত-গাত্রে অশ্রুপূর্ণনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পদপ্রান্তে শর-চাপ ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না।"

শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ বাধাইবারই প্রয়োজন,—এ যুদ্ধ না ঘটিলে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন হয় না। তিনি সারসত্য যোগধর্ম্ম ব্যাখ্যা

করিয়া অর্জ্জুনের মোহাপনোদন করিলেন। বিশ্বগুরু জ্ঞানাধার শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্জ্জুন শুনিলেন—অজ, নিত্য, অবিনাশী আত্মার কখনও বিনাশ হইতে পারে না। পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মানব যেমন নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি দেহী এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে। মৃত্যু আর কিছু নয়, আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি মাত্র। জ্ঞানীরা মৃত্যুজন্য কখনও শোক করেন না, সুতরাং বিশ্ব-মঙ্গল সাধনের জন্য কুপথগামী অধর্ম্মসহায় স্বজনের ভৌতিক দেহ পাত করিলে শোকের কারণ নাই!

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জ্জুন দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া দেখিলেন, এই অসংখ্য সৈন্যমণ্ডলী,—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধনাদি অসংখ্য নৃপতিবর্গ,—তৎসঙ্গে পাণ্ডবপক্ষেরও বীরগণ—নিয়ন্তা নারায়ণ কর্ত্তৃক হত হইয়াই রহিয়াছে, অর্জ্জুন কেবল নিমিত্ত মাত্র; তিনি ইহাদিগকে বধ না করিলেও নিয়তিবশে ইহাদিগকে হত হইতেই হইবে। নারায়ণ অর্জ্জুনকে অভয় দিলেন, "কামনাশূন্য হইয়া স্বধর্ম্ম পালন কর, সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে কর্ম্ম করিয়া যাও; সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণ লও, আমার একনিষ্ঠ ভক্ত হও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব।"

অর্জ্জুনের মোহ দূর হইল। তিনি সুখ দুঃখ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জয় পরাজয়, কিছুই চিন্তা না করিয়া কেবল নারায়ণের কর্ম্ম সম্পাদনার্থ অস্ত্র ধারণ করিলেন। ভীষণ ধ্বংসযজ্ঞের অবিরাম আহুতি চলিতে লাগিল। যমরাজ্য-বিবর্দ্ধন, মর্ত্ত্যকুল-বিনাশন,

কঙ্কাল-সঙ্কুল, শরাবর্ত্ত-সম্পন্ন, নিতান্ত দুরবগাহ শোণিত-সাগর প্রবাহিত হইল। উহা শীর্ষোপল-সমাকীর্ণ, হস্তি-গ্রাহ-সঙ্কুল, কেশ-শৈবাল-বহুল, রথ-দ্বীপ-পরিশোভিত, অশ্ব-মীন-পরিপ্লুত, কবচোষ্ণীষ-ফেন-সমাচ্ছন্ন, কার্ম্মুক-স্রোতো-বিশিষ্ট, অসি-কচ্ছপ-ভূয়িষ্ঠ, ক্রব্যাদ-হংস-সমলঙ্কৃত। ক্ষত্রিয়গণ নির্ভীক হইয়া রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গরূপ ভেলা অবলম্বন পূর্ব্বক ভয়ানক শোণিত-তরঙ্গ ভেদ করিয়া কেলি করিতে লাগিলেন।

দশ দিন শস্ত্রক্রীড়া করিয়া পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের অর্দ্ধবল সহ শরশয্যায় শয়ান হইলেন। শিখণ্ডী নপুংসক; সত্যতপা ভীষ্ম নপুংসকের সঙ্গে যুদ্ধ করেন না,—শিখণ্ডি-সমরে তিনি অস্ত্র গ্রহণ করিলেন না। শিখণ্ডী নিরস্ত্র বৃদ্ধকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ভূপাতিত করিলেন।

ইহার পর গুরু দ্রোণাচর্য্য কুরুকুলবাহিনীর কর্ণধার হইলেন। দ্রোণ দ্রুপদের পরম শত্রু; পিতৃশত্রু দমনের জন্য মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দুই দিন প্রাণপণ সমর করিয়াও আচার্য্য পাণ্ডবপক্ষের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতে পারিলেন না; বরং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বল দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল। তখন দ্রোণাচার্য্য অন্যান্য কৌরব নায়কগণের সঙ্গে এক কূট মন্ত্রণা করিলেন। কোনও উপায়ে অর্জ্জুনকে দূরে অপসারিত করিতে পারিলে, দ্রোণ অন্যের দুর্ভেদ্য এক ব্যূহ রচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিয়া আনিবেন। ধর্ম্মভীরু সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে করগত করিতে পারিলে, দুর্য্যোধন আবার তাঁহাকে কোনও কূট

পণে বদ্ধ করিয়া চিরনির্ব্বাসিত করিবেন। তদনুসারে ত্রিগর্ত্তাধিপতি অনুপম রণ-নিপুণ অসংখ্য সংশপ্তকসেনা সমভিব্যহারে অর্জ্জুনকে দক্ষিণ দিকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন এবং সারথি বাসুদেব সহ ধনঞ্জয়কে নিশ্চয় নিপাতিত করিবেন বলিয়া সদম্ভ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

প্রভাতে যুদ্ধারম্ভ হইল, মন্ত্রণানুসারে অর্জ্জুন সংশপ্তক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দূরে অপসারিত হইলেন। ইত্যবসরে আচার্য্য চক্রব্যূহ-মুখে দুরন্ত-পাণ্ডব-হিংসা-পরায়ণ জয়দ্রথকে সন্নিবেশিত করিয়া, বিপুল বিক্রমে পাণ্ডবসৈন্য মথিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বৃকোদর প্রভৃতি মহারথগণ সে ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে আর্ত্তনাদ পড়িয়া গেল। আর অল্পক্ষণ মধ্যেই যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের বন্দী হইবেন, তাঁহার রক্ষার আর উপায় নাই। অর্জ্জুন বহুদূরে, তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া অসাধ্য। যুধিষ্ঠির কাতর আহ্বানে কহিলেন, "এই অগণিত যোদ্ধৃমণ্ডলীর মধ্যে আচার্য্য-ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ, এমন কি কেহই নাই!" অগণিত বীরবৃন্দ নতশির হইলেন; মুহূর্ত্তের জন্য জিগীষু যোদ্ধৃগণের সদম্ভ কোলাহল নীরব হইল।

তখন বিনয়-কোমল অথচ তেজো-দৃপ্তস্বরে কুমার অভিমন্যু কহিলেন "আমি দ্রোণ-ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ, কিন্তু নির্গম-কৌশল জানি না।" শুনিয়া ধর্ম্মরাজের মুখশ্রী প্রফুল্ল হইতে হইতে আবার মলিন হইয়া গেল! অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমার নির্গমে

অনভিজ্ঞ, তাহাকে কি করিয়া দুর্জ্জয় দ্রোণের ব্যূহে প্রবেশিত করা যায়?

অভিমন্যু জ্যেষ্ঠতাতের চিন্তার কারণ বুঝিলেন এবং সোৎসাহে বলিলেন, "অর্জ্জুন-নন্দন আমি জীবিত থাকিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্রোণের সাধ্য কি যে, ধর্ম্মরাজের ছায়াস্পর্শ করেন! পিতার অস্ত্রশিক্ষা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই; মাতার নিকট কেবল চক্রব্যূহ-প্রবেশ-কৌশল শিখিয়াছি; মাতা পিতার নিকট শিখিয়াছিলেন, নির্গম-কৌশল শিখিতে তাঁহার অবসর হয় নাই। তথাপি কেশব-ভগিনী ভদ্রার সন্তান আমি, ভুবন-বিজয়ী ধনঞ্জয়ের পুত্র আমি; মাতৃ-পিতৃ-নামে দম্ভ করিয়া বলিতে পারি, নিতান্ত অন্যায় সমর ব্যতীত পিতৃ-গুরু দ্রোণ আমায় পরাজিত করিতে পারিবেন না। আমি এই মুহূর্ত্তে সিন্ধুরাজকে অতিক্রম করিয়া ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিব। গোবিন্দের কার্য্য,—ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন,—আমার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন; ইহারই জন্য জনক, জননী ও মাতুলের সম্মুখে আমি জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; জয়-পরাজয়ের ফলভোগী আমি নই। তবে কি জন্য শত্রু-বলে ভীত হইয়া স্বধর্ম্ম পালনে নিশ্চেষ্ট থাকিব? বলভদ্র-দত্ত প্রসিদ্ধ রজত-ধনু আমার করে, আসুরিক বলে বলবান্ কৌরব-কুলকে আমি তৃণ-সম জ্ঞান করি।"

অনন্তর লীলাচঞ্চল বালকের ন্যায় প্রফুল্ল মুখে অভিমন্যু অনায়াসে সিন্ধুরাজ-দর্প মলিন করিয়া ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় আর কোনও বীরই তাঁহার অনুসরণ করিতে

পারিলেন না। তেজস্বী অভিমন্যু সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া মকর-বিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় সৈন্যগণকে ক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কুরুবীরগণের মুখমণ্ডল শুষ্ক, নয়নযুগল চঞ্চল, গাত্র কণ্টকিত ও অনবরত স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। পর্ব্বতোপরি প্রলয় বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, অভিমন্যুর উপর শরবৃষ্টি হইতে লাগিল, অভিমন্যু একাকী সমীরণের অম্বুদ-মন্থনের ন্যায় শত্রুসৈন্য প্রমথিত করিতে লাগিলেন।

তখন বিজয়লাভে হতাশ হইয়া কৌরবগণ অন্যায়-সমর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিতান্ত নৃশংস হৃদয়ে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি এই সপ্তরথী একত্রিত হইয়া নিঃসহায় অপ্রাপ্তবয়স্ক সুভদ্রা-নন্দনের প্রতি আক্রমণ করিলেন। তথাপি বালক সমস্ত-দিনব্যাপী মহাসমর করিয়া, শত্রুপক্ষের অসংখ্য রথ, রথী, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পদাতিক-কুলের বিনাশ সাধন করত নিরস্ত্র অবস্থায় অন্যায়-সমরে নিপাতিত হইলেন। পদ্ম-বন-প্রমাথী ব্যাধগণের হস্তে নিহত বনগজের ন্যায়, দাব-দহনানন্তর নিদাঘকালীন প্রশান্ত পাবকের ন্যায়, অস্তগত আদিত্যের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়, প্রশান্ততরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায়, তরুশৃঙ্গ-মর্দ্দনানন্তর নিবৃত্ত সমীরণের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্র-নিভানন কাকপক্ষাবৃত-নেত্র সর্ব্বজনানন্দবর্দ্ধন অভিমন্যুকে ভূপতিত দেখিয়া করুণাশূন্য কৌরবগণ আহ্লাদে সিংহনাদ করিয়া উঠিল।

পাণ্ডবগণ শোকে মুহ্যমান হইলেন। যুধিষ্ঠির, "ছার রাজ্যৈশ্বর্য্যে ধিক্" বলিয়া বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। বীরহৃদয় মহা-যোগী সুখদুঃখে অবিচল অর্জ্জুনও এ দারুণ পুত্রশোকে ধীর থাকিতে পারিলেন না। সংশপ্তক সংহার করিয়া অর্জ্জুন শিবিরে আসিয়া সহসা বজ্রপাতসম শোকসমাচার পাইয়া একবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন! "হায়! মৃদু-কুঞ্চিত-কেশান্ত, মৃগশাবকাক্ষ, মত্তবারণবিক্রান্ত, সালপোত-সদৃশ সমুন্নত, মহাবীর অভিমন্যু সতত সস্মিত, প্রিয়ভাষী, শান্ত, গুরুবাক্যে অনুগত, অমৎসর, মহোৎসাহ, যুদ্ধাভিনন্দী, অরাতিগণের ভয়বর্দ্ধন, আত্মীয়গণের প্রিয়চিকীর্ষু; এ হেন পুত্রশোক আমি কিরূপে সহ্য করিব? সেই তন্ত্রী-ধ্বনির ন্যায়,—পুংস্কোকিল-কণ্ঠের ন্যায় মনোহর বাণী শ্রবণ ও দেবদুর্ল্লভ অপ্রতিম রূপ অবলোকন না করিয়া আমি কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব?" প্রাকৃত বালকের ন্যায় অর্জ্জুন কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

মায়ের প্রাণ,—নারীর প্রাণ,—সুভদ্রা এ দারুণ শোক কিরূপে সহ্য করিবেন? সন্ধ্যাকালে সমর-সংবাদবাহী দূত উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডব পরিবারের মধ্যে এ দুঃসংবাদ বিজ্ঞাপিত করিল। পুত্রবিয়োগ-সংবাদ শুনিয়া ভদ্রা মূর্চ্ছিতা হইলেন। পরিচারিকা-গণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ভদ্রা মর্ম্মদাহী বিলাপ করিতে লাগিলেন;—"হা বৎস! হা হতভাগিনীর পুত্র! তুমি পিতৃতুল্য পরাক্রান্ত হইয়াও কি প্রকারে নিধনপ্রাপ্ত হইলে? আমি কি করিয়া তোমার ইন্দীবরশ্যাম সুদর্শন চারুলোচন

মুখমণ্ডল রণ-রেণু-সমাচ্ছন্ন দেখিব ? পাণ্ডব, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ সহায় থাকিতে কে তোমাকে অনাথের ন্যায় সংহার করিল ? হে পুত্র ! তোমাকে দর্শন করিয়া এ মন্দভাগিনীর নয়নযুগল পরিতৃপ্ত হয় নাই। তুমি স্বপ্নগত ধনের ন্যায় দৃষ্ট ও বিনষ্ট হইলে ! হা বীরপুত্র ! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয়, গাণ্ডীবধন্বার পুত্র এবং স্বয়ং অতিরথ ; তুমিও আজ সমরে নিপাতিত হইলে ! জানিলাম মানব-সম্পদ্ সকলই জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অনিত্য। তুমি আমাকে ফলকালে পরিত্যাগ করিয়া অকালে প্রস্থান করিলে ! যখন তুমি কেশব-সনাথ হইয়াও সংগ্রামে অনাথের ন্যায় নিহত হইয়াছ, তখন কৃতান্তের গতি প্রাজ্ঞগণেরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ! হে বৎস ! যাগশীল, দানশীল, কৃতাত্মা, ব্রহ্মচারী, পুণ্যতীর্থাবগাহী, কৃতজ্ঞ, বদান্য, গুরুশুশ্রূষা-নিরত ও সহস্রদক্ষিণাপ্রদ ব্যক্তির যে গতি, তোমার সেই গতি লাভ হউক। অপরাঙ্মুখ বীরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে অরাতি নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং নিহত হইলে যে গতি লাভ করেন, তুমি সেই গতি লাভ কর। সহস্র গো দান, যজ্ঞার্থে দান, উপকরণ-সম্পন্ন অভিমত গৃহ দান, শরণ্য ব্রাহ্মণগণকে রত্নদান ও দণ্ডার্হকে দণ্ড প্রদান করিলে, যে পবিত্র গতি লাভ হয়, তোমার সেই গতি লাভ হউক। শংসিত-ব্রত মুনিগণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এবং পুরুষগণ একমাত্র পত্নীপরিগ্রহ দ্বারা যে গতি প্রাপ্ত হন, তুমি সেই গতি লাভ কর। যাঁহারা দীন-গণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, যাঁহারা সতত সংবিভাগ করেন, যাঁহারা পিশুনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা

সতত ব্রতানুষ্ঠান, ধর্ম্মানুশীলন ও গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকেন, অতিথিগণ যাঁহাদের নিকট বিমুখ হন না, যাঁহারা নিতান্ত ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও পুত্রশোকানলে দগ্ধ হইয়াও আত্মার ধৈর্য্য রক্ষা করেন, যাঁহারা গতমৎসর হইয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হন, তুমি তাঁহাদিগের গতি লাভ কর। হ্রীমান্, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয় সাধুগণের যে গতি, আমার পুত্রের সেই গতি লাভ হউক।"

ধনঞ্জয় বাসুদেবকে বলিলেন, "সখা, তুমি তোমার ভগিনী সুভদ্রা ও বধূ উত্তরাকে সান্ত্বনা কর, আমি তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে পারিব না।" বাসুদেব সুভদ্রার গৃহে আসিয়া দেখিলেন, ভদ্রা সংজ্ঞাহীনা বধূ উত্তরাকে আলিঙ্গন করিয়া অবিরল অশ্রুধারায় তাঁহাকে সিক্ত করিতেছেন। কেশব বলিলেন, "ভগিনি, দান করিয়া দত্তবস্তুর জন্য আবার শোক কেন?"

আর্ত্তস্বরে ভদ্রা বলিলেন, "দাদা! নারীর প্রাণে এত সহিব কি প্রকারে?"

শ্রীকৃষ্ণ। বসুদেব-নন্দিনী, কৃষ্ণ-ভগিনী, পার্থ-রমণী, অভিমন্যু-জননী সুভদ্রা কি সামান্যা নারী?

"আমি যে মা!" বলিতে বলিতে ভদ্রা রুদ্ধবাক্ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর মধুরে কহিলেন, "তুমি মা!—কেবল অভিমন্যুর মা নও; আমার ভগিনী বিশ্বের মা; বিশ্ববাসী অনন্ত সন্তান ভদ্রা-জননীর স্নেহ ভিক্ষা করিয়া সমস্বরে মা মা বলিয়া ডাকিতেছে! শোন ভদ্রা, অন্তঃশ্রবণ উন্মুক্ত করিয়া শোন, কোটিকণ্ঠে

বলিতেছে, "মা! মা! মা! এত কাল পরে অধর্ম্ম-রাক্ষসের গ্রাস হইতে আমরা উদ্ধার পাইলাম! ভ্রাতা অভিমন্যু আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। তুমি পুত্র দিয়া,—দুর্ব্বল আমরা, পীড়িত আমরা,—আমাদিগের উদ্ধার করিয়াছ!"

একটু নিবৃত্ত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন, "জ্ঞাননেত্রে চাহিয়া দেখ,—সরলচিত্ত ধর্ম্মশীল পঞ্চবালক বিধবা জননীর সঙ্গে দহ্যমান জতুগৃহ হইতে ছুটিতেছে, আর আর্ত্তস্বরে ডাকিতেছে, "ওগো কে আছ দীনতারণ দুর্ব্বলের বন্ধু, অসহায় আমরা,—দুর্ব্বল আমরা,—আমাদিগকে রক্ষা কর।" বিশ্ব নিরুত্তর,—নিঃসম্বল বালকগণের কাতর আহ্বানে কেহ ত সাড়া দিল না! তার পর আরও দেখ, পরম ধর্ম্মশীলা সতী সভামধ্যে গুরুজনসম্মুখে পাষণ্ড কর্ত্তৃক বিবসনা হইতেছে, আর ডাকিতেছে, "কে কোথায় আছ সতীর সন্তান! সতীর অপমান, মায়ের অপমান; রক্ষা কর, সতীর মর্য্যাদা রক্ষা কর।" অধর্ম্মের শাসনে বিশ্ব তখনও নিরুত্তর, সতীর কাতর আহ্বানে কাহারও প্রাণ টলিল না। বুঝি তখনও সতীসন্তান এ পতিত ভারতে জন্মগ্রহণ করে নাই। তার পর রাজ্যধন রত্নৈশ্বর্য্যের মীমাংসায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ বাধিল; বীরগণ সকলেই বিজয়কামী। বন্ধুদ্রোহ, জ্ঞাতিবধ, গুরুজন-হিংসা প্রভৃতির আশঙ্কায় পাণ্ডবগণ সমর্থ হইয়াও এই বিশ্বত্রাস অসুরশক্তির নিপাত সাধন করিতেছেন না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য রাজ্যলাভ,—গুরুজন-রুধির-লিপ্ত অশান্তিকর রাজ্যলাভে তাঁহারা ভীত হইতেছেন, তাই এখনও অর্জ্জুন শস্ত্রলীলা

করিতেছেন মাত্র, যুদ্ধ করিতেছেন না। যুদ্ধ করিয়াছে একজন,—এত দিনের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে অভিমন্যু,—জয় পরাজয়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া, স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছে কুমার অভিমন্যু! সেই বালকের শক্তিতে অসুরশক্তির তৃতীয়াংশ খর্ব্ব হইয়াছে। শোন, বিশ্ব জুড়িয়া ধ্বনি হইতেছে,—ধন্য! ধন্য! বীর অভিমন্যু! ধন্য রত্নগর্ভা জননী সুভদ্রা! শোন ভদ্রা, বিশ্ব-কোলাহলের মধ্যে এক অশ্রান্ত কাতরধ্বনি উঠিতেছে, মা! মা! মা!; সকলেই মাতৃস্নেহে জুড়াইতে চায়! অভি নামক এক মাংসপিণ্ডে আবদ্ধ রাখিয়া আমার ভগিনী তাঁহার স্নেহসুধা কি এই বিশ্ব-ভিক্ষা হইতে সঙ্কুচিত রাখিবেন? এক পুত্র নয় ভগিনী তোমার, —অনন্ত পুত্র; চেয়ে দেখ, কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে লক্ষ পুত্রের শব শৃগাল-কুক্কুরে ছিঁড়িতেছে; আবার পলকে লক্ষ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, মা! মা! মা!; এ সন্তান-স্রোতের বিরাম কোথায়? এক তরঙ্গ পড়িতেছে, আর এক তরঙ্গ উঠিতেছে। ইহার কোন্ তরঙ্গ তুমি আপন বলিয়া কোলে তুলিবে? কোন্‌টাই বা পর ভাবিয়া ঠেলিয়া ফেলিবে?"

শ্রীকৃষ্ণ মধুর-স্নেহ-স্পর্শে সুভদ্রার হাত ধরিলেন। এ স্পর্শে যে পাষাণও জল হইয়া যায়! ভদ্রা সুস্থ হইলেন। প্রভুকে বসিতে আসন দিলেন। তার পর বলিলেন, "দাদা! এ সমরযজ্ঞের আহুতির আর বাকি কত? পাণ্ডবদিগের রক্তেই কি ইহার দক্ষিণান্ত হইবে?"

শ্রীকৃষ্ণ। ভগিনি, মানবের দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র। অনন্ত, অদৃষ্ট ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে?

সুভদ্রা। তুমিও কি মানব?

কৃষ্ণ। তোমার কি বিশ্বাস?

সুভদ্রা। স্বয়ং নারায়ণ!—এ যদি আমার ভুল বিশ্বাস হয় দাদা! আমার এ ভুল ভাঙ্গিও না।

কৃষ্ণ। না ভদ্রা! এ ভুল নয়, সত্য। আমিই তোমার নারায়ণ। যে আমাকে যে ভাবে দেখে, আমি তাহার তাহাই। তুমি আমার কাছে কি চাও?

সুভদ্রা। কিছুই না।

কৃষ্ণ। কেন? এই যে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিয়াছিলে!

সুভদ্রা। না, ভুলিয়াছিলাম, আর জানিতে চাহি না।

ভদ্রা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, আর শোক নাই; দুঃখহারী তাঁহার সর্ব্বদুঃখ দূর করিয়া আপনার শিবিরে আসিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের অবসান হইল; অষ্টাদশ দিনে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা এ যমযজ্ঞে বলি পড়িল। বিপ্রকুল-কলঙ্ক অশ্বত্থামা রণশ্রান্ত নিদ্রাতুর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ কুমারের শোণিতে এ মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। তথাপি পিতৃবধামর্ষোত্তেজিত দ্রোণ-পুত্রের তৃপ্তি হইল না; পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা! লুপ্তপ্রায় কুরুবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা অভিমন্যু-কুমার তখন উত্তরার গর্ভাসীন। অশ্বত্থামা গর্ভস্থ সন্তান নাশের জন্য মায়াস্ত্র ত্যাগ করিলেন। সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আর্য্য! কুরু-কুলের কি চিহ্নমাত্র রহিবে না? গর্ভস্থ সন্তানও বিনষ্ট হইবে?"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "না, বধূ উত্তরার গর্ভে ক্ষীণ পাণ্ডবকুলের বংশধর অক্ষত থাকিবে। ক্রূরকর্ম্মা দ্রোণপুত্রের সাধ্য কি যে, ইহার অন্যথা করিবে!" কৃষ্ণের কৌশলে অশ্বত্থামার মায়া ব্যর্থ হইল।

যখন হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইল, তখন অবশিষ্ট রহিল, পঞ্চ পাণ্ডব, সাত্যকি, যুযুৎসু আর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য।

ভীষ্মদ্রোণতটা, জয়দ্রথজলা, গান্ধার-নীলোৎপলা, শল্য-গ্রাহবতী, কৃপ-স্রোতঃশালিনী, কর্ণ-বেলাকুলা, অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোরমকরা, দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী দুস্তর রণনদী কেশব-কর্ণধারের কৃপায় পাণ্ডবগণ উত্তীর্ণ হইলেন। সমর-কোলাহল নিবিয়া গেল, উভয় শিবির হইতে শ্রবণবিদারী আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। পুত্রহারা, পতিহারা, ভ্রাতৃহারা, স্বজনহারা অগণিত কুরুনারী আলুলায়িত কেশে লুণ্ঠিতবসনে হাহাকার করিতে করিতে রণভূমিতে ধাবমানা হইলেন। কি ভীষণ রণক্ষেত্র! অসংখ্য ভগ্ন রথ, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথী, পদাতির ছিন্ন দেহ, হস্ত, পদ, শিরঃ, কবন্ধ শোণিত-সাগরে ভাসিতেছে! মহারাজচক্রবর্ত্তীর বক্ষে বসিয়া গৃধিনী চঞ্চু প্রহার করিতেছে। যে দেহ হৈমাসনে শত বরাঙ্গনা কর্ত্তৃক সেবিত হইত, তাহা শোণিত-কর্দ্দম-লিপ্ত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের ক্রীড়া-কন্দুক হইয়াছে। মাংসশোণিতাশী পশুপক্ষীর বিকট রবে রণস্থল কোলাহলময় রহিয়াছে! কোনও শব লইয়া শৃগাল কুক্কুরে লড়াই বাধাইয়াছে, কোনও নৃমুণ্ড লইয়া শকুনি গৃধিনী টানাটানি করিতেছে! সেই অনন্ত শবের মধ্যেও শব লইয়া টানাটানি হুড়াহুড়ি! এই আঠার দিনের টানাটানির পরিণাম এই অনন্ত শবের ছড়াছড়ি, তথাপি বিশ্বে টানাটানির নিবৃত্তি নাই!

শত বিধবা বধূ লইয়া গান্ধারী রণস্থলে আসিলেন। রাজাবরোধ-বাসিনী মহামানিনী বিলাসিনীগণ রণভূমে শোণিত-কর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইয়া, পতি-পুত্রের শব লইয়া রোদন করিতেছেন! পাষাণ

হইলেও এ শোক সহিতে পারে না ! গান্ধারী হতজ্ঞানা, নিস্পলক-নয়না, শতপুত্র-বধ-কোপিতা হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে কেশব ! এ অসংখ্য-কুরুকুল-নিধনের তুমিই কারণ ! তুমি ইচ্ছা করিলে এ সমর নিবারণ করিতে পারিতে। তুমি আমাকে শতপুত্রশোক দান করিলে। আমি আজীবন স্বামিসেবা করিয়া যে তপঃপ্রভাব লাভ করিয়াছি, তাহারই বলে বলিতেছি, তুমি যেমন বান্ধব হইয়াও পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রকুলের সংহার করিলে, আমি বড় তাপে তাপিত হইয়া অভিসম্পাত করিতেছি, অদ্য হইতে ছত্রিশ বৎসর গত হইলে তোমার বিপুল যদুকুল এইরূপে নির্ম্মূল হইবে।"

শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিলেন। সুভদ্রা বলিলেন, "দাদা ! সতী গান্ধার-নন্দিনীর বাক্য কি নিষ্ফল হইবে ?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কখনই না।"

সুভদ্রা। তবে যদুকুলও নির্ম্মূল হইবে ?

কৃষ্ণ। নিশ্চয়ই,—আমি কোন কুলই রাখিয়া যাইব না।

সুভদ্রা। এই কি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন ?

কৃষ্ণ। এই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন !

সুভদ্রা। এই বিরাট ধ্বংস ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ ভদ্রা, ধ্বংসই প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। কুতৃণ উন্মূলিত না হইলে সুবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইতে পারে না।

সুভদ্রা। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ—যাঁহারা তোমার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের সহায়, তাঁহারাও ত সবংশে বিধ্বস্ত !

কৃষ্ণ। পুনঃ পুনঃ ধ্বংসের কথা কহিতেছ কেন? মৃত্যু ত ধ্বংস নয়! জন্ম-মৃত্যু সংসার-সাগরের তরঙ্গাবর্ত্তন মাত্র। মেদাস্থি-শোণিত-পিণ্ড জড় দেহের বিনাশে কি জীবের বিনাশ হইতে পারে? জীব কর্ম্মবশে বিবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মোচিত দেহ ধারণ করে। কর্ম্মক্ষয়ে সে দেহের নাশ হয়; চিরকাল এক দেহে বাস জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কুরুক্ষেত্র-মহাসমর না হইলেও কি এ সব যোদ্ধৃদল কখনও মরিতেন না? শোন ভদ্রা, আমার গুহ্যতম কার্য্য তোমাকে বুঝাইব। যখনই অসুর-শক্তির অভ্যুত্থানে সংসারে ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংরক্ষণ, সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্টের দমন করি। দেবগণ আমার অনুগমন করেন। দুর্য্যোধনাদি-দানব-শক্তি নাশের জন্য, যুধিষ্ঠিরাদি-দেবশক্তি অবতীর্ণ হইয়াছেন। অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতি যাঁহারা সমরশায়ী হইয়াছেন, তাঁহারা দেবশক্তির অংশে আমার কার্য্য সম্পাদন জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহারা স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে আমার বিপুল যদুকুল অবশিষ্ট রহিয়াছে; যদুবীরগণও দম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া অসুরস্বভাব আশ্রয় করিতেছে। এ শক্তি খর্ব্ব না হইলে আমার সনাতন ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। কিন্তু যাদবশক্তি খর্ব্ব করিতে পারে, এমন শক্তি সংসারে আর বর্ত্তমান নাই। সুতরাং যাদবগণ পরস্পর পরস্পরকেই সংহার করিবে। ভদ্রা! তুমি আমার ভগিনী, তুমি আমার শিষ্যা, আমার বড় প্রিয়া; তোমার অজ্ঞান আমি দূর

করিব। তোমাকে জ্ঞাননেত্র দান করিতেছি, তুমি আমার বিশ্বলীলা প্রত্যক্ষ কর। অর্জ্জুনকে অনুগ্রহ করিয়া আমি এই দেবদুর্ল্লভ বিশ্বরূপ তাঁহাকে দেখাইয়াছি। আবার তোমাকেও দেখাইব। দেখ, অনন্যা ভক্তিতে চিত্ত সমাধিস্থ করিয়া দেখ, জীবন ধন্য কর।

তখন ভাগ্যবতী সুভদ্রা দেখিলেন,—অনন্ত বদন, অনন্ত নয়ন, অনেক দিব্য-ভূষণ-ভূষিত, অনেক দিব্যায়ুধধারী, দিব্য-মাল্যাম্বর-শোভিত, দিব্য-গন্ধানুলিপ্ত, বিশ্বতোমুখ অনন্ত আশ্চর্য্য মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি হইতে অবর্ণনীয় জ্যোতিঃ ক্ষরিতেছে, সহস্র সূর্য্য প্রকটিত হইলেও বুঝি তাহার তুলনা হয় না। সুভদ্রা দেখিলেন, সেই অনন্ত বিশ্বরূপে বিশ্বজগৎ সংস্থিত। আদি নাই, মধ্য নাই, শেষ নাই,—অনন্ত শশিসূর্য্য অনন্ত নেত্ররূপে জ্বলিতেছে! অনন্ত বদন হইতে অনন্ত অগ্নিরাশি উদ্গীর্ণ হইতেছে! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ, দিক্ সকল সমাচ্ছন্ন করিয়া এক বিরাট মূর্ত্তি! দেব, যক্ষ, রক্ষঃ, উরগ, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, নদী, গিরি, সাগর, মরুভূমি, তরু, লতা প্রভৃতি সকলই সেই বিশ্বদেহে অবিরাম উঠিতেছে, পড়িতেছে! বহুবাহূরুপাদ, বহূদর, বহুদংষ্ট্রা-করাল সেই বিরাটদেহে কত কুরু-ক্ষেত্র-লীলা হইতেছে! কত ভীমার্জ্জুন, কত অভিমন্যু, কত দুর্য্যোধন, সাগরের তরঙ্গের ন্যায় উঠিতেছে ও পড়িতেছে! ভদ্রা ভীতিবিহ্বল হইয়া দেখিলেন, সেই মহাসমর-নিহত অনন্ত শবরাশি এই বিরাট পুরুষের মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইল, পলকের মধ্যে তাহারা আবার সজীব হইয়া বহির্গত হইল, পলকমাত্র এই বিরাট দেহে নৃত্য করিল, আবার সেই মুখবিবরে প্রবেশ করিল, আবার

বাহির হইল! সুভদ্রা ভীতা হইলেন,—এ দুর্নিরীক্ষ্য দৃশ্য ত তিনি আর দেখিতে পারেন না। বুঝিয়া দয়াময়ের দয়া হইল, তিনি বিরাটরূপের প্রতিহার করিলেন। ভদ্রা করযোড়ে কহিলেন, "আর্য্য! এ রূপ ত মানবের দর্শনীয় নহে। আমি এ উগ্রমূর্ত্তি আর দেখিতে চাই না।"

প্রেমানন্দপ্রফুল্ল হাস্যাননে প্রেমময় কহিলেন, "তাই ত আমি, ভক্তের নয়নে বংশীধর বনমালী। তুমি আমায় কিরূপে দেখিতে চাও?—ভক্তিতে? না জ্ঞানে?"

ভদ্রা। সামান্যা নারী আমি, জ্ঞানের কি প্রয়োজন? আমায় ভক্তি দাও প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "তথাস্তু!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।
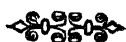
যুধিষ্ঠির রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন ; কিন্তু অসংখ্য জ্ঞাতিবধজন্য অধর্ম্মভয়ে কাতর হইয়া পড়িলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন তাঁহাকে জ্ঞাতিবধ-পাপ-মোচনার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিলেন। পরম বান্ধব শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণের অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। যুধিষ্ঠির নিরুদ্বেগে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে উত্তরা কুল-শোভন কুমার প্রসব করিলেন। ক্ষীণ কুলের বংশধর বলিয়া কুমারের নাম হইল পরীক্ষিৎ।

পরীক্ষিৎকে আশীর্ব্বাদ করিতে শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। তিনি পরীক্ষিৎকে কোলে লইয়া সুভদ্রাকে বলিলেন, "ভগিনি, তোমার বোধ হয় মনে আছে; আমি বলিয়াছিলাম, আমার ধর্ম্মরাজ্যে তুমিই অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এই দেখ, তাহা সফল হইয়াছে। তোমারই পৌত্র এই শান্তিপূর্ণ ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী।"

সুভদ্রা সবিনয়ে কহিলেন, "ইহলোকে আমার কোনও সাধই অপূর্ণ নাই।"

শ্রীকৃষ্ণ। কেবল ইহলোকে কেন? পারলৌকিক সুখলাভেও কি তোমার সন্দেহ আছে?

সুভদ্রা। সন্দেহ ঘুচে না দাদা! বিবিধ শাস্ত্রের বিবিধ বিধি—কোন্ বিধি অবলম্বন করিব? কেহ বলিতেছেন, যজ্ঞ দান ও তপস্যা পারলৌকিক শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট পন্থা। কেহ এই সমস্ত কর্ম্ম দোষবৎ পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানযোগে অচিন্ত্য অব্যক্ত পরমাত্মার সহিত আত্মা সমাহিত করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন' কেহ বা পুষ্পচন্দনে ইষ্টপদপূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। ইহার কোন্ পথ সুপথ দাদা?

শ্রীকৃষ্ণ। অনেকবার বলিয়াছি ভদ্রা, সময় হয় নাই বলিয়া বুঝিতে পার নাই। এখন সময় হইয়াছে, চিত্ত গঠিত হইয়াছে, এখন বুঝিবে। শোন, যজ্ঞ দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম জীবের পক্ষে কখনও ত্যাজ্য নয়। ইহা দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। কর্ম্ম দ্বিবিধ, নিত্য ও নৈমিত্তিক। সন্ধ্যাবন্দনা, গুরুসেবা, অতিথি-সেবা ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম, আর পিতৃশ্রাদ্ধ, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। সংসারবাসী মানবের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ফল-কামনা রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে স্থায়ী আনন্দ লাভ হইতে পারে না। পুত্র, বিত্ত বা স্বর্গসুখ,—যাহা কামীর কাম্য, তাহা অবিনশ্বর নহে। কর্ম্মজ পুণ্যের ক্ষয়ে কর্ম্মলব্ধ সম্পদের ক্ষয় হয়, তখন সম্পৎ-ক্ষয়ে কামীর দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সুতরাং অফলকামী কর্ম্মীর কর্ম্ম কোনও বন্ধনের কারণ হয় না। এখন অবশ্য বুঝিতেছ, কর্ম্ম কখনও মুক্তির সোপান হইতে পারে না। কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে কর্ম্মীর চিত্তমালিন্য দূরীভূত হয়। কামনাই জীব-চিত্তের মালিন্য। এই মালিন্য দূরীভূত হইলে সাধকের স্বচ্ছ

মানসে পরমাত্ম-জ্যোতিঃ প্রকটিত হয়, তখন তিনি জ্ঞান বা ভক্তির অধিকারী হন। যাঁহারা জ্ঞানমার্গগামী, তাঁহারা অব্যক্ত অচিন্ত্য অক্ষর কূটস্থ পরমাত্মার ধ্যানে সমাহিত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। সাধক এইরূপ সমাধিমগ্ন হইয়া যখন ইন্দ্রিয়বিক্ষেপ-মাত্রশূন্য হন, যখন কোনও কারণেই তাঁহার সমাধির ব্যতিক্রম হইতে পারে না, তখন তিনি পরমানন্দে মগ্ন হইয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হন। কিন্তু দেহধারী জীবের পক্ষে অব্যক্তের ধ্যান বড় দুরূহ। সেই জন্য সনাতন আনন্দ লাভের আর একটী সহজ উপায় আছে,—সেটী ভক্তি। যাগ যজ্ঞ ধ্যান ধারণা কিছুমাত্র না করিয়াও ভক্ত মুক্তিলাভের অধিকারী হন।

সুভদ্রা। ভক্তের লক্ষণ কি দাদা! কি উপায়ে জীব তোমার ভক্ত হইতে পারে?

কৃষ্ণ। যে আমার ভক্ত, সে সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া অনন্যচিত্তে আমারই শরণাপন্ন হইবে। আমি আমার ভক্তের পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, সখা—সকলই। যে আমাকে যে ভাবে চায়, আমি তাহাকে সেই ভাবেই কৃতার্থ করি। ভক্তের ন্যায় প্রিয় আমার কেহ নাই; ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, জল—যাহা আমাকে প্রদান করে, আমি তাহাই গ্রহণ করি। ভক্তের সহিত আমি বিবিধ লীলা করিয়া ভক্তের মনোরঞ্জন করি। আমার ভক্তের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। যিনি দ্বেষশূন্য, সর্ব্বভূতে করুণাশীল, নিরহঙ্কার, সর্ব্বভোগে আসক্তিশূন্য, সুখ দুঃখে সমান, ক্ষমাবান্, সদা সন্তুষ্ট, যিনি কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না বা কাহা

দ্বারাও উদ্বিগ্ন হন না, যাঁহার হর্ষ বিষাদ ভয় কিছুই নাই, যিনি শুভাশুভ কিছুরই প্রত্যাশী নন্, যিনি বাহ্যান্তরে সদা শুচি, আলস্য-শূন্য, যিনি ফলকামী হইয়া কোনও উদ্যমই করেন না, যিনি প্রিয়-লাভে হৃষ্ট হন না, প্রিয়নাশে শোক করেন না, বা অপ্রিয়-লাভে বিদ্বেষ করেন না, পাপপুণ্য-পরিত্যাগী, শত্রু-মিত্রে, সুখ-দুঃখে, মানাপমানে, শীতোষ্ণে সমচিত্ত, যিনি নিন্দা বা স্তুতিতে সমান, পক্ষপাতশূন্য, যাঁহার বাক্য সংযত, যিনি সতত সন্তুষ্ট, স্থিরমতি, আমাতে অচল-ভক্তি-সম্পন্ন, তিনিই ভক্ত,—তিনিই আমার প্রিয়। যে মৎপরায়ণ সাধু পরম শ্রদ্ধা সহকারে এ হেন ভক্তিধর্ম্মামৃত পান করেন, তিনি আমার অতীব প্রিয়। ভদ্রা! তুমি আমার ভগিনী ও শিষ্যা, তোমাকে এই সহজ-সাধন ভক্তিপন্থা প্রদর্শন করিলাম, এই ভক্তিসাধনে তুমি কৃতার্থ হইবে।

সুভদ্রা কৃতার্থা হইয়া পরমেষ্ট শ্রীকৃষ্ণের পদে প্রণাম করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের পর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ অতীত হইল। কাল-প্রেরিত আত্মবিচ্ছেদে বিপুল যদুকুল এক দিনেই নির্ম্মূল হইল। ভূভারহারী হরির কর্ম্ম সম্পন্ন হইল। তিনিও তনুত্যাগ করিলেন। যদুবংশের পিণ্ডাধিকারী রহিলেন কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র কুমার বজ্র। হস্তিনায় এ সংবাদ পৌঁছিল; অর্জ্জুন গিয়া অনাথা যাদবনারীগণ ও কুমার বজ্রকে লইয়া আসিলেন। অচিরাৎই শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত দ্বারাবতী মহানগরী সমুদ্রগর্ভে নিমগ্না হইল।

পাণ্ডবগণের আর সংসারবাসে ইচ্ছা হইল না। যুধিষ্ঠির কুমার পরীক্ষিৎকে হস্তিনায় ও বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। দ্রৌপদী তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন।

মহাপ্রস্থান-সময়ে যুধিষ্ঠির সুভদ্রাকে ডাকিলেন। হাস্যময়ী লীলা-চঞ্চলা বালিকার ন্যায় সুভদ্রা আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোনও উদ্বেগ নাই, অশান্তি নাই, কেবল আনন্দ! সুভদ্রার হৃদয়ে সর্ব্বদাই আনন্দধামের বিমল আভা প্রতিফলিত। বিপুল পিতৃকুল বিনষ্ট হইয়াছে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুভদ্রার

বিন্দুমাত্র উদ্বেগের চিহ্নও নাই। মাধবশিষ্যা স্থিরপ্রজ্ঞা সুভদ্রা আত্মানন্দেই পরিপূর্ণ! তিনি ত আর কাহারও স্নেহে বশীভূত নন। স্বামী চির-বিদায় লইয়া মহাপ্রস্থানে যাইতেছেন, ক্ষতি কি? তাঁহার স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, সখা—সকলেই ত সেই এক প্রেমানন্দস্বরূপ-রূপে হৃদয়ে বিরাজিত! অর্জ্জুন সুভদ্রার পানে কাতর দৃষ্টি করিলেন। বুঝি তাঁহার ইচ্ছা, দ্রৌপদী অনুবর্ত্তিনী হইতেছেন, সুভদ্রাও কেন চলুন না! কিন্তু সুভদ্রার যাইবার প্রয়োজন কি? কোন্ কামনায় তিনি আশ্রম পরিবর্ত্তন করিবেন? তিনি যে চতুরাশ্রমের অতীতা! স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক—তাঁহার ত কিছুরই কামনা নাই। তবে মহাপ্রস্থানযাত্রী হইয়া কঠোর তপশ্চরণে তাঁহার কি প্রয়োজন? ভদ্রা স্থির হইয়া পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান দেখিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদী ভদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন, "দেবি, জন্মে জন্মে যেন তোমার ন্যায় সপত্নী লাভ করি।" শুনিয়া সুভদ্রা হাসিলেন, এ যেন তাঁহার রঙ্গের সময়! সুভদ্রা বলিলেন, "তুমি যেন আমাকে সপত্নী কামনা করিতেছ, আমি যে সপত্নীর স্বামীকে আবার বিবাহ করিব, তাহার বিশ্বাস কি?"

শুনিয়া দ্রৌপদী সহ পাণ্ডবগণ বিস্মিত হইলেন। এ সময়েও সুভদ্রার রঙ্গ? দ্রৌপদী কাতর নয়নে ভদ্রার মুখপানে চাহিলেন, ভদ্রা কি একটি করুণার কথাও বলিবেন না? ভদ্রা বুঝিলেন, বলিলেন, "দিদি! এ সময়ে আর কামনা কেন? সর্ব্বকামনা বিসর্জ্জন কর, বিষয়-বিচ্ছিন্ন চিত্ত সমাহৃত করিয়া পরমেষ্ঠ-পদে

নিয়োজিত কর। আশীর্ব্বাদ করি, স্বামিগণ সহ আনন্দধাম-বাসিনী হও।"

যুধিষ্ঠির, কুমার পরীক্ষিৎ ও বজ্রকে সুভদ্রার দুই পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। দুই জনে ভদ্রার দুই হাত ধরিলেন। তার পর যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মা! লুপ্তপ্রায় কুরুকুল ও যদুকুলের এই দুই শেষ বংশধর। এই উভয় কুলের তুমিই রক্ষয়িত্রী! এই দুই বালক অপ্রাপ্তবয়স্ক, আমি তোমাকেই ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া যাইতেছি। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের রক্ষা বিধান করিয়া তুমি ত্রিলোকে যশস্বিনী হও। আসমুদ্র ভারতের অধীশ্বরী এখন তুমি।"

সুভদ্রা অবনত মস্তকে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা স্বীকার করিলেন।

ধন্য মা কেশব-ভগিনি আর্য্যকুল-লক্ষ্মি! পতিত আর্য্যভূমি আজ তোমার আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছে! আবার কি তোমার পবিত্র আদর্শ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পতিতপাবন ধর্ম্মামৃত, মহর্ষি দ্বৈপায়নের অনন্ত জ্ঞান আর্য্যজাতি বুঝিবে?

নারায়ণ, নরোত্তম নর, মহর্ষি ব্যাসদেব ও দেবী সুভদ্রার চরণে প্রণিপাত করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলাম।